ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-59 ■ 4 December, 2024 ■ আগরতলা ৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক বিস্তৃত, একে একটি ইস্যুতে কমানো যায় না ঃ প্রণয় ভার্মা

ঢাকা, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) ।। ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক বিস্তৃত ও বহুমুখী, একে একটি ইস্যুতে হ্রাস করা যায় না, আজ মঙ্গলবার ঢাকায় বলেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা। গতকাল আগরতলায় বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশন কার্যালয় চত্বরে সংঘটিত ঘটনার পর কূটনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। কূটনৈতিক

উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে আজ মঙ্গলবার ঢাকায় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রক তলব করেছিল প্রণয় ভার্মাকে।

সে অনুযায়ী আজ বিকাল ৪:০০টায় তিনি বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব রিয়াজ হামিদুল্লাহের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করেছেন।

পররাষ্ট্র সচিব রিয়াজ হামিদুল্লাহর সঙ্গে বৈঠক শেষে বাইরে বেরিয়ে উপস্থিত সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলে প্রণয় ভার্মা ভারত-বাংলাদেশ অংশীদারিত্বের শক্তির ওপর জোর দিয়ে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'এটা (বৈঠক) আমাদের নিয়মিত বিনিময়ের একটি অংশ ছিল। বাংলাদেশের সাথে আমাদের এমন বিস্তৃত এবং বহুমুখী সম্পর্ক রয়েছে, যা কোনও একটি ইস্যু বা ঘটনায় কমানো যায় না।'

পারস্পরিক সহযোগিতার প্রসঙ্গে ভার্মা যোগ করেন, 'আমরা একটি ধ্রুবক, স্থিতিশীল এবং গঠনমূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে অবস্থান করছি। সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা ইতিবাচক গতি বজায় রেখে চলেছি। প্রতিবেশি উভয় রাষ্ট্রকে স্ব-স্ব আন্তঃ নির্ভরশীলতা এবং তাদের জনগণের আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে উপকৃত করাই আমাদের লক্ষ্য।'

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির দিকেও ইঙ্গিত করেছেন, বিশেষ করে বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং প্রয়োজনীয় পণ্যের মতো ক্ষেত্রগুলিতে ইতিবাচক ডেভেলপমেন্টগুলিকে উৎসাহিত করতে যৌথ প্রতিশ্রুতির উপর জোর দিয়েছেন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত।

প্রণয় ভার্মা বলেন, আগরতলায় সংঘটিত অনভিপ্রেত ঘটনার পর ভারত সরকার নয়াদিল্লিতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন এবং সারা দেশে অন্যান্য কূটনৈতিক প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা বাড়িয়েছে।

আখাউড়া রোড বন্ধ

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে শহরে সনাতনী যুবাদের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নিরাতনের প্রতিবাদে ও চিন্ময় প্রভুকে মুক্তির দাবিতে সনাতনী যুবার উদ্যোগে বাংলাদেশ চলো নামে এক প্রতিবাদী মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের মিছিলটি রবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে শুরু হতেই পুলিশ তাদেরকে আটকে দিয়েছে। এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক সহ অন্যান্যরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর নিরাতন করা হচ্ছে। পাশাপাশি, সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আক্রমণ করা হচ্ছে। তাছাড়া, বেশকিছু দিন আগে চন্ময় প্রভুকে অকারণে গ্রেফতার করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত তাকে জামিন দেওয়া হয়নি। এরই প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে সনাতনীরা।

এদিন তিনি বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে গোটা বিশ্ব আজ উদ্বিগ্ন রয়েছে। জোরপূর্বক সংখ্যালঘুদের ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে। সভ্য সমাজে এধরণের বর্বরতাকে ভালো চোখে কেউ দেখছে না। তাঁর কথায়, অতিসত্বর চিন্ময় দাস প্রভুকে মুক্তি দিতে হবে এবং বাংলাদেশের হিন্দুদের নিরাপত্তা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইন্ডি জোটের বৈঠকে তৃণমুলকে আমন্ত্রণ জানাতে ভুলে গেছে কংগ্রেস

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর ।। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ইন্ডি জোটের বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেসের অনুপস্থিতির বিষয় নিয়ে দলীয় নেতৃত্বদের সাথে যোগাযোগ করেছেন। তৃণমূল নেতা সুদীপ বন্দোপাধ্যায়ের সাথে আলোচনায় রাহুল গান্ধী ওই বিষয়ে প্রশ্ন তুলেন।

তৃণমূল কংগ্রেস আদানি ইস্যু থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়েছে এবং ইন্ডি জোট দলগুলি বর্তমান সংসদ অধিবেশন চলাকালীন একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট প্রজেক্ট করার জন্য লড়াই করেছে।

রাহুল গান্ধী সুদীপ বন্দোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করেন, কেন তৃণমূল কংগ্রেস ইন্ডি জোটের বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন না। সুদীপ বন্দোপাধ্যায় এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, সভায় তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

এই বিষয়ে রাহুল গান্ধী কংগ্রেস নেতা কেসি ভেনুগোপাল-কে আমন্ত্রনের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এই পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি অবগত নন, সূত্র অনুসারে ভেনুগোপাল এ বিষয়ে বলেন , "আমরা গত রাতে ভুলে গিয়েছিলাম,"।

নারিকেলকুঞ্জে ট্যুরিজম প্রোমোফেস্ট-র উদ্বোধন

বিশ্বের দরবারে রাজ্যের পর্যটনকে তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। বর্তমান সরকার বিশ্বের দরবারে রাজ্যের পর্যটনকে তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছে। ত্রিপুরা ট্যুরিজম প্রোমো ফেস্টের আয়োজন এই উদ্যোগকে আরও গতিশীল করবে। আজ বিকেলে ধলাই জেলার গন্ডাতুইসা মহকুমার নারিকেলকুঞ্জে ত্রিপুরা ট্যুরিজম প্রোমো ফেস্ট ২০২৪"র উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ ধরনের উৎসবের মধ্য দিয়ে রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকেও তুলে ধরা হবে। তাছাড়াও এই উদ্যোগ পর্যটকদের কাছে রাজ্যের পর্যটনকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এদিন ডম্বুর জলাশয়ের উপর নবনির্মিত

ঝুলন্ত ব্রিজের উদ্বোধন করেন। তাছাড়াও নারিকেলকুঞ্জের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠা হোম স্টের ৯ জন বেসরকারি উদ্যোগীদের হাতে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট তুলে দেন। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা সরকারের পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যে এই প্রথমবারের মতো এ ধরনের ট্যুরিজম প্রোমো ফেস্টের আয়োজন করা হচ্ছে। এই উৎসবগুলিতে রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র ও পোশাক প্রদর্শন সহ আদিবাসীদের নিয়ে খাদ্য উৎসবের আয়োজন করা হবে। এই উৎসবে আগামী ১৪ ডিসেম্বর প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী শ্রেয়া ঘোষাল অংশ নেবেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আরও বলেন, পর্যটনকে ভিত্তি করে রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি জিডিপি বৃদ্ধিরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নারিকেলকুঞ্জে লগহাটের পাশাপাশি আজ এখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠা ৭টি স্টে হাউসের উদ্বোধন করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে পর্যটনের বিকাশে স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে ১০টি লগহাট তৈরি করা হয়েছে, যা শীঘ্রই চালু করা হবে। স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৫১টি লগহাট তৈরি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিরাপত্তা জনিত কারণে আগরতলা থেকে বাংলাদেশের ভিসা বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। নিরাপত্তাজনিত কারণে আগরতলা থেকে বাংলাদেশের ভিসা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আজ বাংলাদেশ হাইকমিশনার তরফ থেকে এক বিবৃতি জারি করে একথা জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নিরাপত্তাহীনতাজনিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ সহকারি হাই কমিশন, আগরতলাতে সকল প্রকার ভিসা ও কন্স্যুলার সেবা কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।

হাইকমিশন কার্যালয়ে হামলায় ধৃত ৭ অভিযুক্ত জামিনে মুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। বাংলাদেশ সহকারি হাই কমিশন কার্য্যালয়ে হামলার ঘটনায় ধৃত সাত অভিযুক্তকে জামিন মুক্ত দিল আদালত। এমনটাই জানিয়েছেন এনসিসি থানার ওসি সুশান্ত দেব।

প্রসঙ্গত, গতকাল বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির‍্যাতন এবং চিন্ময় প্রভুকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে আগরতলা বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশন অফিসে ভাঙচুর চালিয়েছে হিন্দু সংর্ঘষ সমিতি। এদিন আন্দোলনকারীরা অফিসের সামনে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা আগুনে পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। গতকাল রাতেই পুলিশ ওই ঘটনায় জড়িত সাতজনকে গ্রেফতার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এবিষয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে জানিয়েছেন, আজ এক সংগঠনের তরফ থেকে বাংলাদেশ চলো অভিযান কর্মসূচির জন্য প্রশাসনের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসন অনুমতি দেয়নি। তার প্রেক্ষিতে আখাউড়া রোড এলাকায় বাড়তি নিরাপত্তার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিশু কন্যা ধর্ষণ কান্ডে অভিযুক্তকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩ ডিসেম্বর।। ছয় বছরের শিশু কন্যা ধর্ষনকান্ডে অভিযুক্ত সজল দেকে বিষ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলো বিলোনিয়া বিশেষ আদালত। যোল জনের সাক্ষ্য বাক্য গ্রহনের পর অভিযুক্ত সজল দে-কে পস্কো মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর বিলোনিয়া বিশেষ আদালতের স্পেশাল জজ গোবিন্দ দাস মঙ্গলবার বিকেল চারটা নাগাদ কুড়ি বছরের কারাদণ্ডের সাজার রায় ঘোষণা করেন। পাশাপাশি দশ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে দুই মাসের কারাদণ্ডাদেশ দেন আদালতের স্পেশাল জজ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, সজল দে-র বাড়ি রাজনগর পিআর বাড়ি থানাধীন রাধানগর এলাকায়। কলেজে পড়ার সুবাদে সজল দে বিলোনিয়া থানাধীন এলাকাতে এক বাড়িতে ভাড়া থাকতো। সেই বাড়িতে ভাড়া থাকতো এক পরিবার। এই পরিবারের ছয় বছরের ও তিন বছরের শিশু কন্যা রয়েছে। জানা যায় গত ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসের সতের তারিখ সকালে পরিবারের লোকজনের অনুপস্থিততে চকলেট চিপস ও মোবাইলের লোভ দেখিয়ে সজল দে দুই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৪ ডিসেম্বর চতুর্থ জাতীয় লোক আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। চতুর্থ জাতীয় লোক আদালত আগামী ১৪ ডিসেম্বর ত্রিপুরা হাইকোর্ট চত্বরে অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ১০টা থেকে আদালতের কাজ শুরু হবে। এই লোক আদালতে বিভিন্ন ধরনের ২৫টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য উঠবে। জাতীয় লোক আদালতের আহ্বায়ক এই সংবাদ জানিয়েছেন।

সর্বশিক্ষা শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ হচ্ছে না, সুপ্রিমকোর্টে সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। সর্বশিক্ষার মামলা নিয়ে সুপ্রিমকোর্টে এসএলপি করলো রাজ্য সরকার। আজ একথা জানালেন এসএসএ শিক্ষক বাস্তব দেববর্মা ও সজল দেব। তারা তাদের অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এসএসএ শিক্ষক বাস্তব দেববর্মা বলেন, সর্বশিক্ষা শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না সরকার। রাজ্য সরকার শিক্ষকদের সাথে প্রতারণা করেছে। কারণ, ২০১৮ সালে ত্রিপুরার বিজেপি সরকারকে ক্ষমতায় আনতে সর্বশিক্ষা শিক্ষকদের অবদান রয়েছে।

তৎকালীন সময়ে বিজেপি সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল ক্ষমতায় আসলে সর্বশিক্ষা শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ করা হবে।

কিন্তু এখনো পর্যন্ত নিয়মিতকরণ করে নি। সরকার তাদের সাথে প্রতারণা করেছে।

নাশকতার আগুনে পুড়ল দুই কানি খেতের ধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। নাশকতার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে এক দুই কানি খেতের কাটা ধান। কৃষকের এখন মাথায় হাত, নিরুপায় হয়ে ঘটনার পরদিন পুলিশের দ্বারস্থ।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় জনমনে ব্যাপক চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ২ ডিসেম্বর সন্ধ্যা রাতে ধনপুর বিধানসভার অন্তর্গত দক্ষিণ পাহাড়পুর পঞ্চায়েত এলাকার ২ নং ওয়ার্ডের (মাছিমা) গ্রামের ঠাম্মা মুরা পাড়ায় আলকাছ মিয়া নামে এক বর্গা চাষী মাছিলমা গ্রামের মোহাম্মদ মোস্তফার দুই কানি জমি বর্গা চাষ করেছিল। ফসল মোটামুটি ভালোই হয়েছিল। প্রান্তিক সেই বর্গা চাষী অর্থ সংকটের কারণে শ্রমিক না রেখে নিজেই কয়েকদিন ধরে পাকা ধান কেটে গ্রামীন রাস্তার পাশে স্টক করে রেখেছিল। সে ভেবেছিল গাড়ি পেলে যেকোনো সময় তার বাড়িতে নিয়ে যাবে। কিন্তু, প্রতিহিংসা মূলক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিডিওকে শারীরিক নিগ্রহের চেষ্টা, ছয় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। গৌরনগর ব্লকের বিডিও-এর উপর শাসক দলের পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি সহ বেশ কয়েকজন অকথ্য গালিগালাজ ও শারিরীক নিগ্রহের চেষ্টা করেন। এমনটাই অভিযোগ তুলে কৈলাসহর থানায় ছয়জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেন বিডিও প্রণয় দাস।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল সাড়ে তিনটে নাগাদ ইমরান হোসেন, সুন্দর আলী, সাদ্দাম হোসেন, সুবীর আলী, মফিক আলী, সোহেল মিয়া, আলকাস মিয়া কোনো পূর্বসূচনা ছাড়াই গৌরনগর ব্লকের বিডিও- ঘরে ঢুকে পড়েন। তারা প্রবেশের সাথে সাথে ইমরান হোসেনের নেতৃত্বে ব্যক্তিরা চিৎকার শুরু করে এবং বিডিও-কে শারীরিক ক্ষতি করার হুমকি দেয়। পাশাপাশি তাকে অকথ্য গালিগালাজ করেন।

তাই আজ ইমরান হোসেন সহ ছয়জনের বিরুদ্ধে কৈলাসহর থানায় মামলা দায়ের করলেন বিডিও প্রণয় দাস।

ওয়াইটিএফ এর ডেপুটেশন স্থগিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। পুরানো রাজভবনে পাঁচতারা হোটেল নির্মাণের প্রতিবাদে আগামী ৫ ডিসেম্বর ডেপুটেশন দেওয়ার কর্মসূচি আপতত বাতিল করেছে ওয়াইটিএফ। কিন্তু আগামীকাল মহিলা সংগঠনের পক্ষ থেকে শহরে মিছিল করে পর্যটন দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান করা হবে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন সংগঠনের নেতৃত্বরা। এদিন সংগঠনের এক কর্মী বলেন, পুরানো রাজভবনে পাঁচতারা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের সামনে বনমিত্র কর্মীদের বিক্ষোভ অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। স্থায়ীভাবে নিয়োগের দাবিতে সরব হয়েছেন বনমিত্র কর্মীরা। আজ দ্বিতীয় দিন ও সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে ধর্ণা বসেছেন কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে বিশালগড় থানা পুলিশ। এদিন এক বনমিত্র কর্মী বলেন, ২০২১ সালে অগাস্ট মাসে বনদপ্তরে উদ্যোগে চুক্তিভিত্তিক বনমিত্র প্রকল্পে সারা রাজ্য থেকে ৭২০ কুড়িজন কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। তখন কর্মীদের বেতন ছিল যথাক্রমে ৩০০০ টাকা। তৎকালীন সময়ে তাদে বলা হয়েছিল বেতন ৩ হাজার টাকা হবে এবং সময় সাপেক্ষে তাদের কিছু একটা বেতন বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে তাদের বেতন ৪৮২০ টাকা হয়েছে। কিন্তু বনমিত্র কর্মীদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হয়নি। কিন্তু রাজ্য বনদপ্তরের উদ্যোগে পূর্বেই যখন তাদেরকে এই চাকুরী প্রদান করা হয় তাতে স্পষ্ট উল্লেখ ছিলো সেটা কখনোই অন্য প্রকল্পে নেওয়া যাবে না এমনকি স্থায়ীভাবে ও নিয়োগ করা যাবে না। তথাপিও বনমিত্র কর্মী সহ তাদের পরিবার সোমবার সকাল থেকে বনভোজনের মৌসুমে সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্নায় বসেন।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যাই বিশালগড় থানার পুলিশ সহ টিএসআর বাহিনী। কিন্তু বনদপ্তরে কর্মীদের কোন আধিকারিকের দেখা নেই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর ২০২৪ ইং
১৭ অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সমাজের জন্য মৌলিক বার্তা

কন্যা সন্তান অবহেলার পাত্রী নয়এটি একটি সমাজের জন্য একটি মৌলিক বার্তা। কন্যা সন্তান এবং পুত্র সন্তান উভয়ই সমানভাবে পরিবারের এবং সমাজের অংশ।কন্যা সন্তানের প্রতি অবহেলার ফলে শুধুমাত্র তার জীবনেই নয়, সমগ্র সমাজে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, এবং সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে সমান অধিকার নিশ্চিত করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।একটি উন্নত সমাজ গড়তে হলে কন্যা সন্তানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাদের মর্যাদা বোঝা এবং তাদের উন্নয়নের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। বার্তাটি সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন, যাতে প্রতিটি মানুষ বুঝতে পারে যে কন্যা সন্তানও একটি আশীর্বাদ এবং তারা আমাদের আগামী দিনের আলোকিত ভবিষ্যৎ।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় আজও কন্যা সন্তান অবহেলা বঞ্চনার শিকার। আধুনিক শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থায় ইহা কোনভাবে মানিয়া নেওয়া যাইতে পারে না। সন্তান পুত্র কিংবা কন্যা যাই হোক না কেন তাহাকে মর্যাদা দিতে হইবে। সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইবে ,সমাজের প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। পিতা মাতা কিংবা অভিভাবক হিসাবে সন্তানদের মধ্যে কোন ধরনের বিভেদ রেখা টানা যাইবে না।

আজও কি সমাজে কন্যাসন্তান 'অবাঞ্চিত'? কন্যা বলিয়াই কি তাহাকে জন্মের পর অবহেলিত হইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে? মায়ের কোলটুকু পাইবার অধিকার তাহার নাই? কয়েক বছর আগে ভারতের অর্থমন্ত্রকের এক সমীক্ষায় জানা গিয়াছিল, আমাদের দেশে এমন অনেক দম্পতি আছেন যাঁহারা পুত্রসন্তান জন্ম না হওয়া পর্যন্ত সন্তান জন্ম দিয়াছেন। আর তাহার আগে জন্ম হওয়া কন্যারা হয়তো তথাকথিত 'অবাঞ্ছিত'। আর এই পরিস্থিতির কোনও অর্থনৈতিক মাপকাঠি অনুসারে বা শিক্ষিত-অশিক্ষিত পরিবারের ভিত্তিতে পরিবর্তন হয়নি। এমনকি বলিউডের প্রথিতযশা অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত পর্যন্ত এক নারী দিবসে বলিয়াছিলেন, তিনিও নাকি তাঁহার পরিবারে অবাঞ্ছিত কন্যাসন্তান ছিলেন! আমাদের দেশেই ২০২০ সালে পাঁচ কন্যাসন্তানের পিতা তার গর্ভবতী স্ত্রীর পেট কাটিয়া দেখিতে চাহিয়াছিল গর্ভস্থ সন্তান পুত্র না কন্যা! পরে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। চলতি বছরেই মুর্শিদাবাদে এক পিতা পরপর তিনটি কন্যাসন্তান হওয়ার পর তাহার তিন মাসের কন্যাসন্তানকে আছড়াইয়া মারিয়াছে।

এই অবস্থা আর কতদিন চলিবে? সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে গার্গী, অপালা, লোপামুদ্রাদের কথা আমরা জানি। বর্তমানেও দেখি 'কন্যারা সাইকেল চালাইয়া বিদ্যালয়ে যাইতেছে। মেধাতালিকায় ছাত্রদের মাত করিয়া দিতেছে ছাত্রীরা। এসব দেখিয়া একদিকে যেমন গর্বে বুক ফুলিয়া ওঠে তেমনই অবহেলিত শিশুকন্যা দেখিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া যায়।

কন্যাসন্তান আজও অনেক পরিবারের কাছে 'অবাঞ্ছিত' কেন, এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজও অজানা।

এসবের পাশাপাশি আশা জাগায় কিছু ভালো খবর। এই যেমন অনাথ শিশুকে দত্তক নিতে সেসব গৃহে প্রচুর ফোন আসে। কোথাও আবার লক্ষ্মীপুজোর দিন কন্যাকে লক্ষ্মীর আসনে বসাইয়া পুজো করা হইতেছে, হাসপাতাল থেকে মা কন্যাসন্তান নিয়া বাড়ি ফিরিবার পর উৎসব আকারে তাহাকে বরণ করা

হইতেছে। আমাদের দেশের সংস্কৃতিই তো এটা শেখায়। দুর্গাপুজোয় আমরা কুমারী পুজো করি, অর্থাৎ কন্যার মধ্যে দেবীরূপ কল্পনা করি। আর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফেও তো প্রচেষ্টা, প্রচার ও প্রকল্পের অভাব নাই। প্রয়োজন শুধু সচেতনতার ও সদিচ্ছার। ভালো শিক্ষা দিলে কন্যা ও পুত্রের মধ্যে যে পার্থক্য থাকে না, সেটি সবাইকে বুঝিতে হইবে। তাহা কইলেই সমাজে কন্যা সন্তানরা অবহেলিত হইবে না। এ বিষয়ে আমাদেরকে আরো সচেতন হইতে হইবে।

ভারতে মাদক চোরাচালান সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করবে রাষ্ট্রীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়

পাসিঘাট/ইটানগর, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারত সরকার উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে আন্তঃসীমান্ত মাদক চোরাচালানের বিষয়ে উদ্বিগ্ন। এই সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অরুণাচল প্রদেশের পাসিঘাটে অবস্থিত রাষ্ট্রীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় (আরআরইউ)-কে মাদক চোরাচালান নিয়ে তথ্যানুসন্ধানের দায়িত্ব দিয়েছে। পাশাপাশি এই গুরুতর বিষয়ে সমাধান খোঁজার দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে তাদের। এই অনুসন্ধান ভবিষ্যতে মাদক চোরাচালান প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে। এর ফলে একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মাদক চোরাচালানের বিষয়টি বোঝা যাবে, তেমনই স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রেও বড় ভূমিকা পালন করবে।

আরআরইউ পাসিঘাটের কর্মকর্তা অবিনাশ খরেল বলেন যে, আরআরইউ-এর সেন্টার ফর নারকোটিক্স অ্যান্ড ড্রাগস স্টাডিজ (সিএনডিএস)-এর উদ্দেশ্য, মাদক বিষয়ক গুরুতর সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করা। গবেষণা, শিক্ষা ও সচেতনতামূলক প্রচারের মাধ্যমে আঞ্চলিক স্তরে ও জাতীয় পর্যায়ে মাদকের প্রভাব খতিয়ে দেখা হবে। এই সমীক্ষাটি উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির ভৌগোলিক অবস্থান এবং মাদক সম্পর্কিত সমস্যার কথা মাথায় রেখে আন্তঃসীমা মাদক পাচার, আঞ্চলিক মাদক সমস্যা বোঝা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এলাকার পুলিশ আধিকারিকদেরও আধুনিক প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যাতে তাঁরা আরও ভালোভাবে মাদক সম্পর্কিত সমস্যার মোকাবিলা করতে পারেন। তিনি বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, সাইবার নিরাপত্তা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়েও কাজ করছে। সাইবার অপরাধ থেকে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য অনেক রাজ্যের পুলিশ আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, উত্তর-পূর্ব ভারত তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের জন্য সুপরিচিত। কিন্তু তার মাঝেই মাদক গ্রাস করে নিচ্ছে এখানকার যুবকদের ভবিষ্যৎ। এখন মাদক ও ডোপিং এখানে একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে মায়ানমার সীমান্ত দিয়ে বিপুল পরিমাণ মাদক ভারতে প্রবেশ করে। ফলে মাদকাসক্তির কারণে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা ক্রমশ ক্ষীন হয়ে আসছে। উত্তর-পূর্ব ভারতে মাদকাসক্তি ক্রমবর্ধমান হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সিএনডিএস-এর এই পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরা শুধুমাত্র মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার প্রতিরোধেই কাজ করবে না, বরং সমাজে সচেতনতা বাড়ানো, স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধিতেও সক্রিয় থাকবে। এই উদ্যোগ আঞ্চলিক স্তরে ও জাতীয় পর্যায়ে সুস্থ সমাজ গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

পুলিশ প্রশাসন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সঞ্জীব বলেন, সিএনডিএস-এর মূল উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে মাদকের অপব্যবহার মোকাবিলায় কার্যকরী কৌশল নির্মাণ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিল্প সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানো। বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে কেন্দ্রের লক্ষ্য হল ক্রমবর্ধমান মাদক সমস্যা মোকাবিলায় ছাত্র, গবেষক এবং বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বাড়ানো।

আরআরইউ-এর পুলিশ প্রশাসন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শচীন চৌহানের মতে, এই প্রচেষ্টা জাতীয় নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে একটি বড় পদক্ষেপ। গবেষণা, শিক্ষা এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে সংযোগ, সহযোগিতাকে একত্রিত করে পাসিঘাট ক্যাম্পাসের লক্ষ্য মাদক সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবিলায় একটি শক্তিশালী পরিকাঠামো নির্মাণ।

শতাব্দীর অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার 'গ্রাফিন'

সুনীত রায়

আমি একটা ছোট্ট দেশলাই কাঠি এত নগণ্য হয়তো চোখেও পড়ি না, তবু যেন বুকে আমার উসখুস করছে বারুদ, বুকে আমার জ্বলে উঠবার দুরন্ত উচ্ছ্বাস, আমি একটা দেশলাই কাঠি.... কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের দেশলাই কাঠি কবিতাটি কারোর অজানা নয়। এই দেশলাই কাঠির মত অত্যন্ত সাধারণ পদার্থ হলো গ্রাফাইট। এটি একটি কার্বনের রূপভেদ। কার্বনের আরেকটি রূপভেদ হলো হিরে। হিরে যেমন অত্যন্ত মুল্যবান, গ্রাফাইট আবার ততটাই মুল্যহীন। কিন্তু সাধারণ, মূল্যহীন গ্রাফাইট থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এমনই এক পদার্থ যা বর্তমান বিজ্ঞান প্রযুক্তির জগতে একটা বিশাল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে এমনই এক পদার্থ যা বর্তমান বিজ্ঞান প্রযুক্তির জগতে একটা বিশাল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। মানুষের চুলের ১০ লক্ষ ভাগে এক ভাগের মত পাতলা, স্বচ্ছ আর নমনীয়। কিন্তু এর শক্তি স্টিলের থেকে ২০০ গুণ বেশি। এতই অভেদ্য যে বিশ্বের সবথেকে ছোট উপাদান হিলিয়াম কণাও একে ভেদ করে যেতে পারে না। তামার থেকে অনেক গুণ বেশি বিদ্যুৎ পরিবরণ করার ক্ষমতা আবার হীরের থেকেও বেশি তাপ সঞ্চালন করার ক্ষমতা। বিদ্যুৎ অপরিবাহী হিসেবে এতদিন জেনে এসেছি যাকে, সেই প্লাস্টিকের সাথে যদি এক শতাংশের মতন মিশিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে প্লাস্টিকও হয়ে উঠবে বিদ্যুৎ পরিবাহী। সাধারণত উত্তপ্ত করলে যে কোন উপাদান আয়তনে বৃদ্ধি পায় আর ঠাণ্ডায় আয়তন হ্রাস পায়। এক্ষেত্রে ঘটনাটি সম্পূর্ণ উল্টো। উত্তপ্ত করলে আয়তন হ্রাস পায় আর ঠাণ্ডা করলে আয়তন বৃদ্ধি পায়। জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলে পচে নষ্ট হয়ে যায় না আবার মরচেও ধরে না। এতসব অদ্ভুত গুণের অধিকারী, ন্যানোলেভেলের এই পদার্থটির নাম গ্রাফিন। এটিকে মাটির মধ্যে পুঁতে দিলে ধীরে ধীরে মাটির সঙ্গে মিশে বিলিন হয়ে যায় অর্থাৎ কোন প্রকার পরিবেশ দূষণ করে না। জার্মান রসায়নবিজ্ঞানী হানজ পিটার বুম, গ্রাফাইট থেকে এর উৎপত্তি বলে এটির নামকরণ করেন গ্রাফিন। গ্রাফিনের পাতলা স্তর গুলি যদি একটার উপর একটা পর পর সাজানো হয় তাহলেই তৈরি হবে ত্রিমাত্রিক রূপভেদ গ্রাফাইট। গ্রাফিন হল ষড়ভুজাকৃতি একটা বিশাল কার্বনের জালিকা। জালিকাটির পুরুত্ব হল একটি কার্বন অনুর পুরুত্বের সমান, সেটা হলো ০.০৯১৪ ন্যানোমিটার। এক মিটারের ১০০ কোটি ভাগের এক ভাগ হলো এক ন্যানোমিটার। এই অসাধারণ পাতলা বস্তুটি বিশ্বে একমাত্র দ্বিমাত্রিক পদার্থ হিসেবে পরিচিত। দ্বিমাত্রিক গ্রাফিনে ইলেকট্রনের গতিবিধি মাত্র একটা দিকেই সীমাবদ্ধ। তাই বিদ্যুৎ পরিবহণ করার ক্ষমতা তামার থেকে কয়েক লক্ষ গুণ বেশি। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এক গ্রামেরও কম ভরের জালিকা দিয়ে একটা ফুটবল মাঠ ঢেকে দেওয়া সম্ভব। শুধু তাই নয় গ্রাফিন এতটাই হালকা যে ১ সেন্টিমিটার লম্বা আর এক সেন্টিমিটার চওড়া গ্রাফিন এরোজেলের ভর প্রায় ০.১৬ মিলিগ্রাম। এটিকে একটা ফুলের ওপর অনায়াসে বসিয়ে রাখা যায়।

আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে রানী প্রথম এলিজাবেথের সময় ইংল্যান্ডের বড়ডেল উপত্যকায় রাখালেরা প্রথম গ্রাফাইটের সন্ধান পায়। এটি হাতে ধরলেই হাত কালো হয়ে যেত কিন্তু পাথরের উপর খুব ভালোভাবে দাগ কাটা যেত। তখন রাখলেরা ভেড়া গোনার কাজে এটিকে ব্যবহার করত। তারপর আস্তে আস্তে গ্রাফাইট পেন্সিলের মাধ্যমে মানব সমাজে জ্ঞানের লৈখিক প্রকাশে প্রকাশিত হলো। গ্রাফিন সম্বন্ধে প্রথম ধারণা হয় ১৮৫৯ সালে। তারপর থেকে বহু বছর নিরলস গবেষণা চলতে থাকে, কিভাবে গ্রাফাইটের ভেতর জ্ঞানের লৈখিক প্রকাশে প্রকাশিত হলো। গ্রাফিন সম্বন্ধে প্রথম ধারণা হয় ১৯৫৯

সালে। তারপর থেকে বহু বছর নিরলস গবেষণা চলতে থাকে, কিভাবে গ্রাফাইটের ভেতর থেকে গ্রাফিনকে আলাদা করা যায়। যে যুক্তরাজ্যে প্রথম গ্রাফাইট সম্বন্ধে ধারণা হয়, আস সেই যুক্তরাজ্যেই ২০০৪ সালে আবষ্কিত হলো সেই যুগান্তকারী পদার্থ গ্রাফিন। ম্যানস্টোর বিশ্ববিদ্যালয় দুই প্রথিতযশা বিজ্ঞানী আন্দ্রে গেইম আর কনস্ট্যান্টিন নভোসেলভ প্রথমবারের মতো গ্রাফিনকেগ্রাফাইট থেকে পৃথক করতে সক্ষম হন।

গ্রাফিন আবিষ্কারের পিছনে একটা মজাদার গল্প লুকিয়ে আছে। বিজ্ঞানী নভোসেলভ আর বিজ্ঞানী গেইম প্রায় প্রতি শুক্রবার রাতে এমন কিছু বিষয়ের উপর গবেষণা নিয়ে আলোচনা করতেন যা তাদের দৈনন্দিন গবেষণার কাজের সঙ্গে কোনোই সম্পর্ক নেই। এইরকম এক সন্ধ্যায় কিছু একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে করতে যতবার পেন্সিল দিয়ে কাগজে কিছু লিখতে যাচ্ছিলেন তখনই সেটা বারবার করে ভেঙে। অবেশেষে হতাশ হয়ে আলোচনা বন্ধ করে ভাঙ্গা পেন্সিলের টুকলোগুলো পাউডারের মতো গুঁড়ো করে স্বচ্ছ সেলোফেন স্কচ টেপের মধ্যে রেখে একের পর এক ভাজ করতে লাগলেন। তার ফলে গ্রাফাইটের পাউডার থেকে কার্বনের কিছু স্তর (ফ্লেকস) আলাদা করতে সক্ষম হলেন। লক্ষ্য করলেন প্রথমদিকে স্তরগুলির থেকে পরের দিকের স্তরগুলি ক্রমশ পাতলা হতে শুরু হয়েছে। এইভাবে এমন একটা স্তর আলাদা করে ফেললেন যেটি মাত্র একটি কার্বণ পরমাণুর সমান পুরু। ব্যাস পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আন্দ্রে ও নভোসেলভ গ্রাফিন আবিশকার করে ফেললেন। বাকিটা তো ইতিহাস। ২০১০ সালে এই দুই বিজ্ঞানী পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন। এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ দিয়ে শুরু হলো বিজ্ঞানের এক নব্য প্রগতির যাত্রা। গ্রাফিনের বহুমুখী উপযোগিতার কথা শুনলে অবাক হয়ে যেতে হবে। মোবাইল ফোন থেকে ইলেকট্রিক গাড়ির ব্যাটারি কয়েক মিনিটের মধ্যে রিচার্জ হয়ে যাবে। গ্রাফিনের তৈরি ব্যাটারি এতটা হালকা আর নমনীয় যে জামা কাপণের সঙ্গে সেলাই করে খুব সহজে বহন করা সম্ভব। সৈনিকদের ইউনিফর্মে এরকম দীর্ঘস্থায়ী হালকা আর নমনীয় ব্যাটারি বসিয়ে দিতে পারলে ভারী জিনিসের তালিকা থেকে প্রায় ৮ কেজি ওজনের ব্যাটারির ওজন খুব সহজে বাদ দেওয়া যায়। গ্রাফিনের সাহায্যে উইনড মিল আর সৌর প্যানেল গুলির মধ্যে আসবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

গ্রাফিন বিজ্ঞানীদের মাইক্রোমিটার (১০০ মাইক্রোমিটার--১ মিলিমিটার) আকারের সেন্সর তৈরি করতে সাহায্য করছে। তার ফলে কোন কিছুর মধ্যে অনু-পরমাণু পর্যায়ের সামান্য পরিবর্তন হলে খুব সহজে শনাক্ত করা যাবে। পচনশীল খাদ্যের অনেকদিন সংরক্ষণ আর মানের অবনমন সহজে খুঁজে বের করা রাসায়নিক যুদ্ধের মোকাবিলা, কৃষি ক্ষেত্রে যে কোন ক্ষতিকর গ্যাসের সামান্য থেকে সামান্যতম উপস্থিতি চাষীদের জানিয়ে দেওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন রকম কাজে গ্রাফিন সেন্সর কাজে লাগাতে পারে।

গ্রাফিনের কল্যাণে বিজ্ঞানীরা এখন স্মার্ট ফোনকে ঘড়ির মতো কব্জিতে নিয়ে আসা কিংবা ট্যাবলেট জাতীয় ডিভাইস গুলোকে কাগজের পত্রিকার মত ভাঁজ করে রাখার কথা চিন্তা করছেন। ইলেকট্রনিক্স শিল্পে এর যথেষ্ট ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। গ্রাফিন দিয়ে তৈরি যে কোন যন্ত্রটি হবে খুব পাতলা, স্বচ্ছ আর মজবুত। হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেলে ভাঙবে না জলে নষ্ট হবে না আর মরচেও পড়বে না। ইতিমধ্যে ম্যানটেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা গ্রাফিন দিয়ে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম ট্রানজিস্টার তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। মাইক্রোটিপস তৈরি করতে সিলিকনের বদলে গ্রাফিন ব্যবহার করা যেতে পারে। তার ফলে মাইক্রোচিপসের ক্ষমতা সিলিকনের থেকে দশগুণ বেড়ে যাবে। বর্তমানে মাইক্রোটিপসের প্রধান সমস্যা হলো তাপমাত্রা কম রাখাটা খুবই জরুরি। মাইক্রোচিপস গুলিতে গ্রাফিন ব্যবহার করলে তাপমাত্রা সহজে বাড়বে না কারণ এটা অত্যন্ত সুপরিবাহী। সেমিকন্ডাক্টর দুনিয়ায় দীর্ঘদিন রাজত্ব করে আসা সিলিকনের বিদায় ঘন্টা বাজার সময় মনে হয় শুরু হয়ে গেছে। এবার সিলিকনকে খুব শিগগিরই রাজ্য আর রাজত্ব গ্রাফিনের হাতে তুলে দিতে হবে।

২০১৭ সালে ৩ রা এপ্রিল বিখ্যাত বিজ্ঞানভিত্তিক পত্রিকা নেচারে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে দেখা গেছে ডক্টর রাহু নায়ারের নেতৃত্বে একদল ব্রিটিশ বিজ্ঞানী এমন এক ধরনের জালিকা তৈরি করেছেন যার সাহায্যে সমুদ্রের লবণাক্ত জল থেকে লবণ আলাদা করে পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই জালিকাটি তৈরি হয়েছে গ্রাফিন অক্সাইড দিয়ে। পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল। যদি তিন ভাগ সমুদ্রের অফুরন্ত লবণাক্ত জল থেকে পানীয় জল তৈরি করা সম্ভব হয় তাহলে জাতিসংঘের মতে ২০২৫ সালের ১৪ শতাংশ মানুষ পানীয় জলের সংকটে পড়বে, এই ভবিষ্যৎবাণী ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হবে। গ্রাফিন ন্যানোপাটিকেল চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। ক্যান্সার কোষের ধ্বংস থেকে শুরু করে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে যেখানে সাধারণ ভাবে অপারেশন অসম্ভব সেসব জায়গায় গ্রাফিন ন্যানোপার্টিকেলের অবাধ যাতায়াত। গ্রাফিন যেহেতু খুব পাতলা আর কার্বন দিয়ে তৈরি, তাই মানবদেহের টিস্যু প্রযুক্তিতে কাজে লাগানো যেতে পারে। কৃত্রিম হাড় কিংবা পেশি তৈরিতেও কাজে লাগবে। এক কথায় চিকিৎসা সেবায় গ্রাফিনের অবদান অসামান্য।

গ্রাফিন অক্সাইড মেমব্রেন ফিল্টারের সাহায্যে খুব সহজে যেকোনো ধারনের নোংরা জলকে পরিশোধন করে পানীয় জলের উপযোগী করা যায়। জলের মধ্যে কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকলে তা সহজেই পৃথিকিকরণ করা সম্ভব হচ্ছে। সমুদ্রের জলে ছড়িয়ে থাকা তেল আলাদা করা সম্ভব হবে। ভারতবর্ষের প্রায় ১০-১২ হাজার তৈলকূপ পরিত্যক্ত, কারণ পেট্রোলের সঙ্গে মাত্রতিরিক্র জলের উৎপাদন গ্রাফিন।

মেমব্রেন পদ্ধতির সাহায্যে তেল আর জল খুব সহজেই আলাদা করা সম্ভব হবে। এই সমস্যার সমাধান হলে পেট্রোলিয়ামের উৎপাদন অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাবে। শিল্প কারখানা থেকে ক্ষতিকর কার্বনডাই অক্সাইডের নিঃসরণ আজও একটা বিরাট প্রশ্নবোধক জিজ্ঞাসা। এই অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারবে গ্রাফিন।

খেলাধুলার বিভিন্ন গ্রামগ্রী তৈরীর বিখ্যাত ডাচ কোম্পানি হেড ২০১৩ সাল থেকে গ্রাফিন দিয়ে টেনিস র‍্যাকেট তৈরি করছে আর এই বিশেষ প্রযুক্তি বাজারে আসার সাথে সাথে সাফল্য দেখ াদিতে শুরু হয়েছে। আন্ডি মারে, নোভাক জাকোভিচের সাম্প্রতিককালে গ্রানন্ড স্ল্যাম সহ বিভিন্ন টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়নের ট্রফি তুলে ধরার আগে ছিল গ্রাফিন দিয়ে তৈরি র‍্যাকেটের জাদু। শুধু টেনিসিই নয় গ্রাফিনের জাদু ভেলকি স্কি থেকে শুরু করে ফর্মুলা ওয়ান পর্যন্ত কিভাবে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়তে শুরু হয়েছে সেটা দেখাই এখন সময়ের অপেক্ষা।

নির্মাণ শিল্পে গ্রাফিনের এক বিশাল ভূমিকা রয়েছে। বাড়ির রংয়ের সঙ্গে গ্রাফিন মিশিয়ে রং করলে রং ফিকে হবে না, বাড়িতে জল বসবে না, লোহায় মরচে ধরবে না। তাছাড়া বিদ্যুৎ সুপরিবাহী তাপ শোষণ ও সংরক্ষণ করার ক্ষমতা থাকার জন্য সৌরশক্তিকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে সারা বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে, যার ফলে সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই হবে পরিবেশ বান্ধব। ঘরের যে কোন জায়গায় বসে টিভি, কম্পিউটার বা যে কোনো ইলেকট্রিক্যাল গ্যাজেট ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা হবে না। পরিবহণশিল্পেও আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসতে চলেছে গ্রাফিন। গ্রাফিনের সাহায্যে গাড়ি, এরোপ্লেন অদূর ভবিষ্যতে তৈরি করা সম্ভব হবে। এগুলি হবে মজবুত অথচ হালকা। এদের কাঠামোটিই হবে একটা ব্যাটারি। সৌরশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে এই গাড়িগুলি চলবে আর ব্যাটারি চার্জ ফুরিয়ে গেলে নিজে থেকে মুহূর্তের মধ্যে চার্জিং করে ফেলবে। বর্তমানে পেট্রোল বা গ্যাস চালিত গাড়িগুলি পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ। অটোমোবাইল শিল্পে গ্রাফিনের ব্যবহার শুরু হলে জ্বালানি থেকে দূষণ বন্ধ হয়ে যাবে। যেকোনো প্রকার হেডফোন, মাইক্রোফোন, স্পিকার সর্বত্র গ্রাফিনের পাতলা চাদর দিয়ে ডায়াফ্রাম তৈরি করতে পারলে আওয়াজ এর গুণমান কয়েকশো গুন শ্রুতিমধুর হবে। বুলেটগ্রুফ জ্যাকেট তৈরি করলে তা এতো স্বচ্ছ, নমনীয়, পাতলা আর হালকা হবে যে সাধারণ পোশাকের ওপর পড়লে বোঝাই যাবে না যে ব্যক্তিটি পুলেটগ্রুফ জামা পড়েছে।

গ্রাফিনের ব্যবহার সর্বত্র বিমানের কাঠামো, পোশাক পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে মহাশূন্যে পর্যন্তগ্রাফিনের প্রয়োগ নিয়ে বিজ্ঞানীরা ভাবনা চিন্তা করে চলেছেন। শুধুমাত্র গ্রাফিন আর গ্রাফিনের মত স্বজাতিদের ওপর গবেষণা করার জন্যইংল্যানেজর ম্যানচেস্টারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ন্যাশনাল গ্রাফিন ইনস্টিটিউট।

গ্রাফিনের চাহিদা ব্যবসায়িক শিল্পের বাজারে ক্রমশ বাড়ছে। ২০১৪ সালে ৯০ লক্ষ ডলারের ব্যবসা সারা বিশ্বে হয়েছিল। অনুমান করা হচ্ছে আগামী ১০-১৫ বছরের মধ্যে গ্রাফিনের ব্যবহার এতটাই বাড়বে, তখন ববথ্যসার পরিমাণ বেড়ে হবে ১১ হাজার ৫০০ কোটি ডলার। টেসলা তাদের বৈদ্যুতিক গাড়িতে লিথিয়ামের বদলে গ্রাফিনের ব্যবহারের কথা ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে। সারাবিশ্বে মাইক্রোচিপ্স গবেষণায় তিন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে।

সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞান জগত এই শতাব্দীর বিস্ময়কর আবিস্কার গ্রাফিনকে নিয়ে মাতোয়ারা। ভবিষ্যৎ সভ্যতার ইতিহাস লেখার সময় যেসব পদার্থের নাম মানুষের মুখোমুখি ঘুরবে সেখানে যে গ্রাফিন থাকবে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। ভাবতেও অবাক লাগে ছোট্ট একটা সাধারণ পেন্সিলের গ্রাফাইটের মধ্যে লুকিয়ে আছে ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রার আলোকবর্তিকা। এক লাফে পৃথিবী তথা মানবজাতি এগিয়ে যাবে শত সহস্র যোজন দূরে অপেক্ষমান ভবিষ্যতের প্রযুক্তি আর প্রগতির কাছে। গ্রাফিন হলো এমন একটা উপাদান যা কল্পবিজ্ঞানে কল্পনার বাস্তব রূপায়ণের একমাত্র রূপকার।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

হারানো নিউট্রিনোদের খোঁজে

ইশতিয়াক হোসেন চৌধুরী

পৃথিবীতে আসা নিউট্রিনোদের প্রধান উৎস সূর্য। সেখানে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে অজস্র নিউট্রিনো। প্রতি সেকেন্ডে এদের উৎপন্ন হওয়ার সংখ্যা প্রায় ১০৩৮টি। এই বিপুল সংখ্যক নিউট্রিনোরা সূর্য থেকে ছড়িয়ে পড়ে সবদিকে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, আমাদের শরীরের প্রতি বর্গ সে.মি. এলাকা ভেদ করে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১০১২টি নিউট্রিনো চলে যাচ্ছে। এক সেকেন্ড! একটু ভাবুন তো, বিজ্ঞানীরা কীভাবে সূর্য থেকে উৎপন্ন বা আমাদের শরীর ভেদ করে চলে যাওয়া এসব নিউট্রিনোর সংখ্যা গুনলেন? এরা তো প্রায় কোনো কিছুর সঙ্গেই বিক্রিয়া করে না। তাহলে কোন জাদু বলে এদের সংখ্যা নির্ধারণ করলেন বিজ্ঞানীরা?

সূর্য থেকে আসা নিউট্রিনোদের সংখ্যা নির্ধারণে বিজ্ঞানীদের প্রথম চেষ্টা ছিল পুরোপুরি তাত্ত্বিক। এ জন্য তাঁরা ব্যবহার করেন 'স্ট্যান্ডার্ড সোলার মডেল'। এ মডেল অনুসারে সূর্যের আকার, এর ভেতরে চলমান নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার স্বরূপ, এ থেকে নির্গত শক্তির পরিমাণ ইত্যাদি তথ্য কাজে লাগিয়ে নির্ধারণ করা যায় উৎপন্ন নিউট্রিনোদের সংখ্যা। হিসাব করে বের করা নিউট্রিনোদের সব কিন্তু পৃথিবীতে আসে না। অধিকাংশই হারিয়ে যায় মহাশূন্যে। কতগুলো নিউট্রিনো পৃথিবীতে আসতে পারে, সেটিও তাত্ত্বিকভাবেই হিসাব করে বের করতে পারেন পদার্থবিদরা। এরপর শুরু হয় ফলাফল যাচাই করার পালা। সেজন্য ডিজাইন করা হয় বিশেষ ধরনের সংবেদনশীল এক্সপেরিমেন্ট। কাজটি মোটেও সহজ ছিল না। কারণ আর কিছু নয়, নিউট্রিনোদের চরম নিষ্ক্রিয়তা। অবশেষে প্রথম সফলতা আসে মার্কিন পদার্থবিদ রে ডেভিসের হোমস্টেক এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে, ১৯৬৫ সালে। এক্সপেরিমেন্টটি করা হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ডাকোটায় অবস্থিত হোমস্টেক খনিতে। সেখানে মাটির প্রায় এক মাইল গভীরে স্থাপন করা হয়েছিল বিশাল আকৃতির ট্যাংক। তাতে রাখা হয়েছিল প্রায় এক লাখ গ্যালন টেট্রাক্লোরোইথিলিন। এগুলোই ছিল নিউট্রিনো গণনা করার মূল হাতিয়ার। মাটির গভীরে থাকায় এরা অন্য প্রায় সব ধরনের বিকিরণের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল। সূর্য থেকে আসা নিউট্রিনোদের খুব সামান্য অংশ টেট্রাক্লোরোইথিলিনের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় অংশ নেয়। ফলে এগুলোতে থাকা ক্লোরিন পরমাণুরা পরিণত হয় তেজস্ক্রিয় আর্গনে। স্বাভাবিক ক্লোরিনে প্রোটনের সংখ্যা ১৭টি। অন্যদিকে আর্গনে প্রোটনের সংখ্যা ১৮টি। অর্থাৎ, নিউট্রিনোদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার ফলে ক্লোরিনে থাকা একটি নিউট্রন রূপান্তরিত হয় প্রোটনে। এভাবেই পাওয়া যায় তেজস্ক্রিয় আর্গন পরমাণু। কিছুদিন পর এই আর্গনগুলো ক্ষয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আবারও ক্লোরিনে রূপান্তরিত হয়। ডিটেক্টরের মাধ্যমে এই তেজস্ক্রিয় আর্গনদের শনাক্ত করার মাধ্যমেই নিউট্রিনোদের প্রকৃত সংখ্যা জানা সম্ভব হয়। অবশ্য তেজস্ক্রিয় আর্গনদের দেখা পাওয়া ছিল খুব কঠিন। এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে প্রতিদিন গড়ে একটি করে আর্গন খুঁজে পাওয়া যেত। বেশ কয়েক বছর ধরে এক্সপেরিমেন্টটি চালানো হয়। পরীক্ষার প্রথম ফলাফল ঘোষণা করা হয় সত্তরের দশকের শুরুতে। এতে বেশ চমক অপেক্ষা করছিল কণাপদার্থবিদদের জন্য। সূর্য থেকে যে পরিমাণ নিউট্রিনো পৃথিবীতে আসার কথা, বাস্তবে খুঁজে পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক কম। মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ। তাহলে এক্সপেরিমেন্টের কোথাও ভুল হয়েছে? নাকি স্ট্যান্ডার্ড সোলার মডেলেই রয়েছে গলদ?

নিউট্রিনোদের রূপ বদল সবকিছু আবার গোড়া থেকে শুরু করা হলো। তাত্ত্বিক পদার্থবিদরা আবার হিসাব কষে বের করলেন সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসা নিউট্রিনোদের সংখ্যা। কোনো ভুল পাওয়া গেল না। অন্যদিকে সব ধাপের কাজের নির্ভুলতা নিশ্চিত করে এক্সপেরিমেন্টের পুনরাবৃত্তি করা হলো। কিন্তু তাতেও পাওয়া গেল হুবহু একই ফল। সূর্য থেকে আসার পথে যেন নিউট্রিনোরা বেমালুম গায়েব হয়ে যাচ্ছে!

হারানো নিউট্রিনোদের খোঁজে এবার বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ 'আউট অফ দ্য বক্স' চিন্তা-ভাবনা শুরু করলেন। আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব সব আইডিয়া নিয়ে কাজ শুরু হলো। তেমনি একটি আইডিয়ার নাম নিউট্রিনোদের স্পন্দন। এ ধারণার সূত্রপাত ঘটে ইতালিয়ান পদার্থবিদ ব্রুনো পন্টিকর্ভের হাত ধরে। স্ট্যান্ডার্ড মডেল থেকে আমরা জানি, নিউট্রিনোরা তিন ধরনের হতে পারে। ইলেকট্রন নিউট্রিনো, মিউওন নিউট্রিনো এবং টাউ নিউট্রিনো। নিউট্রিনো স্পন্দন তত্ত্ব অনুসারে, একধরনের নিউট্রিনো স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্য ধরনের নিউট্রিনোতে রূপান্তরিত হতে পারে। অর্থাৎ, ইলেকট্রন নিউট্রিনোরা রূপান্তরিত হতে পারে মিউওন বা টাউ নিউট্রিনোতে। আবার, ক্রমান্বয়ে ঘটতে পারে উল্টোটাও।

সহজে বোঝার জন্য একটি বাস্তব উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরুন, বাসার ফ্রিজে দশ বোতল কোক রেখে দেওয়া হলো। পরের দিন ফ্রিজ খুলে দেখা গেল, কোকের সংখ্যা কমে হয়ে গিয়েছে নয়টি। আর ভেলকিবাজির মতো উদয় হয়েছে একটি পেপসির বোতল। বোতলগুলোকে কোনো ধরনের স্পর্শ না করে ফ্রিজটা বন্ধ করে রাখা হলো। কয়েকদিন পর সেটি আবার খুলে দেখা গেল, কোকের বোতলের সংখ্যা আরও কমে গেছে। নেমে এসেছে অর্ধেকে। অন্যদিকে পেপসির বোতলের সংখ্যা বেড়েছে সমান সংখ্যক। আরও কয়েকদিন পর ফ্রিজ খুললে দেখা যাবে, কোকের বোতলের কোনো অস্তিত্বই নেই। দশটি বোতলই পেপসিতে পরিপূর্ণ। এই ঘটনার পর থেকে ক্রমান্বয়ে ঘটবে উল্টো ঘটনা। পেপসি কমে গিয়ে বাড়বে কোকের সংখ্যা। ব্রুনোর তত্ত্ব অনুসারে, ঠিক এমন করেই নিউট্রিনোদের রূপ বদলের খেলা চলতে থাকে। পুরো বিষয়টাই এক ধরনের কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল ইফেক্ট। ব্রুনোর তত্ত্ব যদি সঠিক হয়,তাহলে এক্সপেরিমেন্টে নিউট্রিনোদের সংখ্যা কম পাওয়ার একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। সূর্যের বুকে সংঘটিত হওয়া বিভিন্ন ধরনের নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া থেকে কেবল উৎপন্ন হয় ইলেকট্রন নিউট্রিনোরা। কারণ, অন্য ধরনের নিউট্রিনো উৎপন্ন হতে যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োজন পড়ে, তা সূর্যের কেন্দ্রে থাকে না। উৎপন্ন হওয়ার পর সেগুলো পৃথিবীতে আসার পথে যদি মিউওন নিউট্রিনো বা টাউ নিউট্রিনোতে রূপান্তরিত হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে শনাক্তকৃত মোট নিউট্রিনোর সংখ্যা কম হবে। কারণ হোমস্টেক এক্সপেরিমেন্ট বা একই মূল নীতি অনুসরণ করে ডিজাইন করা অন্য এক্সপেরিমেন্টগুলো ইলেকট্রন নিউট্রিনো ছাড়া অন্যদের শনাক্ত করতে পারে না। আমরা যদি ইলেকট্রন নিউট্রিনোদের সঙ্গে একই দিক থেকে আসা অন্য নিউট্রিনোদেরকেও শনাক্ত করার প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জন করতে পারি, তাহলে খোঁজ মেলার কথা হারানো নিউট্রিনোদের। সেই সঙ্গে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হবে নিউট্রিনোদের স্পন্দন তত্ত্ব। পরবর্তীতে ঠিক এ কাজটাই করা সম্ভব হয় সাডবারি নিউট্রিনো অবজারভেটরিতে। সাডবারি নিউট্রিনো অবজারভেটরি স্থাপন করা হয় কানাডাতে। মাটির নিচে প্রায় দুই কিলোমিটার গভীরে। এতে নিউট্রিনো টার্গেট হিসেবে ব্যবহার করা হয় ভারী জল। এদের পরিমাণ ছিল প্রায় ১ হাজার টন। ডিটেক্টর হিসেবে অবজারভেটরিতে ব্যবহার করা হয় ৯ হাজারেরও বেশি ফটোমাল্টিপ্লায়ার টিউব। নিউট্রিনোরা যখন কালেভদ্রে ভারী জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে, তখনই উৎপন্ন হয় চেরেনকভ রেডিয়েশন। ভিন্ন ধরনের নিউট্রিনোর মিথস্ক্রিয়ার জন্য আলাদা সংখ্যক ফোটন উৎপন্ন হয়। আবার ফোটনদের উৎপন্ন হওয়ার প্যাটার্নও হয় আলাদা। ফলে ফটোমাল্টিপ্লায়ার টিউবের মাধ্যমে সহজেই শনাক্ত করা যায় সব ধরনের নিউট্রিনোদের। আর এভাবেই খোঁজ মেলে সূর্য থেকে আসার পথে হারিয়ে যাওয়া নিউট্রিনোদের। সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় নিউট্রিনোদের স্পন্দন। এই এক্সপেরিমেন্ট থেকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিশ্চিত করতে সক্ষম হন বিজ্ঞানীরা। নিউট্রিনোদের ভর কোনোভাবেই শূন্য হতে পারে না। কারণ, একধরনের নিউট্রিনোরা অন্য ধরনের নিউট্রিনোতে রূপান্তরিত হতে হলে অবশ্যই খুব সামান্য হলেও ভরের অস্তিত্ব থাকতে হবে। তবে নিউট্রিনোদের ভরের সঠিক মান বিজ্ঞানীরা এখনও নিশ্চিতভাবে বের করতে পারেননি। তবে তাঁদের চেষ্টা থেমে নেই। দেখা যাক, এবার তাঁরা আবার কোনো চমক দেখাতে পারেন কি না!

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

গুয়াহাটিতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নতুন রেল কোচ রেস্টুরেন্ট

রেল ঐতিহ্যের সাথে ইউনিক ডাইনিং অভিজ্ঞতা উপভোগ

মালিগাঁও, ০৩ ডিসেম্বর, ২০২৪: যাত্রী ও সাধারণ মানুষকে ইউনিক ডাইনিং অভিজ্ঞতা প্রদানের লক্ষ্যে ০২ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে গুয়াহাটির উজান বাজার রিভারফ্রন্ট, জাহাজ ঘাটের (আলফ্রেস্কো গ্র্যান্ড) বিপরীতে একটি নতুন রেল কোচ রেস্টুরেন্টের উদ্বোধন করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর)। জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি হিসেবে সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব।

পাশাপাশি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্য্যালয় এবং লামডিং ডিভিশনের অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অচল হয়ে যাওয়া ট্রেন কোচগুলিকে স্থানীয় ঐতিহ্যের স্পর্শে আকর্ষণীয় ডিজাইনের রেস্টুরেন্টে রূপান্তর করার যে বিশাল লক্ষ্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ধার্য্য করেছে, এই পদক্ষেপ তারই একটি অংশ। রেল কোচ রেস্টুরেন্টগুলির লক্ষ্য হলো যাত্রী, পর্যটক ও আবাসিকদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য একটা নস্টালজিক রেলওয়ে আহারের পরিবেশ প্রদান করা। উদ্বোধন করা এই কোচ নতুন রেস্টুরেন্ট সহ বর্তমানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন ও একাধিক স্থানে ১৭টি কোচ রেস্টুরেন্ট চালানো হচ্ছে।

অনন্য পরিবেশ এবং গুণমানসম্পন্ন পরিষেবার জন্য এই রেস্টুরেন্টগুলি অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। গুয়াহাটি রেল কোচ রেস্টুরেন্টটি ঐতিহ্য-অনুপ্রাণিত চেহারা দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে, যেখানে স্থানীয় সংস্কৃতির উপাদানগুলি প্রতিফলিত করে এক নান্দনিক রূপের বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন রকমের খাদ্য, স্ন্যাক্স এবং পানীয়র সাথে বৈচিত্র্যময় খাবারের তালিকা রয়েছে, যা দর্শনার্থীদের দ্রুত কিন্তু আনন্দদায়ক খাবারের বিকল্প প্রদান করে। রেল যাত্রী, নিকটবর্তী বাসিন্দা এবং পর্যটক সহ সকলের জন্যই এই রেস্টুরেন্টগুলি উপলব্ধ, যা এগুলিকে সম্মিলিত খাদ্যের লক্ষ্যস্থানে পরিণত করেছে। এছাড়াও, এই রেস্টুরেন্টগুলি দক্ষ এবং অদক্ষ কর্মীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি রেলওয়ের সুস্থির রাজস্ব উপার্জনেও অবদান রাখছে।

এই ধরনের পদক্ষেপগুলির মাধ্যমে ঐতিহ্যের সাথে উপযোগিতার মিশ্রণ ঘটানোর পাশাপাশি যাত্রী অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রেল কোচ রেস্টুরেন্টগুলি শুধুমাত্র জনগণের খাওয়ার প্রয়োজনীয়তাই পূরণ করেনি, বরং তার পাশাপাশি সম্পদগুলিকে সৃজনশীলরূপে পুনর্বিন্যাস করার ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং প্রতিশ্রুতির প্রমাণ হিসেবেও পরিগণিত হয়েছে। গুয়াহাটির এই রেল কোচ রেস্টুরেন্টটি খাদ্যপ্রেমী এবং রেলওয়ে অনুরাগীদের জন্য এক প্রধান আকর্ষণস্থল হয়ে উঠবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে, যা মহানগেরর প্রাণকেন্দ্রে এবং নদীর ধারে এক ইউনিক ডাইনিং অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।

সুগম্য ভারত অভিযান: অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং উপলদ্ধতার ৯ বছর

নয়াদিল্লি, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৪: সুগম্য ভারত অভিযান, প্রতিবন্ধী বা দিব্যঙ্গ ব্যক্তিদের যে কোনো স্থানে ও প্রতিষ্ঠানে চলাচলকে সুগম করে তোলার জন্য গৃহীত হয়েছে এই প্রকল্প। ভারতকে সত্যিকারের অর্থে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নয় বছর আগে যাত্রা শুরু করেছিল সুগম্য ভারত অভিযান। ৩ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক এই ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পটি চালু করা হয়েছিল দিব্যাঙ্গজনদের জন্য যারা দীর্ঘকাল ধরে নানারকমের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে আসছিলেন। 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস' দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে চালু করা এই প্রচারাভিযানটির লক্ষ্য ছিল তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সর্বজনীন উপলদ্ধতা নিশ্চিত করা। এগুলি হল নির্মিত পরিকাঠামো, পরিবহন ব্যবস্থা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বাস্তুতন্ত্রের সুবিধা গড়ে তোলা।

দিব্যাঙ্গজনদের অধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের কনভেনশনে (ইউএনসিআরপিডি) স্বাক্ষরকারী দেশ হিসাবে ভারত তাদের জন্য উপযুক্ত অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। তবুও, ২০১৫ সালের আগে এ সম্পর্কে প্রচেষ্টার একটি সমন্বিত কৌশল বা প্রয়োগযোগ্য সময়সীমার অভাব ছিল। ১৯৯৫ সালের প্রতিবন্ধী আইনটি যদিও যথেষ্ট কল্যাণমুখী ছিল, কিন্তু দিব্যাঙ্গজনদের সমস্যাগুলি যথাযথভাবে মোকাবেলা করা হয়নি বা তাদের অধিকার দাবি করার জন্য কোনো ক্ষমতা দেয়নি। এই ব্যবধানকে মেনে নিয়ে, জাতীয় উন্নয়নের অগ্রভাগে সবার জন্য সুবিধাসমূহকে সুলভ করে তোলার জন্য সুগম্য ভারত অভিযান চালু করা হয়েছিল ।

সরকারি ভবন, বাস ও ট্রেনের মতো পরিবহণ নেটওয়ার্ক এবং দিব্যাঙ্গজনদের কাছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম পৌঁছে দেওয়ার ওপর জোর দিয়ে এই প্রচারাভিযানটি একটি কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতির সূচনা করেছে। এটি এসম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতা সম্মতির জন্য প্রয়োগযোগ্য মান নির্ধারণের প্রয়াসও নেয়।। প্রাথমিকভাবে ২০২৪ সালের মার্চের মধ্যে এই পরিকল্পনার কাজ শেষ করার কথা থাকলেও, এই প্রচারাভিযানের উদ্দেশ্যগুলি দিব্যাঙ্গজনদের অধিকার আইন (এসআইপিডিএ) বাস্তবায়নের প্রকল্পের বৃহত্তর ছাতার অধীনে বাধা-মুক্ত পরিবেশ প্রকল্প তৈরিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই রূপান্তরটি এই ধারণাটিকে শক্তিশালী করেছে যে সুবিধার উপলদ্ধতা হল একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা, আর উদীয়মান চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলার জন্য একটি স্থায়ী প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

সুগম্য ভারত অভিযান তার নবম বর্ষে পদার্পণ করেছে। এটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়সঙ্গত সমাজের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পূরণে ভারতের যাত্রাপথের একটি মাইলফলক হিসাবে উঠে এসেছে, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি বাধা ছাড়াই সাফল্য অর্জন করতে পারে।

প্রচারাভিযানের সাফল্য:

উপলদ্ধ ভারত প্রচারাভিযান গত নয় বছরে নির্মিত পরিকাঠামো, পরিবহন, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, শিক্ষা এবং মিডিয়া অ্যাক্সেসিবিলিটির বিস্তৃত উন্নতির মাধ্যমে দিব্যাঙ্গজনদের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে। হাজার হাজার সরকারি ভবন এবং পরিবহন সুবিধাসমূহ পুনর্নির্মাণ করা থেকে শুরু করে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রশিক্ষণ এর উন্নতি এবং টিভি সামগ্রীর উপলদ্ধতা এটা নিশ্চিত করে যে এই প্রচারাভিযানটি ভারতে সর্বজনীন অ্যাক্সেসযোগ্যতার একটি ভিত্তি স্থাপন করেছে।

প্রধান সাফল্যগুলি হল: উপলদ্ধ পরিকাঠামো:

৫০টি শহরে ২৫-৫০টি বিল্ডিংকে সমীক্ষা লক্ষ্যমাত্রার আওতায় এনে ১,৬৭১টি সরকারি ভবনের অ্যাকসেসিবিলিটি অডিট করা হয়েছে। ১,৩১৪টি বিল্ডিং মেট্রোফিটিংয়ের জন্য ৫৬২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। ১,৭৪৮টি সরকারি ভবনে প্রবেশগম্যতার মত বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সরকারের অধীনে রয়েছে ৬৪৮ টি ভবন এবং সিপিডব্লিউডি দ্বারা পুনর্নির্মাণ করা ১,১০০ টি কেন্দ্রীয় সরকারী ভবন রয়েছে।

পরিবহনঃ

সমস্ত ৩৫ টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং ৬৯ টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরের মধ্যে ৫৫ টিতে এখন র‍্যাম্প, অ্যাক্সেসযোগ্য টয়লেট, হেল্পডেস্ক এবং ব্রেইল ও শ্রুতি সিস্টেম সহ লিফট ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ৭০৯টি রেলওয়ে স্টেশন সম্পূর্ণরূপে দিব্যাঙ্গজনদের জন্য প্রবেশযোগ্য করা হয়েছে, এবং ৪,০৬৮ টি স্টেশন আংশিকভাবে প্রবেশযোগ্য ব্যবস্থা রয়েছে। ১,৪৫,৭৪৭টি বাসের মধ্যে ৮,৬৯৫টি বাস (৫.৯৬ শতাংশ) সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারযোগ্য এবং ৪২,৩৪৮টি বাস (২৯.০৫ শতাংশ) আংশিকভাবে ব্যবহারযোগ্য রয়েছে। ২৪ টি রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৩,৩৩টি বাস স্টেশনের মধ্যে ৩,১২০ টিকে প্রয়োজনীয় সুবিধা স্থাপন করা হয়েছে।

ডিজিটাল এক্সেসিবিলিটি :

বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক (মেইটিওয়াই) কর্তৃক কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের ৯৫ টি ওয়েবসাইটকে দিব্যাঙ্গজনদের জন্য ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হয়েছে। ইন্ডিয়ান সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার (আইএসএলআরটিসি) ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতীয় সাংকেতিক ভাষার ব্যবহার, শিক্ষাদান এবং গবেষণার তথ্য প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। আইএসএলআরটিসি দ্বারা প্রদত্ত ডিপ্লোমা এবং স্বল্পমেয়াদী কোর্সের মাধ্যমে ১,০১৩ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে ভারতীয় সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২০১৬-১৭ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে মোট ১৮৩ জন শিক্ষার্থী ডিপ্লোমা ইন ইন্ডিয়ান সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারপ্রিটেশন (ডিআইএসএলআই) কোর্স সম্পন্ন করেছেন।

মিডিয়া অ্যাক্সেসিবিলিটি :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক শ্রবণ দিব্যাঙ্গজনদের টিভি দেখার জন্য অ্যাক্সেসিবিলিটি স্ট্যান্ডার্ডস প্রকাশ করেছে। টিভি সামগ্রীতে অ্যাক্সেসযোগ্যতা পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করা হচ্ছে, ১৯ টি নিউজ চ্যানেল ২,৪৪৭ টি অ্যাক্সেসযোগ্য নিউজ বুলেটিন এবং ১৭ টি সাধারণ বিনোদন বিভাগ (জিইসি) চ্যানেল ৩,৬৮৬ টি অ্যাক্সেসযোগ্য প্রোগ্রাম এবং চলচ্চিত্র সম্প্রচার করেছে।

অন্যান্য উদ্যোগ এবং এগিয়ে যাওয়ার উপায়:

চিহ্নিত বাকি চারটি খাত: সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক, পর্যটন, তথ্য ও সম্প্রচার এবং আর্থিক পরিষেবাগুলির জন্য অ্যাক্সেসযোগ্যতার মান চূড়ান্ত করার প্রচেষ্টা চলছে। বর্তমানে, কেন্দ্রীয় সরকারের ২০টি মন্ত্রক / বিভাগের মধ্যে ১৩ টি ক্ষেত্র-ভিত্তিক নির্দেশিকা অবহিত করেছে, এবং তিনটি অন্যান্য বিভাগ থেকে নির্দেশিকা গ্রহণ করেছে। এই মর্মে দ্রুত বিজ্ঞপ্তির জারি করার জন্য নিয়মিত ফলোআপ চলছে।

ওয়েব অ্যাক্সেসিবিলিটি:

ভারত সরকারের আরও ৫০০টি ওয়েবসাইট তাদের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য করার পরিকল্পনা চলছে। ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টার (এনআইসি) এর সহযোগিতায় বিভাগটি ওয়েব অ্যাক্সেসিবিলিটি স্ট্যান্ডার্ডগুলির সাথে সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রক / বিভাগগুলির কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ সেশনের আয়োজন করছে।

সুগম্য ভারত অ্যাপ:

এই ক্রাউডসোর্সিং প্ল্যাটফর্মটি পরিকাঠামো, পরিবহন এবং তথ্য সিস্টেমে অ্যাক্সেসযোগ্যতার সমস্যাগুলি নিয়ে রিপোর্ট করার জন্য দিব্যাঙ্গজনদের ক্ষমতা প্রদান করছে। ফন্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট, কালার কনট্রাস্ট অপশন এবং হিন্দি ও ইংরেজিতে ইন্টিগ্রেটেড স্ক্রিন রিডারের মতো ফিচার থাকায় অ্যাপটি দিব্যাঙ্গজনদের জন্য সহজলভ্য। ২৩ টি ভাষায় উপলদ্ধ এই অ্যাপটি ব্যবহারকারীদের প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সমস্যাগুলির প্রতিবেদন করতে সক্ষম করে তুলেছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়নঃ

আইআইটি খড়গপুরের সহযোগিতায় বিভাগটি বি টেক, বি প্ল্যান এবং বি আর্চ প্রোগ্রামে অ্যাক্সেসিবিলিটির উপর বিশেষ কোর্স চালু করার জন্য কাজ করছে। সেই মত অংশীদারদের জন্য পরামর্শ প্রদান কর্মসূচী আয়োজন করা হয়েছে এবং এআইসিটিই দ্বারা মডেল পাঠ্যক্রমে বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন: বেসিক ইন্ডিয়ান সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ (আইএসএল) প্রশিক্ষণ বিভিন্ন জনমুখী কর্পোরেট সংস্থার ১,০১৩টির ও বেশি বিমান কর্মী এবং কর্মচারীদের সরবরাহ করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টাগুলির লক্ষ্য পরিষেবা শিল্পগুলিতে অন্তর্ভুক্তিকে উৎসাহিত করা।

অ্যাক্সেসযোগ্য তীর্থস্থান: ৭৫ টি তীর্থস্থান দিব্যাঙ্গজনদের (পিডব্লিউডি) উপযোগী করে তোলার জন্য একটি বিশেষ উদ্যোগ চালু করা হয়েছে। সেই মত একাধিক রাজ্য থেকে প্রস্তাব পাওয়া গেছে এবং সিকিমের সোলোফেক চারধামের মতো স্থানে প্রবেশগম্যতা বাড়ানোর জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

ক্ষমতায়নের প্রতি আর্থিক প্রতিশ্রুতি:

২০১৩-১৪ থেকে ২০২৩-২৪ সাল পর্যন্ত, দিব্যাঙ্গজনদের ক্ষমতায়নের জন্য আর্থিক বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা সুগম্য ভারত অভিযানের মতো উদ্যোগের অধীনে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং তাদের সুবিধাসমূহের প্রতি সরকারের অবিচল প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ (আরই) এবং প্রকৃত ব্যয় (এই) এই লক্ষ্যগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ২০১৩-১৪ সালে এই খাতে বরাদ্দ ৫৬০ কোটি থেকে ক্রমান্বয়ে বেড়ে ২০২৩-২৪ সালে ১,২২৫.১৫ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০২৩-২৪ সালে দিব্যাঙ্গজনদের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল ১,১৪৩.৮৯ কোটি টাকা, যা এক দশককালের মধ্যে সর্বোচ্চ ব্যয়ের পরিমাণ ছিল। বিশেষ প্রচারাভিযান এবং প্রকল্পের মাধ্যমে দিব্যাঙ্গজনদের জন্য সর্বজনীন সুবিধা এবং ক্ষমতায়নে সরকার জোর দিয়েছে।

আমরা একসঙ্গে কাজ করতে চাই, বাংলাদেশ প্রসঙ্গে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনায় মঙ্গলবার লোকসভায় বক্তব্য রাখলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, বাংলাদেশ ইস্যুতে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তেই অটল থাকবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সুদীপ এদিন বলেছেন, 'আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ যেখানে সংখ্যালঘু ও হিন্দুদের নির্যাতন ও হত্যা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত আমাদের প্রতিবেশী দেশ। আমরা একটি আবেদন করছি, ভারত সরকার অবিলম্বে বাংলাদেশে শান্তিরক্ষা বাহিনী প্রেরণের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে আবেদন করুক, ভারত সরকার এখনও সম্পূর্ণ নীরব, কারণ তাঁরা নিজেরাই ভালো করে জানেন।'

সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেছেন, 'আমাদের আবেদন হল, বিদেশমন্ত্রী সংসদে আসুন এবং বাংলাদেশের সর্বশেষ অবস্থান সম্পর্কে আমাদের জানান। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী গতকাল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ভারত সরকার যে সিদ্ধান্তই নেবে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই সিদ্ধান্তেই থাকবে। আমরা একসঙ্গে কাজ করতে চাই।'

বিরাট কোহলি ডন ব্র্যাডম্যানের ৭৬ বছরের বিশাল টেস্ট রেকর্ডের দিকে তাকিয়ে

অ্যাডিলেড, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : আগামী শুক্রবার (৬ ডিসেম্বর) অ্যাডিলেড ওভালে শুরু হওয়া দিবা-রাত্রির টেস্টে যখন ভারত ও অস্ট্রেলিয়া মুখোমুখি হবে তখন বিরাট কোহলির রেকর্ড নজর রাখবে কিংবদন্তি ডন ব্র্যাডম্যানের সর্বকালের রেকর্ডের দিকে। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডে ১৯টি ম্যাচে ১১টি সেঞ্চুরি সহ একটি সফরকারী দেশে একজন ব্যাটার দ্বারা সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক শতরানের রেকর্ড ব্র্যাডম্যানের দখলে।

২০১১ সালে খেলা শুরু করার পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ৪৩টি ম্যাচে কোহলির বর্তমানে ১০টি সেঞ্চুরি রয়েছে। জ্যাক হবস (অস্ট্রেলিয়াতে ৯ সেঞ্চুরি), শচীন টেন্ডুলকার (শ্রীলঙ্কায় ৯ সেঞ্চুরি), স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস (ইংল্যান্ডে ৮ সেঞ্চুরি) এবং সুনীল গাভাস্কার।

মেডিক্যাল কাউন্সিলের দফতরের সামনে অবস্থানে 'জয়েন্ট প্লাটফর্ম অফ ডক্টর্স'

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলে ফিরেছেন অভীক দে এবং বিরূপাক্ষ বিশ্বাস। সোমবার কাউন্সিলের বৈঠকে যোগও দেন অভীক। তার প্রতিবাদে সোমবার রাত থেকে পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিলের দফতরের সামনে অবস্থানে বসেছেন 'জয়েন্ট প্লাটফর্ম অফ ডক্টর্স'-এর প্রতিনিধিরা। সল্টলেকে মেডিক্যাল কাউন্সিলের দফতরের বাইরে ত্রিপল টাঙিয়ে রাতভর অবস্থান করেছেন সিনিয়র ডাক্তারেরা।

কাউন্সিলের বিরুদ্ধে স্লোগান উঠেছে ক্ষণে ক্ষণে।

সিনিয়রদের কর্মসূচিতে শামিল হতে রাতে কাউন্সিলের দফতরের সামনে পৌঁছে যান 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর্স' ফ্রন্ট-এর প্রতিনিধিরা। অভীক, বিরূপাক্ষদের কাউন্সিলের বৈঠকে যোগ দেওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা কেন প্রত্যাহার করা হয়েছে, তা নিয়ে বার বার প্রশ্ন ওঠে অবস্থানস্থল থেকে।

বিক্ষুব্ধ চিকিৎসকদের দাবি, মঙ্গলবার অভীক কাউন্সিলের দফতরে আসতে পারেন। কিন্তু তাঁর চাইছেন না অভীক কাউন্সিল দফতরে প্রবেশ করুন। তাই এখনও সেখানে অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা।

বাংলাদেশে শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠানোর জন্য মমতার প্রস্তাবকে নিশানা ইসলামিক মুভমেন্ট বাংলাদেশের

ঢাকা ও কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশে চলতি অরাজক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ও হিন্দু-সহ সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার জন্য সে দেশে শান্তি বাহিনী পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার তিনি বলেন, আমি কেন্দ্রের কাছে আবেদন করছি, যাতে তারা রাষ্ট্রপুঞ্জকে বলে যে বাংলাদেশে একটা পিস কিপিং ফোর্স (শান্তিরক্ষী বাহিনী) পাঠানো হোক। মমতার এই প্রস্তাবকে সরাসরি নিশানা করলো ইসলামিক মুভমেন্ট বাংলাদেশ। ইসলামিক মুভমেন্ট বাংলাদেশের চেয়ারম্যান খায়রুল আহসান এক বিবৃতিতে বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলাদেশে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠানোর প্রস্তাবটি একটি মানবতা ও বাস্তবতা বিবর্জিত গালগল্প বলেই মনে হয়। তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি ওই প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদও জানান। পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশের জনগণ ও বাংলাদেশ সরকারকে ষড়যন্ত্র ও অপচেষ্টা রুখে দেওয়ার জন্য সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।উল্লেখ্য, মুখমন্ত্রী বাংলাদেশের সঙ্গে এপার বাংলার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে সোমবার বলেছিলেন, আমাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের ওখানে সম্পত্তি আছে, পরিজন আছে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 13 /PNIeT/EE/ PWD (G)/(R&B)/GNT/2024-25, Dt. 29-11-2024

The Executive Engineer, Gonda Twisa Division, PWD (G), Gonda Twisa, Dhalai District on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES / CPWD/Railway / Govt. Organization of other State & Central for the following work:-

1. Name of Work: Improvement of road from Ambassa - Gonda Twisa road to Jamatia Para (L= 2.86 km) under Dumburnagar R.D. Block.

DNIeT No.: 50 /CE/PWD(R&B)/ACE(P&DU)/2024-25.

Estimated Cost: Rs. 6, 14, 81, 951.00 Earnest Money: Rs. 12, 29, 639.00

Bid Fee: Rs. 10,000.00

Time for Completion: 420 (Four Hundred Twenty) Days

Last date & time for online Bidding: 24-12-2024 up to 1500 Hrs

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in.

ICA/C/.2403/24

(Er. I. Debbarma)
Executive Engineer Gonda Twisa Division, PWD (G)
Gonda Twisa, Dhalai District

NOTICE INVITING TENDER:

Notice Inviting Restricted Sealed rate quotations are hereby invited from bonafied agencies / firms/ suppliers for complete supply, installation and commissioning of Vibratory Fluid Bed Dryer (VFBD) latest version of EE Model for Central Tea Processing Factory, Durgabari under TTDC Ltd. for dual purpose application for CTC & Orthodox Tea. The interested bidders shall quote their rates in sealed envelope. The sealed tender will be received from 11.00 AM to 3.00 PM in all working days w.e.f. 03-12-2024 to 18-12-2024 in the Tender box of TTDC Ltd. and Tender will be opened on 18-12-2024 at 4.00 PM, if possible. For Terms & conditions and specification/ Description of VFBD, please visit the Tripura State Portal /Official portal of Govt. of Tripura - www.tripura.gov.in or the official Notice Board of Tripura Tea Development Corporation Ltd., Old Secretariat Complex, AK Road, Agartala-799001.

ICA/C/2699/24

Managing Director
TTDC Ltd.
M. L. Das, TCS SSG
Managing Director
T.T.D.C. Ltd. Agt.

ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর

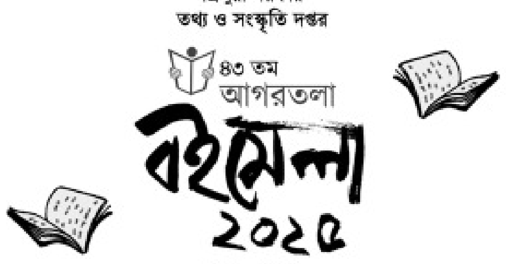

বিজ্ঞপ্তি

৪৩ তম আগরতলা বইমেলা আগামী ২ জানুয়ারী ২০২৫ থেকে ১৪ জানুয়ারী ২০২৫ পর্যন্ত আগরতলায় অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে গত ৫ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির সাথে সাজুয্য রেখে বইমেলায় অংশগ্রহন করতে আগ্রহী রাজ্যের ও বহিঃরাজ্যের পুস্তক প্রকাশনা সংস্থা, পুস্তক বিক্রেতাদের স্টল পাওয়ার জন্য আবেদনপত্র জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আবেদন পত্রের নমুনা www.ica.tripura.gov.in থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

আবেদনপত্র আগামী ১০ ই ডিসেম্বর, ২০২৪ মধ্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তার কার্যালয়ে অফিস চলাকালীন সময়ে জমা দিতে পারবেন। তাছাড়া icaculturesection@gmail.com এই মেইলে ও আগামী ১০ ডিসেম্বর, ২০২৪ (বিকাল ৫.৩০ মিনিট পর্যন্ত) আবেদনপত্র জমা দেওয়া যাবে। স্টল বন্টনের জন্য লটারির তারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

ICA/D-1400/24

অধিকর্তা
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর

NOTICE INVITING e-TENDER NO. 12 /EE(AGRI)/S/2024-25.

SL. NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID
1.	Construction of Village Knowledge Centre at Ratanpur Sub-Seed Store under Rajnagar Agri. Sub-Division, South Tripura S:H:- Providing Internal electrification 16/EE/AGRI/SOUTH/2024-25	Rs. 2,21,239.00	Rs. 4,425.00	20 Days	Up to 4.00 P.M. on 06/12/2024	At 11.00 AM. On 07/12/2024
2.	Auction for Demolishing existing old Qtrs. & Garage room are load bearing structure with GCI sheet roofing over wooden structure having wooden doors and windows cement concrete flooring etc. Gakulpur Agri. Complex under Gomati District. 19/EE/AGRI/SOUTH/2024-25	Rs. 46,852.00	Rs. 1,171.00	10 Days	Up to 14.00 P.M. on 06/12/2024	At 15.00 AM. On 06/12/2024

ICA/C-2706/24

(Er. D. Jamatia)
Executive Engineer (South)
Department of Agriculture & Farmers Welfare
South, Udaipur.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/60/2024-25 dated: 30/11/2024

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura* on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIT NO.EE-IED/AGT/118/2024-25	₹ 4,84,453.00	₹ 9,689.00	365 (three six five) days
2	DNIT NO.EE-IED/AGT/119/2024-25	₹ 5,18,787.00	₹ 10,376.00	30 (thirty) days
3	DNIT NO.EE-IED/AGT/120/2024-25	₹ 8,06,184.00	₹ 16,124.00	365 (three six five) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 21/12/2024 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 21/12/2024, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

1CA/4/2701/24

For and on behalf of the Governor of Tripura

(DEBASHIS PAUL)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura
Contact: 8837256802

হরেকরকম

তেল ছাড়াই বানিয়ে নিন চিকেন কাবাব

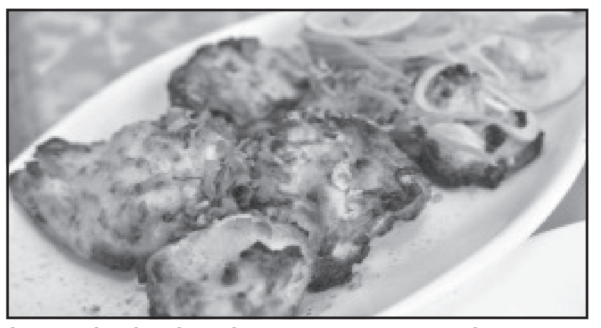

কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিসের মতো লাইফস্টাইল ডিজিজ জাঁকিয়ে বসলে খাওয়া-দাওয়ার উপর রাশ টানতে হয়। কোনও লাইফস্টাইল ডিজিজের ক্ষেত্রে ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সবচেয়ে জরুরি। মেপে-মেপে খাবার খাওয়ার পাশাপাশি কী খাচ্ছেন এবং কখন খাচ্ছেন সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত সুস্থ থাকতে চিকিৎসকেরা বলেন, তেলে ভাজাভুজি খাবার এড়িয়ে যেতে। কিন্তু বিরিয়ানি থেকে শুরু করে বার্গার, ফ্রায়েড চিকেন সবকিছুর মধ্যেই তেল পাওয়া যায়। সারা সপ্তাহ ডায়েট মেনে খাবার খেলেও উইকএন্ডে কোনওভাবে মন চায় না তেল-মশলা ছাড়া খাবার খেতে। আবার ডায়েট ঠিক রাখাও জরুরি। তাই এমন পদের সন্ধান চাই যা স্বাদ ও স্বাস্থ্য দুটোরই খেয়াল রাখবে। এই সুযোগে যদি চিকেন কাবাব খাওয়া যায়, তাহলে কেমন হবে? চিকেন কাবাব শুনে ভাবছেন এটা হেলদি নাকি! দোকান থেকে কিনে আনা চিকেন কাবাব মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়। তাতে স্বাদ থাকলেও তেল, মাখনের পরিমাণ অনেক বেশি। কিন্তু আপনি যদি বাড়িতে চিকেন কাবাব বানান এবং তাতে বিন্দুমাত্র তেল না ব্যবহার করেন, তাহলে সেটা স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠতে পারে। হ্যাঁ, তেল ছাড়া চিকেন কাবাব বানাতে পারেন বাড়িতেই। চলুন দেখে নেওয়া যাক রেসিপি।

সহজ রেসিপি-

তেল ছাড়া চিকেন কাবাব তৈরির জন্য প্রথমে ১ কেজি চিকেন নিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিন। এবার পালা ম্যারিনেশনের। পেঁয়াজ, আদা, রসুন ও কাঁচা লঙ্কা নিন। মিক্সিতে ভাল করে পেস্ট করে নিন। চিকেনের গায়ে এই মশলাটা দিয়ে দিন। এবার এতে ২০০ গ্রাম মতো টক দই দিন। আর তার সঙ্গে দিন তন্দুরি মশলা কিংবা বিরিয়ানি মশলা। এবার মাংসটা ভাল করে ম্যারিনেট করুন। খেয়াল রাখবেন যাতে মাংসের প্রতিটা কোণায় মশলা পৌঁছায়। এবার এই ম্যারিনেট করা মাংসটা এক ঘণ্টা ঢাকা দিয়ে রেখে দিন। গ্যাস নন‌স্টিকের কড়াই চাপান। এবার এর মধ্যে সমস্ত চিকেনের টুকরোগুলো দিয়ে দিন। মাংসটা প্রথমে একটু ভাল করে নেড়ে দিন। একটু লাল-লাল হয়ে গেলে মাংসটা ঢাকা দিয়ে দিন। কিছুক্ষণ পর ঢাকা সরিয়ে দেখুন মাংস সেদ্ধ হয়েছে কিনা। অন্যদিকে একটি কড়াইতে ১/২ চামচ মাখন গরম করুন। এবার এতে চিকেনের টুকরোগুলো আস্তে করে নেড়ে নিয়ে নামিয়ে নিন। রায়তা বা পুদিনার চাটনি এবং স্যালাদের সঙ্গে পরিবেশন করুন তেল ছাড়া চিকেন কাবাব। এতে জমে যাবে উইকএন্ড।

ডিম ও দুধ একসঙ্গে খাওয়া কি ক্ষতিকর?

দিনে বেশ কয়েকটি ডিম খেয়ে থাকেন স্বাস্থ্য সচেতনরা। এর পাশাপাশি নাস্তা বা রাতে ঘুমানোর আগে এক গ্লাস দুধ অভ্যাস অনেকেরই আছে। আবার জিমে গিয়ে যারা নিয়মিত মাসল বিল্ড আপের চেষ্টা করছেন তাদের অনেকেই দুধের সঙ্গে কাঁচা ডিম মিশিয়েও খেয়ে নেন। নিঃসন্দেহে এই দুটি খাবার স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। তবে ডিম আর দুধ একসঙ্গে খেলে কী হয় তা অনেকেরই অজানা। যদিও এ নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। অনেকের মতে, ডিম আর দুধ একসঙ্গে খেলে হজমে সমস্যা হতে পারে। তবে যা শরীর ও মস্তিষ্কের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আয়ুর্বেদ মতে, একসঙ্গে দুই রকম প্রোটিন খেলে হজমে সমস্যা হতে পারে। যেমন- পেট ফুলে থাকা, অস্বস্তি, পেটে ব্যথা, এমনকি ডায়রিয়াও হতে পারে। অনেক সময় ত্বকেও ইনফেকশন হতে পারে। তবে বেকিং বা রান্নার ক্ষেত্রে ডিম-দুধের মিশ্রণের কোনো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হয় না। তবে ভুলেও দুধের সঙ্গে কাঁচা ডিম মিশিয়ে খাবেন না। বিশেষজ্ঞদের মতে, দুধের সঙ্গে কাঁচা ডিম মিশিয়ে খেলে হজমের সমস্যা শুরু হয় ও সালমোনেলার (এক ধরনের

ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ) রোগও হতে পারে। দুধ-কাঁচা ডিম একত্রিত করলে ফুড পয়জনিং ও বায়োটিনের ঘাটতি হতে পারে। যাদের হজমজনিত সমস্যা নেই তারা এই দুটি খাবার একসঙ্গে খেতে পারেন। দুধ-ডিমে স্বাস্থ্যকর ও উচ্চমাত্রায় প্রোটিন সমৃদ্ধ। তবে পুষ্টিবিদরা জানাচ্ছেন, একসঙ্গে দুধ ও ডিম খেলে নানা ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে। চলুন জেনে নেওয়া যাক, দুধ আর ডিম একসঙ্গে খেলে কী কী সমস্যা হতে পারে- আসলে ডিম-দুধ উভয়ই হেলদি ফ্যাট, প্রোটিন, অ্যামিনো অ্যাসিড ও ক্যালসিয়ামে পরিপূর্ণ। এ কারণেই দুধের সঙ্গে কাঁচা ডিম মিশিয়ে খাওয়া উচিত নয়। দিনের পর দিন এটি খেলে কোলেস্টেরলের ঝুঁকি বাড়ে। তবে রান্না ছাড়া ডিম-দুধ না খাওয়াই ভালো। এই দু'ধরনের প্রোটিন খাওয়ার মধ্যে অন্তত এক ঘণ্টা গ্যাপ রাখা ভালো। তাহলে হজম ভালো হবে।

লোহার কড়াইতে ভুল করেও এই ৪ রান্না নয়

রান্না সুস্বাদু আর স্বাস্থ্যকর করে তুলতে তার জন্য সঠিক পাত্র নির্বাচনও খুব জরুরি। সব রান্না যেমন হাঁড়িতে ভাল হয় না তেমনই সব কিছু কড়াইতে হয় না। আগেকার দিনে অধিকাংশ রান্নাঘরেই লোহার কড়াই ব্যবহার করা হত। বলা হয় লোহার পাত্রে রান্না করা খাবার খেলে শরীরে আয়রনের ঘাটতি হবে না। এছাড়াও হেঁশেলে লোহার কড়াইয়ের একটা ঐতিহ্যও ছিল। যে কোনও ডিপ ফ্রায়েড খাবার, ভাজা, স্ন্যাকস এবং কষিয়ে তরকারি রান্না করতে লোহার কড়াই ব্যবহার করা হয়। সব রান্না যে লোহার কড়াইতে করা যায় এমনটা নয়। চপ, শিঙাড়ার দোকানে যদিও এখনও সেই আদি জামানার লোহার কড়াই ব্যবহার করা হয়। তাই জেনে রাখুন। এই সব খাবার ভুল করেও লোহার কড়াইতে বানাবেন না। শুধু স্বাস্থ্যের ক্ষতি নয় খাবারের স্বাদও নষ্ট হবে। টমেটোর মধ্যে থাকে ভিটামিন সি এছাড়াও থাকে অ্যাসকরবিক অ্যাসিড। আর তাই টমেটোর চাটনি কখনও লোহার কড়াইতে রান্না করবেন না। এছাড়াও টমেটো ব্যবহার করা হচ্ছে এমন খাবারও লোহার কড়াইতে করা যাবে না। তাহলেই বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কোনও রকম শাকই লোহার কড়াইতে রান্না করা ঠিক নয়। কারণ শাকের মধ থাকে আয়রন। এবার লোহার প্যানে রান্না করলে শাক কালো হয়ে যায়। তার মধ্যে থাকা আয়রন ভেঙে যায়। এক্সালিক অ্যাসিডের সঙ্গে আয়রনের বিক্রিয়াতে এরকম হয়। তাই খাবারের স্বাদও নষ্ট হয়ে যায়। বেশিরভাগই লোহার প্যানে ওমলেট ভাজেন। যা একেবারেই ঠিক নয়। লোহার প্যানে ওমলেট ভাজলে তা কড়াইতে লেগে থাকার সম্ভাবনা থাকে। ওমলেট সব সময় ননস্টিকে ভাজতে হয়। এমনকী রোল, চাউমিনও সব সময় ননস্টিক প্যানে বানানো উচিত। মাছ কখনই লোহার প্যানে রান্না করা ঠিক নয়। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই করা হয়ে থাকে। মাছ লোহার কড়াইতে রান্না করলেই তা গায়ে লেগে থাকে। এমনকী কি অতিরিক্ত তেলও লেগে যায়। আর অতিরিক্ত তেলে মাছ ভাজলে মাছের গুণাগুণ নষ্ট হয় সেই সঙ্গে অতিরিক্ত তেল শরীরের জন্যও কিন্তু একেবারে ভাল নয়। তেল, মাখন এসব লোহার কড়াইতে ব্যবহার করবেন না।

রোগা হতে চিনি বাদ দিয়ে সুগার ফ্রি খাচ্ছেন?

অতিরিক্ত চিনি শরীরের জন্য একেবারেই ঠিক নয়। ডায়াবেটিস, হাই ব্লাডপ্রেশার, ওবেসিটি, ফ্যাটি লিভার এবং অন্যান্য শারীরিক প্রদাহ জনিত সমস্যা বাড়ে মাত্রাতিরিক্ত চিনি খেলে। আর তাই বিশেষজ্ঞরা সব সময় সুষম আহারের পরামর্শ দেন। সেই তালিকায় শাক-সবজি, ফল এসবই বেশি পরিমাণে থাকে। ক্যালোরি, কার্বোহাইড্রেট এবং চিনি একেবারেই কম পরিমাণে থাকে। মিষ্টি আমাদের সকলেরই এত প্রিয় যে এর সঙ্গ ত্যাগ করা খুবই কঠিন। মন খারাপ থাকলে মিষ্টি মন ভাল থাকলে মিষ্টি মিষ্টি আমাদের সব সময়ের সঙ্গী। মিষ্টি দিলে তবেই না ডাল, তরকারির স্বাদ ব্যালেন্স হয়। চিনি ছাড়া চা, তরকারি এসবে এখনও অনেক মানুষ অভ্যস্ত নন। বাড়িতে ৫০০ গ্রাম চিনি হলেও কিনে আনার অভ্যাস আমাদের রয়ে গিয়েছে। মিষ্টি খেলেই একাধিক সমস্যা জাঁকিয়ে বসবে শরীরে। আর তাই যাঁরা ডায়াবেটিসে ভুগছেন বা ওজন কমাতে চাইছেন তাঁরা সকলেই চিনির পরিবর্তে সুগার ফ্রি ট্যাবলেট ব্যবহার করেন। যাতে সাপও মরে আর লাঠিও না ভাঙে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন দীর্ঘদিন ধরে এই সুগার ফ্রি খেলে ওজনও কমে না আর চর্বিও ঝরে না। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই কৃত্রিম চিনি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। ওজন কমাতে কোনও ভাবেই যেন সুগার ফ্রি বড়ি ব্যবহার না করা হয় সেই নির্দেশিই তাঁরা দিয়েছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ওই নির্দেশিকাতে আরও বলা হয়েছে সুগার ফ্রি একাধিক জটিল সমস্যা ডেকে আনতে সক্ষম। সেই সঙ্গে শরীরে বাসা বাঁধে একাধিক রোগ সমস্যাও। যে কারণে সচেতন থাকতে হবে। আর এই সুগার ফ্রি চিনির থেকেও বেশি ক্ষতিকারক। এতে হার্টের উপর চাপ বেশি পড়ে। এমনকী প্রাপ্ত বয়স্কদের মৃত্যুর ঝুঁকিও বাড়তে পারে। দীর্ঘদিন ধরে সুগার ফ্রি খেলে যে সব সমস্যা হতে পারে-

টাইপ ২ ডায়াবেটিস

উচ্চ রক্তচাপ

হার্টের সমস্যা

স্ট্রোক

হার্ট ফেলিওর

ওবেসিটি

তাই চিকিৎসকদের পরামর্শ এই সুগার ফ্রি ব্যবহার না করে প্রাকৃতিক চিনি রয়েছে এমন খাবার খান। সম্পূর্ণ চিনি ছাড়া খাবার খাওয়া অভ্যাস করুন। চিনির তেষ্টা মেটাতে শুকনো ফল, খেজুর, কিশমিশ এসব খান। এছাড়াও আম, সবেদা, আঙুর এমন ফল খেতে পারেন। আর যাঁরা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত তাঁরা কোনও ভাবেই সুগার ফ্রি খাবেন না।

মহিলাদের শরীরে অতিরিক্ত অ্যান্ড্রোজেন উৎপাদন হলে কী হয়

হরমোন আমাদের শরীরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে রাসায়নিক বার্তাবাহক হিসেবে কাজ করে এই হরমোন। বৃদ্ধি, প্রজনন থেকে শুরু করে বিপাক সবেতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এই হরমোনের। আর হরমোনের ভারসাম্যহীনতা থেকে ক্যানসারও হতে পারে। মহিলাদের শরীরে দুটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন হল ইস্ট্রোজেন আর প্রোজেস্টেরন। মহিলাদের শরীরে যৌন হরমোন হল ইস্ট্রোজেন এবং অ্যান্ড্রোজেন। ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন অনুসারে মেয়েদের শরীরে অ্যান্ড্রোজেন বেশি উত্তম হলে সেখান থেকে একাধিক সমস্যা হতে পারে। অ্যালোপেসিয়া, ব্রণ, পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম এবং বেশ কিছু প্রজনন-গত সমস্যার পিছনে দায়ী হল এই অ্যান্ড্রোজেন হরমোন। ডিম্বাশয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অ্যান্ড্রোজেন উত্তম হলে সেখান থেকে অতিরিক্ত পরিমাণ টেস্টোস্টেরন তৈরি হয়। এর ফলে মহিলাদের মধ্যে পুরুষের বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়। মহিলা এবং পুরুষ উভয়ের শরীরেই এই অ্যান্ড্রোজেন তৈরি হয়। মহিলাদের শরীরে অ্যান্ড্রোজেনের ২০০টিরও বেশি কাজ রয়েছে। মহিলাদের শরীরে যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত অ্যান্ড্রোজেন উত্তম হয় তাহলে এই কয়েকটি লক্ষণ দেখা দেয়-

অনিয়মিত মাসিক বা পিরিয়ড টানা কয়েক মাসের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়া শরীরে অতিরিক্ত চুল

মুখে বেশি চুল গজায়

পেশী মোটা হয়ে যায়

ওজন বাড়ে সেই সঙ্গে আকৃতিগত পরিবর্তনও আসে

ব্রণর সমস্যাও দেখা দেয়

আজকাল-এর সমস্যায় প্রচুর মেয়ে ভুগছে। মহিলাদের মধ্যে অ্যান্ড্রোজেনের আধিক্য-এর অন্যতম কারণ। অতিরিক্ত পরিমাণে জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি খেলে সেখান থেকেও সমস্যা হতে পারে। এই হরমোন নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রথমেই যা করতে হবে তা হল চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এছাড়াও নিয়মিত ব্যায়াম, ডায়েট আর শরীরচর্চা করতেই হবে। সেই সঙ্গে চিকিৎসকেরা জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়িও খেতে দেন। প্রাথমিক ভাবে জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে হবে। আজকাল অধিকাংশ মেয়ের মধ্যেই এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাই এই পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম থাকলে বছরে দুবার প্রয়োজনীয় সব পরীক্ষা করিয়ে রাখবেন।

রবিবারের দুপুরে পেঁপে-গাজর দিয়ে কষিয়েই রাঁধুন মাংসের ঝোল

আপাতত গরম কমার কোনও সম্ভাবনা নেই। গড়মের পারদ যে ভাবে চড়ছে এই এপ্রিলেই তা রীতিমতো ভয় ধরানো। এদিকে গরম পড়লেই শরীরে দেখা দেয় একাধিক সমস্যা। পেট খারাপ, পেট গরম, হজম না হওয়া এরকম সব সমস্যা লেগেই থাকে। কোন খাবার থেকে হঠাৎকরে সমস্যা হয়ে যায় তা বোঝাই যায় না। গরমে যত বেশি হালকা খাবার খাওয়া যায় ততই ভাল। তাই বলে গরমের রবিবারে তো আর চিকেনের স্ট্যু খেতে ইচ্ছে করে না। যাঁরা হার্টের সমস্যায় ভুগছেন, লিভারের সমস্যা রয়েছে তাঁরা অধিকাংশ দিনই চিকেন এমন হালকা পাতলা ঝোল খান। রবিবারেও গাজর, পেঁপে দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন চিকেনের ঝোল। ভয় নেই এই চিকেন কিন্তু ট্যালটালে হয় না কম মশলা দিয়ে কষিয়েই রান্না করে নিতে পারবেন। আর হরম মতের সঙ্গে খেতেও লাগবে ভাল। মাংস ভাল করে ধুয়ে নিয়ে নুন, টকদই, গোলমরিচের গুঁড়ো আর সামান্য লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে মাখিয়ে রাখুন ১ ঘণ্টা। বড় বড় করে গাজর, আলু আর পেঁপে কেটে নিন। কড়াইতে বড় দেড় চামচ তেল দিয়ে প্রথমে গোটা গরম মশলা দিয়ে দিন। এবার পেঁয়াজ কুচি, ১ চামচ আদা বাটা, ১ চামচ রসুন বাটা মিশিয়ে দিন। এবার একটা টমেটো দিয়ে নেড়ে চেড়ে গাজর, আলু, পেঁপে দিয়ে কষতে দিন। সামান্য হলুদ, নুন, জিরে গুঁড়ো মিশিয়ে কষতে থাকুন। সবজি সামান্য সিদ্ধ হয়ে এলে ওর মধ্যে চিকেনের টুকরো মিশিয়ে আবারও কষাতে থাকুন। একদম লো ফ্লেমে রেখে কড়াইতে ঢাকা দিয়ে দিন। এভাবে রাখলেই চিকেন থেকে জল ছেড়ে আসবে। টক দই মেশানোতে আলাদা করে জল দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। চিকেনের তেল আর দই এর মধ্যে নিজস্ব যে জল থাকে তাতেই পুরো রান্নাটি হবে। এবার নামানোর আগে এই চিকেন কষাতে সামান্য গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। ঝাল থেকে চাইলে কাঁচালঙ্কা চিরে মিশিয়ে দিতে পারেন। ব্যাস, তৈরি চিকেনের হালকা-পাতলা কারি। গরম ভাতে এই চিকেনের সঙ্গে সামান্য লেবুর রস দিয়ে মেখে খেলে খেতেও বেশ ভাল লাগবে।

গ্যাস, অ্যাসিডিটির সমস্যায় ভুগছেন?

অনেকেই আছেন যারা প্রায় প্রতিদিনই গ্যাস, অ্যাসিডিটির মতো নানান সমস্যায় ভোগেন। সারাদিন শরীরের মধ্যে চলতে থাকে নানান কষ্ট। প্রতিনিয়ত খেতে হয় ওষুধ। তবে তা কিন্তু সমাধান নয়, কারণ ওষুধ বেশি খাওয়া একদমই ভালো নয়। জানেন কি এর সমাধানের উপায় আছে মাত্র ৪ খাবারেই। নিয়মিত খান এই খাবার গুলো আর গ্যাস, অ্যাসিডিটির সমস্যাকে বিদায় জানান। পেট ভালো রাখার কাজে দইয়ের কোনও জুড়ি নেই। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ল্যাকটোব্যাসিলাস। এই ল্যাকটোব্যাসিলাস হল উপকারী ব্যাকটেরিয়া। এই ব্যাকটেরিয়া কিন্তু অন্ত্রের খেয়াল রাখার কাজে ১০০ তে ১০০। তাই নিয়মিত দই খান। এছাড়া দইতে রয়েছে ক্যালশিয়াম, ভিটামিন ডি, প্রোটিন ও পটাশিয়ামের ভাণ্ডার। তাই দই খেলে গোটা দেহের সার্বিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। এই কারণে নিয়মিত টক দই খেতেই হবে। শাকে মজুত রয়েছে বিভিন্ন উপকারী ভিটামিন, খনিজ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। তাই শাক খেলে দেহে পুষ্টির ঘাটতি মিটে যায়। এমনকী এতে থাকা ফাইবার কোলোন বা অন্ত্রকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। কমে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা। তাই অন্ত্রের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে চাইলে নিয়মিত শাক খাওয়া চাই। এক্ষেত্রে নিজের পছন্দমতো যে কোনও একটি শাক পাতে রাখলেই ফল পাবেন। অন্ত্রকে সুস্থ রাখতে চাইলে ফাইবার রিচ সিরিয়ালস খাওয়া বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে ঢেঁকি ছাঁটা চাল, জোয়ার ও রাগির মতো শস্যে রয়েছে ফাইবারের প্রাচুর্য। এই ধরনের শস্য খেলে পেট সহজে পরিষ্কার হয়। এমনকী মল হয় নরম। তাই পাইলস, কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা কমে। এছাড়া গবেষণায় দেখা গিয়েছে এই ধরনের শস্য নিয়মিত খেলে সুগার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকে। তাই এখন থেকে নিয়মিত এই ধরনের শস্য জাতীয় খাবার খাওয়ার চেষ্টা করুন। বাংলা তথা গোটা পৃথিবীতে ব্রকোলির খাওয়ার চল বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সবজির এতশত গুণ যে বলে শেষ করা যাবে না। এই সবজিতে রয়েছে ভিটামিন সি, ভিটামিন বি ৬, ম্যাগনেশিয়াম ও পটাশিয়ামের ভাণ্ডার। এছাড়া ফুলকপি-বাঁধাকপির ভায়রাভাই এই সবজি ফাইবার সমৃদ্ধ। এই উপাদান অন্ত্রের খেয়াল রাখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী। এছাড়া এতে উপস্থিত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গোটা দেহের পাশাপাশি অন্ত্রের প্রদাহজনিত সমস্যা মেটায়। তাই নিয়মিত ব্রকোলির তরকারি খাওয়ার অভ্যাসটা এবার তৈরি করে ফেলুন। অন্ত্রকে সুস্থ রাখতে চাইলে পর্যাপ্ত জলপান করা চাই। জলপানের মাধ্যমেই মল নরম হয়, অন্ত্রে জমে থাকা ময়লা বেরিয়ে যেতে পারে, এমনকী দূর হয় টক্সিন। তাই প্রতিদিন অন্তত পক্ষে ৩ থেকে ৪ লিটার জলপান করুন। এক্ষেত্রে জলের পাশাপাশি ডাবের জল, ফ্রুট জুস এবং ওআরএস খেতে পারেন। এতেই সুস্থ থাকবে শরীর।

গাঁটে-গাঁটে ব্যথা? ক্যালশিয়াম, ভিটামিন ডি ছাড়াও ঘাটতি আর কোন পুষ্টিতে?

সুস্থ স্বাস্থ্য বজায় রাখতে গেলে দেহে ভিটামিনের ঘাটতি হতে দেওয়া যায় না। আমাদের দেহে প্রতিটা ভিটামিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু আপনি যদি ঘন-ঘন সর্দি-কাশি বা সংক্রমণে ভোগেন, বুঝতে হবে আপনার দেহে ভিটামিন সি-এর ঘাটতি তৈরি হয়েছে। ভিটামিন সি আমাদের দেহে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। এই পুষ্টি দেহে শ্বেতকণিকার সংখ্যা বাড়িয়ে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। তাছাড়া ফ্রি র‍্যাডিকেলের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং অক্সিডেটিভ চাপ কমিয়ে দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমায়। নিখুঁত ত্বক ও সুন্দর চুল গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে ভিটামিন সি। মূলত খাওয়া-দাওয়ার মাধ্যমেই আমরা দেহে এই ভিটামিন সি-এর ঘাটতি পূরণ করতে পারি। কিন্তু অনেক সময় দেহে এই পুষ্টির চাহিদা তৈরি হয়। কোন লক্ষণ দেখে তা বুঝবেন? ত্বকে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়: ভিটামিন সি ত্বকের কোলাজেন গঠনে সাহায্য করে। তাই যখনই দেহে ভিটামিন সি-এর ঘাটতি তৈরি হবে, তার প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পাবে ত্বকে। মুখের পাশাপাশি পিঠে, হাতে, ঘাড়ে এমনকী নিতম্বে ব্রণ, ফুসকুড়ি ও র‍্যাশের সমস্যা দেখা দেবে। পাশাপাশি ত্বক ফ্যাকাশে দেখাবে। এমনকী চুলও পাতলা হয়ে যায় ভিটামিন সি-এর অভাবে ভাইরাল সংক্রমণ: ভিটামিন সি দেহে শ্বেতকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে। এতে রোগের ঝুঁকি কমে। কিন্তু দেহে ভিটামিন সি-এর ঘাটতি থাকলে আপনি ঘন ঘন ভাইরাল সংক্রমণে আক্রান্ত হবেন।

রোগভোগের ঝুঁকি এড়াতে খেতে হবে যেসব খাবার

আমাদের জীবনযাত্রার সাথে জড়িত প্রতিটি ছোট জিনিস আমাদের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। সুস্থ থাকার পাশাপাশি অন্যান্য রোগ এড়াতে তাই ডায়েটে জোর দেওয়া খুবই জরুরি। যৌবনে শরীর সবল ও সুস্থ থাকলেও, বয়স ত্রিশ পার হওয়ার পর থেকেই বেশীরভাগ সময় শরীরে নানা সমস্যা দেখা দিতে থাকে। কীভাবে এই ধরনের সমস্যা এড়ানো যায়? স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সবসময় পরামর্শ দেন যে অকাল বার্ধক্য রোধ করতে, মানসিক চাপ, খাদ্য, ব্যায়াম এবং ঘুমের দিকে বিশেষ নজর দিতে। ৩০ বছর বয়সের পর আপনি কীভাবে আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিচ্ছেন তাই নির্ধারণ করে যে পরবর্তী ১০ থেকে ১২ বছর কেমন থাকবেন আপনি। তাই জেনে নিন সুস্থ থাকতে কী খাবেন ফাইবারযুক্ত খাবার: ডায়েটে অবশ্যই ফাইবার যোগ করুন। তাতে হৃদরোগ, টাইপ ২ ডায়াবেটিস এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মানব শরীরের প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ গ্রাম ফাইবার প্রয়োজন। অতএব, খাদ্যতালিকায় ফল, শাকসবজি এবং গোটা শস্য যোগ করুন। ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখতে সাহায্য। এছাড়া মেজাজ ঠিক রাখতে, প্রদাহ কমাতে, আয়ু বৃদ্ধির পাশাপাশি কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে এই বিশেষ অ্যাসিড। এক্ষেত্রে ডায়েটে যোগ করতে হবে স্যামন বা সার্ডিন মাছ। এছাড়া বাদাম ও চিয়া বীজও খেতে পারেন। ক্যালসিয়াম: শরীরের হাড়ের যত্ন নেওয়াও জরুরি। ৩০ বছর বয়সের পরে, হাড় দুর্বল হতে শুরু করে। এই বয়সে উচ্চ ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার যেমন দুধ, দই, পনির, ব্রোকলি, পালং শাক, কেলা এবং বাদাম খেতে হবে।

প্রতিবন্ধীদের জন্য সেবা ও আত্মসম্মানের দশক

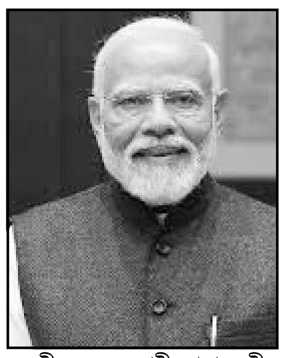

- শ্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

ভাই ও বোনেরা,
আজ ৩ ডিসেম্বর গুরুত্বপূর্ণ দিন। সারা বিশ্ব এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস হিসেবে পালন করে। দিব্যাঙ্গজনের সাহস, আত্মবিশ্বাস এবং কৃতিত্বকে অভিবাদন জানানোর জন্য আজ একটি বিশেষ দিন।

এই উপলক্ষটি ভারতের জন্য একটি পবিত্র দিনের মতো। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা ভারতীয় আদর্শের মধ্যে নিহিত। আমাদের শাস্ত্র এবং লোকশাস্ত্রে দিব্যাঙ্গ বন্ধুদের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব রয়েছে। রামায়ণে একটি শ্লোক আছে-

উতাঃ বলবানায়ে, নাস্তুউৎসাহাৎপরং বলম।
সোতাহস্বাস্থি লোকেশ্মিন, ন কিঞ্চিদপি দুর্লভম।

শ্লোকের মূল বিষয় হ”ল, যে ব্যক্তির মনে উতাহ রয়েছে তার পক্ষে পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয়।

আজ ভারতে আমাদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা এই উতাহের সাথে দেশের শ্রদ্ধা ও আত্মসম্মানের শক্তিতে পরিণত হচ্ছে।

এই বছর এই দিবসটি আরও বিশেষ কারণে উল্লেখনীয়। এ বছর ভারতের সংবিধানের ৭৫ বছর সম্পন্ন হয়েছে। ভারতের সংবিধান আমাদের সমতা ও অন্ত্যোদয়ের জন্য কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে। সংবিধানের এই অনুপ্রেরণায় আমরা গত ১০ বছরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রগতির জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করেছি। বছরের পর বছর ধরে দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অনেক নীতি তৈরি করা হয়েছে এবং অনেক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই সিদ্ধান্তগুলো দেখায় যে আমাদের সরকার সর্বব্যাপী, সংবেদনশীল এবং সর্বকল্যাণকর। এই ধারাবাহিকতায়, আজকের দিন দিব্যাঙ্গ ভাই-বোনদের প্রতি আমাদের এই সমর্পণ ভাবকে আবার উপস্থাপন করার দিন হয়েছে।

যখন থেকে আমি সার্বজনীন জীবনে আছি, প্রতিবার আমি দিব্যাঙ্গদের জীবনযাপনকে সহজ করার জন্য প্রচেষ্টা নিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে আমি এই সেবাকে জাতির অঙ্গীকার হিসেবে মেনে নিয়েছি। ২০১৪ সালে সরকার গঠিত হওয়ার পর আমরা প্রথমে ”বিকলাঙ্গ” শব্দের পরিবর্তে ”দিব্যাঙ্গ” শব্দটি প্রচলিত করার সিদ্ধান্ত নেই।

এ কেবল শব্দের পরিবর্তন ছিল না, তা সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মর্যাদাও বৃদ্ধি করেছিল এবং তাদের অবদানকে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছিল। এই সিদ্ধান্তটি বার্তা দেওয়া গিয়েছে যে সরকার এমন একটি অন্তর্ভুক্ত পরিবেশ চায় যেখানে কোনও ব্যক্তির শারীরিক চ্যালেঞ্জগুলি প্রাচীর নয়, এবং তিনি তার প্রতিভা অনুযায়ী পূর্ণ সম্মানের সাথে একটি জাতি গঠনের সুযোগ পান। প্রতিবন্ধী ভাই ও বোনরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই সিদ্ধান্তের জন্য আমাকে তাঁরা আশীর্বাদ করেছেন। এই আশীর্বাদই দিব্যাঙ্গ ও প্রতিবন্ধী লোকেদের কল্যাণ করার জন্য আমার বৃহত্তম শক্তি হয়ে ওঠে।

প্রতি বছর সারা দেশ জুড়ে আমরা দিব্যঙ্গ দিবস নিয়ে অনেক অনুষ্ঠান আয়োজন করি। আমি এখনও মনে করি ৯ বছর আগে এই দিনেই আমরা ”অ্যাক্সেসিবল ইন্ডিয়া ক্যাম্পেইন” চালু করি। এই মিশনটি গত ৯ বছরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যেরকম ক্ষমতায়িত করেছে তা দেখে আমার অত্যন্ত সন্তোষ হয়।

১৪০ কোটি দেশবাসীর সংকল্প ও শক্তিতে ভরপুর হয়ে ”সুগম্য ভারত” দিব্যাঙ্গদের পথে বহুবিধ বাধা শুধু দূরই করেনি, তাঁদেরকে সম্মান ও সমৃদ্ধির জীবনও ফিরিয়ে দিয়েছে।

পূর্ববর্তী সরকারগুলির সময় যে নীতিগুলি ছিল... সে কারণে প্রতিবন্ধীরা সরকারি চাকরি ও উচ্চশিক্ষার সুযোগে পিছিয়ে থাকে। আমরা সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন করেছি। সংরক্ষণ পন্থা-পদ্ধতি একটি নতুন চেহারা পেয়েছে। দিব্যাঙ্গজনের কল্যাণে ব্যয়ের অর্থও ১০ বছরে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সিদ্ধান্তগুলি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সুযোগ এবং অগ্রগতির নতুন পথ তৈরি করে দেয়। আজ আমাদের দিব্যাঙ্গ বন্ধুরা ভারতের নির্মাণে অন্যতম অংশীদার হয়ে আমাদের গর্বিত করছেন।

আমি স্বয়ং উপলব্ধি করি যে ভারতের যুব দিব্যাঙ্গদের মধ্যে কত অসাধারণ সম্ভাবনা রয়েছে। প্যারালিম্পিকে আমাদের খেলোয়াড়রা দেশকে যতটা সম্মান এনে দিয়েছে, তা এই শক্তিরই প্রতীক। এই শক্তিকে জাতির শক্তিতে পরিণত করার জন্য, আমরা দিব্যাঙ্গদের দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে যুক্ত করেছি, যাতে তাদের শক্তি জাতির অগ্রগতির জন্য সহায়ক হতে পারে। এই প্রশিক্ষণ শুধুমাত্র সরকারি কর্মসূচি নয়। এই প্রশিক্ষণ দিব্যাঙ্গদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। তাদেরকে চাকরি খোঁজার আস্থা ও আত্মশক্তি দিয়েছে।

আমার দিব্যাঙ্গ ভাই-বোনের জীবনযাপন সহজ, স্বাভাবিক এবং গৌরবময় হোক, এটাই সরকারের মূল নীতি। এই নৈতিক ভাব নিয়েই আমরা ”পারসনস উইথ ডিসেবিলিটিস এক্ট (ঞ্চত্রল্দদ্রদ্রল ন্ধ্রষ্ঠত স্থল্খত্বল্লহ্রল জত্বষ্ঠ)-ও বাস্তবায়ন করেছি। এই ঐতিহাসিক আইনে ডিসেবিলিটি বা অক্ষমতা-র সংজ্ঞার শ্রেণীবিভাগ ৭ থেকে বাড়িয়ে ২১ টি করেছি। প্রথমবারের মতো আমাদের এসিড আক্রান্ত বেঁচে থাকা ব্যক্তিদেরও এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আজ এই আইন দিব্যাঙ্গদের জীবনকে মজবুত করার বড় মাধ্যম হয়েছে। এই আইনগুলি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সমাজের উপলব্ধিরও পরিবর্তন করেছে। আজ আমাদের পৃথকভাবে সক্ষম অংশীদাররাও উন্নত ভারত গড়ে তুলতে সকল শক্তি নিয়ে কাজ করছেন।

ভারতের দর্শন আমাদের শেখায় যে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির একটি বিশেষ প্রতিভা রয়েছে। আমাদের শুধু তাকে সামনে নিয়ে আসতে হবে। আমি সবসময় আমার প্রতিবন্ধী সহকর্মীদের মধ্যে সেই আশ্চর্যজনক প্রতিভা রয়েছে বলে বিশ্বাস করেছি। এবং আমি পূর্ণ গর্বের সাথে বলছি যে আমাদের প্রতিবন্ধী ভাই ও বোনরা এক দশক ধরে আমার এই বিশ্বাসকে শক্তিশালী করেছেন। তাদের সকল কৃতিত্ব কীভাবে আমাদের সমাজের সংকল্প গুলিকে পুনর্নির্মাণ করছে তা দেখে আমি গর্বিত।

আজ যখন আমার দেশের খেলোয়াড়রা প্যারা-অলিম্পিকের পদক বুকে নিয়ে যখন আমার ঘরে আসে, তখন আমার মন গর্বে ভরে যায়। ”মন কি বাত”-এ যখনই আমি আমার দিব্যাঙ্গ ভাই-বোনেদের প্রেরণাদায়ক কাহিনী আপনাদের কাছে তুলে ধরি, তখন আমার মন গর্বে ভরে যায়। শিক্ষা হোক, খেলাধূলা হোক, স্টার্ট-আপ — সমস্ত বাধা অতিক্রম করে তাঁরা নতুন নতুন উচ্চতা স্পর্শ করে দেশের উন্নয়নের অংশীদার হচ্ছেন।

আমি পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলছি যে, ২০৪৭-এ যখন আমরা স্বাধীনতার শতবর্ষ পালন করব, তখন আমাদের দিব্যাঙ্গ বন্ধুরা সারা বিশ্বের সামনে প্রেরণার আধার হয়ে উঠবেন। আজ আমাদের সেই লক্ষ্য পূরণের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হতে হবে।

আসুন আমরা সবাই একসাথে এমন একটি সমাজ গড়ে তুলতে কাজ করি যেখানে কোনও স্বপ্ন বা লক্ষ্য পূরণই অসম্ভব নয়। তখনই আমরা সত্যিকারের অন্তর্ভুক্ত ও উন্নত ভারত গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

এবং আমি এতে অবশ্যই আমার প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের জন্য একটি বিশাল ভূমিকা দেখছি। আবারো, এই দিনে সমস্ত দিব্যঙ্গ বন্ধুদের জানাই অভিনন্দন।

গ্রিডলক থেকে প্রবৃদ্ধিঃ চমৎকার সাফল্য দেখাচ্ছে ভারতের “প্রগতি” প্ল্যাটফর্ম এবং ভারতের ডিজিটাল সরকারি পরিচালন ব্যবস্থা :অক্সফোর্ডের সেইড বিজনেস স্কুল এর কেস স্টাডি

বেঙ্গালুরু, ২ ডিসেম্বরঃ, ২০২৪ বৃহদাকার পরিকাঠামো এবং সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতিতে আমূল রূপান্তর এনেছে ভারতের “প্রগতি” প্ল্যাটফর্ম। অক্সফোর্ডের সেইড বিজনেস স্কুলের এক নতুন কেস স্টাডিতে এই সারকথা বেরিয়ে এসেছে। অক্সফোর্ডের এই গবেষণাপত্রটি আজই আইআইএম ব্যাঙ্গালোরে প্রকাশিত হয়েছে। গেটস ফাউন্ডেশনের সহায়তায় পরিচালিত এই গবেষণা পত্রে তথ্য সমাবেশ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, কিভাবে ’প্রগতি’ নামীয় ডিজিট্যাল গভর্নেন্স এর এই উদ্ভাবনা ২০৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ৩৪০ টি উন্নয়ন প্রকল্প সম্পন্ন করার কাজকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করেছে।

অক্সফোর্ডের গবেষণাপত্রের মূল বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

পরিকাঠামোর জন্য অগ্রগতি -

২০১৫ সালে চালু হওয়ার পর থেকে “প্রগতি” (প্রো-অ্যাক্টিভ গভর্নেন্স অ্যান্ড টাইমলি ইমপ্লিমেন্টেশন) ২০৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ৩৪০টি প্রকল্প সম্পন্ন করার কাজকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করেছে। দেশে ৫০ হাজার কিলোমিটার নতুন জাতীয় মহাসড়ক নির্মাণ এবং বিমানবন্দরের সংখ্যা দ্বিগুন করা সহ অভূতপূর্ব সব পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প নির্মাণে সহায়তা করেছে। এই গবেষণায় দেখানো হয় যে, পরিকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যয় করা প্রতি এক টাকা থেকে জিডিপি-তে এসেছে ২.৫ থেকে ৩.৫ টাকার অবদান এসেছে নিতে জিডিপিতে।

শীর্ষ থেকে নেতৃত্বঃ

সাধারণত মাসে একবার প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের আধিকারিকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সরাসরি অংশগ্রহণই হচ্ছে এই পরিকাঠামোগত উন্নতির মূল বিষয়। একেবারে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেবার পাশাপাশি ডিজিটাল ব্যবস্থায় পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করার এই সমস্ত প্রকল্পের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক নতুন সংস্কৃতি তৈরি করেছে। সুনির্দিষ্ট প্রকল্প পর্যালোচনায় প্রধানমন্ত্রীর সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে আমলাতান্ত্রিক যে সমস্ত অচলাবস্থা ছিল তা দূর করতে এবং প্রকল্পগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে অনেক বেশী সাহায্য করেচে।

সমস্যা পর্যবেক্ষণ ও সমাধান

পরিকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা দূর করার ক্ষেত্রে সকল প্রাথমিক সমস্যার সমাধানে “প্রগতি” দারুন ভাবে এগিয়ে এসেছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য শীর্ষস্তরে পৌছানোর আগেই অর্থাৎ দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে পর্যালোচনার জন্য পৌঁছানোর আগেই “প্রগতি” মঞ্চে সেসব সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে। পর্যালোচনার জন্য আসা প্রকল্পগুলির জন্য, “প্রগতি”র সমন্বিত পদ্ধতি জমি অধিগ্রহণ এবং পরিবেশগত অনুমোদনের মতো ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী অচলাবস্থা ভাঙতে সাহায্য করে।

ডিজিটাল গভর্নেন্স ইকোসিস্টেম:

“প্রগতি” এক বৃহত্তর প্রেক্ষাপট ও বাস্তুতন্ত্র নিয়ে কাজ করছে - এরমধ্যে অন্তরভুক্ত আছে পরিকাঠামো পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য পিএম গতি শক্তি এবং পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য ”পরিবেশ” প্রকল্প। ডিজিটাল পদ্ধতিতে এই কাজ সম্পন্ন হবার কারনে কাজের সময়সীমা দারুন ভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। এই প্রকল্পের অনুমোদনের সময়সীমা এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র যেখানে ৬০০ দিন সময় নেয়, সেই জায়গায় ড্রোন পর্যবেক্ষণ এবং জিআইএস-ভিত্তিক ম্যাপিং সহ পরিশীলিত সরঞ্জাম ব্যবহার করে বর্তমানে ৭০ থেকে ৭৫ দিনের মধ্যে দিনের মধ্যে সুফল পাওয়া যায়।

সামাজিক ক্ষেত্রের জন্য অগ্রগত:

এই প্রকল্পের প্রভাব পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচিগুলিকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে। “প্রগতি”র তত্ত্বাবধানে, পাঁচ বছরে গ্রামীণ পরিবারগুলির পানীয় জলের সংযোগ ১৭ু থেকে বেড়ে ৭৯ু পর্যন্ত হয়েছে। এই প্ল্যাটফর্মটি স্বচ্ছ ভারত মিশনের মতো প্রকল্পে নাগরিকদের বিভিন্ন অভিযোগ সম্পর্কে সরকারের প্রতিক্রিয়া জানাবার সময় ৩২ দিন থেকে কমিয়ে ২০ দিন করতে সহায়তা করেছে।

সহযোগিতা রাজ্য জুড়ে:

“প্রগতি” একটি নিরপেক্ষ মঞ্চ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যেখানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি রাজনীতির ঊর্ধে উঠে কার্যকরীভাবে একসাথে কাজ করে। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য আমলাতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিক বাধা অতিক্রম করে এই মঞ্চটি ’টিম ইন্ডিয়া’-কে এক অনন্য স্তরে নিয়ে গেছে। বেশ কয়েকটি রাজ্য এখন “প্রগতি”র নিজস্ব সংস্করণ তৈরি করেছে।

বিশ্বনেতাদের জন্য ডিজিটাল প্রশাসনের শিক্ষা

গবেষণা পত্রে কয়েকটি শীর্ষ বিষয় অন্যান্ন দেশের কাছে অনুকরণীয় হিসেবে তুলে ধরতে বলা হয়, , “প্রগতি” প্রকল্পটি অন্যান্য দেশের উদীয়মান অর্থনীতির জন্য শিক্ষনীয় বিষয় নিয়ে এসেছে। প্রথমত হলো, ডিজিটাল রূপান্তর প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের গুরুত্ব। নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করার ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে একটি সুসংহত ব্যবস্থাপনার উপস্থিতি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিকে অনুরূপ পরিকাঠামো এবং প্রশাসনের চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করতে পারে সেই বিষয়ে একটি সম্যক ধারণা দিতে পারে এই “প্রগতি” প্রকল্পটি।

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ২০২৪-এ, ভারত জুড়ে দিব্যাঙ্গজনদের ক্ষমতায়নের জন্য ১৬টি যুগান্তকারী উদ্যোগের সূচনা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ বীরেন্দ্র কুমার

নয়াদিল্লি, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৪, পিআইবি।। ভারত জুড়ে দিব্যাঙ্গজনদের ক্ষমতায়নের জন্য ১৬টি যুগান্তকারী উদ্যোগের সূচনা করে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী ক্ষমতায়ন দিবস ২০২৪ উদযাপন করেছে সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের (এমওএসজেই) অধীনস্থ দিব্যাঙ্গজন ক্ষমতায়ন বিভাগ (ডিইপিডাব্লুডি)। আজ নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ বীরেন্দ্র কুমার এই প্রকল্পগুলির উদ্বোধন করেছেন। অনুষ্ঠানে ঊর্ধতন কর্মকর্তা, অংশীদার এবং দিব্যঙ্গ ক্ষেত্রে কর্মরত সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে দিব্যাঙ্গজন শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শন করেন।

এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ বীরেন্দ্র কুমার বলেন, ’এই স্মরণীয় অনুষ্ঠানটি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে আমাদের অবিচল উৎসর্গীকৃত থাকার প্রতিফলন। এইসব উদ্যোগের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক দিব্যাঙ্গজনের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য। এই বিভাগটি দিব্যাঙ্গজনদের অধিকার ও মর্যাদা বজায় রাখার লক্ষ্যে অবিচল রয়েছে এবং ভারতকে সত্যিকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অ্যাক্সেসযোগ্য সমাজ গঠনের কাছাকাছি স্তরে নিয়ে যাচ্ছে।

দিব্যাঙ্গজনদের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ক্ষমতায়িত সমাজ গঠনে সরকারের প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে সচিব (ডিইপিডব্লিউডি) শ্রী রাজেশ আগরওয়াল বলেন, ’ দিব্যঙ্গ ব্যক্তিদের কাছে সর্ব ক্ষেত্র পৌঁছানোর প্রক্রিয়ায় অগ্রগতি থেকে শুরু করে কর্মসংস্থানের যোগ্যতা বাড়ানোর প্রতিটি পদক্ষেপের সামনে আসা বাধাগুলি দূর করতে এবং সুযোগের নতুন পথ খোলার জন্য আমাদের সংকল্পের প্রতিফলন এইসব উদ্যোগ। এই উদ্যোগগুলি সরকারের সমতাভিত্তিক ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিকে মূর্ত করে, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি, ক্ষমতা নির্বিশেষে, মর্যাদা ও স্বনির্ভরতার জীবনযাপন করতে পারে।

উদ্যোগগুলির প্রধান বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে:

সুগম্য ভারত অভিযান: অডিটরদের তালিকাভুক্তির জন্য একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকাঠামো তৈরি করতে সরকারের প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করেছে। দিব্যাঙ্গজনদের সমিতির সাথে অংশীদারিত্বে উদ্যোগ, যেখানে দিব্যাঙ্গজনরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি বা এআই-সক্ষম ‘ইয়েস টু অ্যাক্সেস’ অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করে পাবলিক স্পেসগুলির অ্যাক্সেসযোগ্যতা মূল্যায়ন করবে।

সুবিধা গ্রহণের পথ --- পর্ব ৩ সংকলন: সিরিজের তৃতীয় কিস্তিতে দিব্যাঙ্গজনদের জন্য কর্মসংস্থান, আর্থিক পরিষেবা এবং স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত মূল সরকারী দলিলগুলি তুলে ধরা হয়েছে, তাদের জ্ঞান এবং সংস্থানগুলিতে সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করা হয়েছে।

উচ্চ-শক্তির চশমা: সিএসআইআর-সিএসআইও কর্তৃক তৈরি করা এই চশমাগুলি কম দৃষ্টিশক্তিযুক্ত ব্যক্তিদের চাহিদাকে পূরণ করে, উচ্চতর অপটিক্যাল স্বচ্ছতা প্রদান করে এবং জীবনের মান উন্নত করে।

দিব্যশা ই-কফি টেবিল বুক: আলিমকোর ৫০ বছরের যাত্রা স্মরণে চালু হওয়া ই-বুকটি দিব্যাঙ্গজনদের সহায়ক ডিভাইস সরবরাহে অনুপ্রেরণামূলক গল্প এবং কৃতিত্বকে তুলে ধরছে।

কদম হাঁটু জয়েন্ট: আইআইটি মাদ্রাজ এবং এসবিএমটি কর্তৃক উন্নত একটি দেশীয় উদ্ভাবন, বর্ধিত গতিশীলতা এবং স্থায়িত্বকে সরবরাহ করেছে, সহায়ক প্রযুক্তির একটি বড় সাফল্য হিসাবে চালু করা হয়েছে।

অন্যান্য উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে সচেতনতা সৃষ্টি এবং প্রচার পোর্টাল উদ্বোধন; অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রচারের জন্য ব্রেইল, অডিও এবং বড় মুদ্রণ বিন্যাসে ২১ টি অ্যাক্সেসযোগ্য বই চালু করা হয়েছে; স্ট্যান্ডার্ড ভারতী ব্রেইল কোড: ১৩ টি ভারতীয় ভাষায় প্রমিত ব্রেইল লিপির জন্য একটি খসড়া চালু করা হয়েছে; তেমনি ব্রেইল বই পোর্টাল- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে ব্রেইল বই তৈরির জন্য একটি অনলাইন সাবমিশন পোর্টাল উন্মোচন করা হয়েছে।

এছাড়াও, এমপ্লয়াবিলিটি স্কিলস বুক ১১ টি ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে, এই বইটি দিব্যাঙ্গজনদের জন্য শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের মধ্যেকার দূরত্বের মধ্যে সেতুবন্ধন করছে।

ইনফোসিস স্প্রিংবোর্ড দক্ষতা প্রোগ্রাম ভারত জুড়ে বধির শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য উন্মোচন করা হয়েছে। ইনফোসিস স্প্রিংবোর্ডে ইউনিকি চ্যানেলের মাধ্যমে দেওয়া কোর্সগুলি লক্ষ লক্ষ তরুণ বধির শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ক্ষেত্র জুড়ে দক্ষতা বিকাশ এবং বিপণনযোগ্য দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করেছে।

শ্রবণ দিব্যাঙ্গজনদের জন্য গুগল এক্সটেনশন: সাইনআপ মিডিয়া এবং ইউনিকি ভারতে বধির সম্প্রদায়ের জন্য বিনোদন, তথ্য এবং শিক্ষামূলক মিডিয়াতে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ যোগাযোগের সবচেয়ে শক্তিশালী, নির্ভরযোগ্য, অ্যাক্সেসযোগ্য উৎস সরবরাহ করতে অংশীদারিত্ব করছে।

ই-সানিধ্য পোর্টাল: টাটা পাওয়ার কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট এবং এনআইইপিআইডি, সেকেন্দ্রাবাদ দ্বারা প্রবর্তিত, টাটা ই-সানিধ্য নিউরো-ডাইভারসিটি প্ল্যাটফর্ম একটি বিশেষ অনলাইন এবং অফলাইন (ডিজিটাল) পরিষেবা যা নিউরো-বৈচিত্র্য অবস্থার সাথে বিশেষত অটিজমে আক্রান্তদের সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় পরিস্থিতি নিয়ে স্ট্যালিনের সঙ্গে কথা প্রধানমন্ত্রীর, সমস্ত সহায়তার আশ্বাস

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে জনজীবন বিপর্যস্ত তামিলনাড়ুর বিভিন্ন জেলায়। ঘূর্ণিঝড় দুর্বল হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হলেও, বৃষ্টি এখনও থামেনি। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের সঙ্গে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে তামিলনাড়ু সরকারকে সমস্ত ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

তামিলনাড়ুতে এখনও বৃষ্টি থামেনি, আগামী ২৪ ঘণ্টায় তামিলনাড়ুর বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তামিলনাড়ুর ৪টি জেলায় (নীলগিরি, ভিল্লুপুরম ও কুড্ডালোর) মঙ্গলবারও স্কুল ও কলেজে ছুটি রয়েছে।

আসানসোলে অটোয় ধাক্কা ট্রাকের; প্রাণ হারালেন চালক, জখম এক যাত্রী

আসানসোল, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): আসানসোলে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক অটো চালকের। জখম হয়েছেন ওই অটোয় থাকা এক যাত্রী। মঙ্গলবার সকালে আসানসোল দক্ষিণ থানার ভগৎ সিং মোড় সংলগ্ন জিটি রোডে ঘটেছে দুর্ঘটনাটি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এদিন সকালে একটি অটো কুমারপুর থেকে এক যাত্রীকে নিয়ে আসানসোল স্টেশনে যাচ্ছিল। তখনই ভগৎ সিং মোড় সংলগ্ন এলাকায় জিটি রোডের উপর একটি ট্রাক ওই অটোকে সজোরে ধাক্কা মারে। এই দুর্ঘটনার ফলে অটোর সামনের অংশটি পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজে হানা ইডি-র, কোটা দুর্নীতিতে চলছে তল্লাশি

শান্তিনিকেতন, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): মেডিক্যাল কলেজে এনআরআই কোটাতে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে শহর থেকে জেলায় তল্লাশি চালাচ্ছে ইডি।মঙ্গলবার সকালেই বীরভূমের শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজেও হানা দিয়েছে ইডি। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বোলপুর শহরে। প্রচুর কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে ইডি-র আধিকারিকরা বোলপুরের মুলুক এলাকায় শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজের ক্যাম্পাসে পৌঁছন। সেখানেই এনআরআই কোটাতে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে তল্লাশি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তবে এই মেডিক্যাল কলেজে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হানা এই প্রথম নয়। এর আগেও গরু পাচার মামলায় একাধিকবার সংশ্লিষ্ট কলেজে হানা দেওয়ার পাশাপাশি কর্ণধার মলয় পিটকেও দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি।

দাচিগাম জঙ্গলে সংঘর্ষে নিকেশ এক জঙ্গি, শ্রীনগরে নিরাপত্তা জোরদার

শ্রীনগর, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাস-দমন অভিযানে আবারও সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরের দাচিগাম জঙ্গলে এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে এক সন্ত্রাসবাদী। অভিযান এখনও জারি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। হারওয়ানে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের এই অভিযানের প্রেক্ষিতে শ্রীনগরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। এনকাউন্টারস্থলের দিকে যাওয়ার সমস্ত রাস্তা পুলিশ সিল করে দিয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে পুলিশ জানিয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায়, শ্রীনগরের দাচিগাম জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী। সেই খবর পাওয়ার পর মঙ্গলবার ভোররাত থেকে ওই জঙ্গলে অভিযান চালায় সেনাবাহিনী ও পুলিশ। এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, এনকাউন্টারে এক জঙ্গি নিকেশ হয়েছে।

তিরুভান্নামালাইয়ে ভূমিধসে মৃত্যু ৭ জনের, শোকস্তব্ধ মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন

তিরুভান্নামালাই, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): তামিলনাড়ুর মন্দির শহর তিরুভান্নামালাইয়ে সোমবার দুপুরের ভূমিধসে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। মৃতরা সবাই একই পরিবারের সদস্য। অবিরাম বৃষ্টির জেরে একটি বিশাল পাথর তাঁদের বাড়ির ওপর পড়ে, তাতে ৫টি শিশু-সহ ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৪ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। উপ-মুখ্যমন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিন শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন। পরিজনদের মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকে ভেঙে পড়েছেন আত্মীয়-স্বজনরা।

শনিবার সন্ধ্যায় পুদুচেরির কাছে আছড়ে পড়েছে ঘূর্ণিঝড়। তার প্রভাবে তামিলনাড়ু উপকূলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হয়েছে। সেই বৃষ্টির কারণেই রবিবার বিকেল নাগাদ ধস নামে আন্নামালাইয়ার পাহাড়ের পাদদেশে। তাতেই চাপা পড়ে যায় পর পর কয়েকটি বাড়ি। তার মধ্যেই সোমবার দুপুরে আবার তিরুভান্নামালাইয়ে মন্দিরের কাছে পাহাড় থেকে ধস নামে।

৭ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন মঙ্গলবার মৃতদের পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন এবং ভূমিধসে নিহতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেছেন।

মেডিক্যাল কলেজে কোটাতে নিয়োগ দুর্নীতি : দুর্গাপুরেও তল্লাশি ইডি-র

দুর্গাপুর, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): মেডিক্যাল কলেজে এনআরআই কোটায় জাল নথি দিয়ে ডাক্তারি পড়ুয়াদের ভর্তির দুর্নীতির তদন্তে ইডি-র হানা দুর্গাপুরেও। মঙ্গলবার ভোর থেকেই সল্টলেক-সহ কলকাতার একাধিক জায়গা ও জেলাতেও তল্লাশি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। দুর্গাপুরের একাধিক বেসরকারি কলেজ ও হাসপাতালেও তল্লাশি চালাচ্ছে ইডি।

জম্মু-কাশ্মীরে ফের তুষারপাত, শীতে জবুথবু শ্রীনগর ও গুলমার্গ

শ্রীনগর, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): পশ্চিমী ঝঞ্ঝার সৌজন্যে আবারও তুষারপাতের সাক্ষী হল জম্মু ও কাশ্মীর। সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার সকালের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের উঁচু পাহাড়ে তুষারপাত হয়েছে, আর বৃষ্টি হয়েছে সমতলে। নতুন করে তুষারপাতের পর সাদা বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের পাহাড়। মঙ্গলবার সকালে দেখা যায়, জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার মাচিল সেক্টর সাদা বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে। শীতে জবুথবু শ্রীনগর ও গুলমার্গ - জম্মু ও কাশ্মীরের নানা প্রান্ত। জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৪-৭ ডিসেম্বর জম্মু ও

কসবায় কাউন্সিলরের উপর হামলায় গ্রেফতার আরও এক

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): কসবায় কাউন্সিলরের উপর হামলার ঘটনায় গ্রেফতার হলেন স্কুটার চালক। বিহারের বৈশালী থেকে অভিযুক্ত লক্ষ্মণ শর্মাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অন্তর্বর্তী হেফাজতে তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছে কলকাতায়। ফলে মোট ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৭।

গ্রেফতার প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক বলেন, ’কলকাতা পুলিশের গুন্ডা দমন শাখার গোয়েন্দারা সোমবার বিহারের বৈশালী এলাকায় তদন্ত চালিয়ে লক্ষ্মণ শর্মা ওরফে ছোটু নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। তাকে মঙ্গলবার ভোরে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এদিন তাকে আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে চেয়ে জেরা করবেন তদন্তকারীরা।’

গত ১৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় নিজের বাড়ির সামনে বসে থাকার সময় হামলা হয় কসবার তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের উপর। বাইকে দুষ্কৃতীরা এসে তাঁকে খুব কাছ থেকে গুলি করে পালানোর চেষ্টা করে। তবে শেষ মুহূর্তে বন্দুকের ট্রিগার আটকে যাওয়ায় গুলি বেরোয়নি। বরাতজোরে প্রাণে রক্ষা পান ১০৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর।

কলকাতা পুলিশ সিট গঠন করে তদন্তে নামে। গ্রেফতার করা হয় অন্যতম মূল চক্রী আফরোজ খান-সহ ৬ জনকে। এবার গ্রেফতার স্কুটার চালক লক্ষ্মণ শর্মা।

আদানি ঘুষ-কাণ্ডে সংসদ চত্বরে ইন্ডি নেতাদের বিক্ষোভ, নিন্দা রিজিজুর

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): আদানি ঘুষ-কাণ্ডে সংসদ উত্তালই। মঙ্গলবার সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে সংসদ ভবন চত্বরে আদানি ইস্যুতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ইন্ডি জোটের নেতারা। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, এএপি সাংসদ সঞ্জয় সিং, আরজেডি-র মিসা ভারতী-সহ ইন্ডি জোটের অনেক নেতা বিক্ষোভে শামিল হন। আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি জানান তাঁরা।

এদিকে, সংসদে অচলাবস্থা নিয়ে বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা করেছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তিনি বলেছেন, দেশের স্বার্থে সংসদের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলুক, এটা গুরুত্বপূর্ণ।সংসদের কাজ সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে না, এজন্য দেশ ও বিরোধী সাংসদদের বেশি ক্ষতি হচ্ছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় আলোচনা ছাড়াই আমরা বিল পাস করতে পারি, কিন্তু এমনটা করা আমরা ঠিক মনে করি না।’

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে মুখ খুললেন অখিলেশ, বললেন বিষয়টি ভারত সরকারের দেখা উচিত

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশ প্রসঙ্গে অবশেষে মুখ খুললেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। অখিলেশের মতে, এই বিষয়টি ভারত সরকারের দেখা উচিত। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর নিপীড়নের ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আক্রান্ত হচ্ছেন সন্ন্যাসীরা, প্রতিবাদে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে চলছে বিক্ষোভ।

এ প্রসঙ্গে মঙ্গলবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অখিলেশ যাদব বলেছেন, ’এ বিষয়ে ভারত সরকারের চিন্তাভাবনা করা উচিত, এমনটা হওয়া উচিত নয়। যদি তাঁরা আমাদের সাধুদের সম্মান করতে না পারে তবে তাঁরা কীভাবে একটি শক্তিশালী সরকার বলে দাবি করতে পারে।’

প্রজ্ঞা ভবনে মিনিস্ট্রি অফ জল শক্তির উদ্যোগে তিনদিনের ওয়ার্কশপ কাম প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর: মঙ্গলবার আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে মিনিস্ট্রি অফ জল শক্তির উদ্যোগে তিনদিনের ওয়ার্কশপ কাম প্রশিক্ষণের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।এর উদ্বোধন করেন সেক্রেটারি পি ডাব্লিউ ডি কিরন গিত্যে।

ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে নিয়ে মঙ্গলবার থেকে আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে শুরু হয়েছে মিনিস্ট্রি অফ জলশক্তির উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী জনসম্পদের উপর কর্মশালা। ত্রিপুরাসহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে কত পরিমাণ চাষযোগ্য জমি রয়েছে এবং কত পরিমান জমিতে কি কি উপায়ে জলের সংস্থান রয়েছে তা খতিয়ে দেখতে দ্বিতীয় জল বল শুমারি শুরু হয়েছে। তিন দিনব্যাপী এই কর্মশালায় এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান দপ্তরের এক আধিকারিক।

যুবাদের মিছিল

● প্রথম পাতার পর

প্রদান করা হোক। এদিকে, বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতন এবং চিন্ময় প্রভুকে গ্রেফতারের ঘটনায় ত্রিপুরায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় ওই ঘটনার প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। আজ এরই প্রতিবাদে এক সংগঠনের তরফ থেকে বাংলাদেশ চলো অভিযান কর্মসূচির জন্য প্রশাসনের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসন অনুমতি দেয়নি। তার প্রেক্ষিতে আখাউড়া রোড এলাকায় বাড়তি নিরাপত্তার জন্য দুটি বাঁশের ব্যারিকেড করা দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গতকাল বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতন এবং চিন্ময় প্রভুকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে আগরতলা বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশন অফিসে ভাঙচুর চালিয়েছে হিন্দু সংর্ষঘ সমিতি। এদিন আন্দোলনকারীরা অফিসের সামনে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা আগুনে পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। গতকাল রাতেই পুলিশ ওই ঘটনায় জড়িত সাতজনকে গ্রেফতার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এবিষয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে জানিয়েছেন, আজ এক সংগঠনের তরফ থেকে বাংলাদেশ চলো অভিযান কর্মসূচির জন্য প্রশাসনের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসন অনুমতি দেয়নি। তার প্রেক্ষিতে আখাউড়া রোড এলাকায় বাড়তি নিরাপত্তার বিষয়টিকে সামনে রেখে দুটি বাঁশের ব্যারিকেড করা দেওয়া হয়েছে। এদিন তিনি আরও বলেন, গতকাল বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনে ভাঙচুরের ঘটনায় সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ পুলিশ রিমান্ড চেয়ে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হবে। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদে আরও অনেকের নাম উঠে আসবে বলে জানান তিনি।এদিকে, আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টের ম্যানজার দেবাশিষ নন্দী বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আমদানি ও রপ্তানি স্বাভাবিক রয়েছে।

স্থগিত

● প্রথম পাতার পর

হোটেল নির্মাণের প্রতিবাদে আগামী ৫ ডিসেম্বর ওয়াইটিএফের তরফ থেকে ডেপুটেশন কর্মসূচি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আপতত ওই কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে। কারণ, তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ রাজ্যে নেই। তিনি কাজের সূত্রে বহি:রাজ্যে গিয়েছেন। তাই কর্মসূচি স্থগিত রাখা হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, আগামীকাল তিপরা ওমেন ফেডারেশনের তরফ থেকে পুরোনো রাজভবনে পাঁচতারা হোটেল নির্মাণের প্রতিবাদে আস্তাবল ময়দান থেকে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সম্ভলে যা ঘটেছে তা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র : অখিলেশ যাদব

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের সম্ভলে হিংসার জন্য যোগী আদিত্যনাথ সরকারকেই আক্রমণ করলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। মঙ্গলবার লোকসভায় অখিলেশ যাদব বলেছেন, সম্ভলে যে ঘটনা ঘটেছে তা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। অখিলেশ যাদব বলেছেন, উত্তর প্রদেশে ১৩ নভেম্বর উপনির্বাচন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা ২০ নভেম্বর পিছিয়ে দেওয়া হয়। এই সরকার সংবিধানে বিশ্বাস করে না।'

অখিলেশ যাদব আরও বলেছেন, 'সম্ভলের শাহি জামা মসজিদের বিরুদ্ধে একটি আবেদন দাখিল করা হয়েছিল। অপরপক্ষের কথা শোনার আগেই মসজিদের সমীক্ষার আদেশ দেওয়া হয়। ১৯ নভেম্বর সমীক্ষা হয় এবং আদালতে রিপোর্ট দেওয়ার কথা ছিল।' অখিলেশের কথায়, ২৪ নভেম্বর ফের সমীক্ষা করা হয়েছিল, সেই সময় সমীক্ষার কারণ জানতে লোকজন জড়ো হয়েছিলেন। সেখানে জড়ো হওয়া লোকজনকে সার্কেল অফিসার গালিগালাজ করে লাঠিচার্জ করেন। এরপর পুলিশ সরকারি ও ব্যক্তিগত অস্ত্র দিয়ে গুলি চালায়, এতে ৫ জন নিরীহ মানুষ মারা যান এবং অনেকে আহত হয়েছেন।'

মহারাষ্টে একটা খেলা চলছে, মহাযুতিকে কটাক্ষ সঞ্জয় রাউতের

মুম্বই, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর এক সপ্তাহ কেটে গেলেও এখনও নতুন সরকার গঠিত হয়নি। আর তা নিয়েই বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহাযুতি জোটকে কটাক্ষ করলেন উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের নেতা সঞ্জয় রাউত। তাঁর কথায়, মহারাষ্টে একটা খেলা চলছে।'

মঙ্গলবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'মহারাষ্ট্রের তত্ত্বাবধায়ক মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। একজন মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে উধাও হতে পারেন? মহারাষ্ট্রে একটা খেলা চলছে। ১০ দিন হয়ে গেছে। তাঁদের (মহাযুতি) বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে কিন্তু তারপরও তাঁরা এখনও পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করতে পারেনি। রাজভবনে এখনও পর্যন্ত সরকার গঠনের কোনও দাবি করা হয়নি। সবই দিল্লির খেলা।'

৫ ডিসেম্বর মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর শপথ, শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে

মুম্বই, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রের নতুন মুখ্যমন্ত্রী কে হতে চলেছেন, তা এখনও অজানা। তবে, আগামী ৫ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার হতে চলেছে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। সেই উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীরও।

৫ ডিসেম্বর মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান, তার আগে মঙ্গলবার মহাযুতি নেতারা আজাদ ময়দান পরিদর্শন করেছেন। প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন তাঁরা। শিবসেনা নেতা সঞ্জয় শিরসাট এদিন বলেছেন, 'শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান জমকালোভাবে অনুষ্ঠিত হবে।'

দুর্নীতি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে তোপ শিবরাজের, হাসলেন কল্যাণ

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-সহ অন্যান্য প্রকল্পে দুর্নীতি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। শিবরাজের বক্তব্য শুনে লোকসভায় হাসতে দেখা যায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। প্রথমে কল্যাণ লোকসভায় প্রশ্ন করেন, রাজ্যের বরাদ্দ টাকা কবে ছাড়বে কেন্দ্র? এরপর লোকসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার বড় কাজকে ছোট করে কিছু মানুষের উপকার করার অপরাধ করেছে। এই প্রকল্পের অধীনে, অযোগ্যদের যোগ্য করা হয়েছিল এবং যোগ্যদের অযোগ্য করা হয়েছিল, এটি প্রমাণিত হয়েছে, গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পগুলির নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।'

শিবরাজ সিং চৌহান আরও বলেছেন, 'তাঁরা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার নাম পরিবর্তন করে নিজেদের নামে রাখার অপরাধ করেছে। এমনকি একই প্রকল্পের অধীনে, অযোগ্য ব্যক্তিদের সুবিধা দেওয়া হয়েছিল এবং যোগ্য ব্যক্তিদের বাদ দেওয়া হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে বিষয়ে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। প্রধানমন্ত্রী মোদীর "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস" অনুযায়ী, আমরা তহবিলের অপব্যবহার হতে দেব না।'

কারাদন্ড

● প্রথম পাতার পর

শিশু কন্যাকে ডেকে ঘরে নিয়ে যায়। এরপর ছয় বছরের শিশু কন্যাকে মোবাইলে অশ্লীল ভিডিও দেখিয়ে তিন বছরের শিশু কন্যার সামনে ধর্ষণ করে। বাড়িতে মা আসার পর তিন বছরের শিশু কন্যা হঠাৎ করে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিতে মাকে জানিয়ে দেওয়ার পর, তখন ছয় বছরের শিশু কন্যাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতেই স্বিকার করে। এবং দুই শিশুর মা আরো জানতে পারেন শুধু একদিন নয় এইরকম বহুদিন সজল দে অপকর্ম করেছে এই দুই শিশুর সাথে। সব ঘটনা জানতে পেরে অবশেষে দুই শিশু কন্যার মা বিচার চেয়ে বিলোনিয়া মহিলা থানাতে দ্বারস্থ হয়ে সজল দের বিরুদ্ধে ধর্ষনের মামলা দায়ের করে। পরবর্তী সময়ে অভিযুক্ত সজল দে-কে গ্রেপ্তার করার পর তদন্তকারী অফিসার আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। সেই মূলে আদালত সজল দে-কে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা করেন। সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন আইনজীবি স্পেশাল পিপি এডভোকেট প্রভাত দত্ত।

খেতের ধান

● প্রথম পাতার পর

কে বা কারা রাতের অন্ধকারে পেট্রোল ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। পাশের বাড়ির এক মহিলা আগুনের শিখা দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করে। এগিয়ে আসে প্রতিবেশী মানুষজন, খবর পাঠায় কাঠালিয়া ফায়ার সার্ভিস অফিসে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ছুটে যায় ঘটনার স্থলে। যদিও তার আগেই প্রতিবেশী মানুষ এসে আগুন নিভিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়। ক্ষয়ক্ষতি যাই হোক না কেন!প্রশ্ন হচ্ছে এই জাতীয় ঘটনা তো অত্যন্ত বিরল!সমাজে এ কেন অমানবিক কর্মকাণ্ড ঘটতে পারে মানুষ একেবারে ভেবেই কোন কুলকিনারা পাচ্ছে না।

ঘটনার পর দিন অর্থাৎ তেশরা ডিসেম্বর সকাল ১০ টায় জমির মালিক মোঃ মোস্তফা এবং বর্গা কৃষক বিকাশ যাত্রাপুর থানায় পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান। তারপর ফিরে আসতে সংবাদ কর্মীকে কাছে পেয়ে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি জানান এখন আমি কি খেয়ে পরিবার চালাবো। আমার আর কোন উপায় নেই। নিরুপায় হয়ে এখন সরকারি সাহায্য পাওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছেন। নিজের খাওয়া দাওয়া এবং গবাদি পশুর খাওয়া সবকিছুই কেড়ে নিল নাশকতার আগুনে।

জামিনে মুক্ত

● প্রথম পাতার পর

বিষয়টিকে সামনে রেখে দুটি বাঁশের ব্যারিকেড করা দেওয়া হয়েছে। এদিন তিনি আরও বলেন, গতকাল বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনে ভাঙচুরের ঘটনায় সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ পুলিশ রিমান্ড চেয়ে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হবে। আজ তাদেরকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আদালত তাদেরকে জামিনে মুক্তি দিয়েছে বলে জানান এন সিসি থানার ওসি সুশান্ত দেব।

গুজরাটের গোদরা স্টেশনে, সবরমতী এক্সপ্রেসে অগ্নিকান্ডের ন্যাক্কারজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে নির্মিত "দ্যা সবরমতী রিপোর্ট" মুভি দেখেন বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল সহ ১৮ সূর্যমনি নগর মন্ডলের প্রায় তিন শতাধিক কার্যকর্তা।

কৈলাসহরে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর: ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রে আজ বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন করা হয়। আজ ৩রা ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

এতে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস , কৈলাশহর মিউনিসিপাল কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন শ্রীমতি চপলা দেবরায়, এডিএম অর্গ সাহা, সি এম ও ডক্টর শিশেন্দু চাকমা, জেলা শিক্ষা আধিকারিক প্রশান্ত কিলিকদার, জেলা দিব্বাঙ্গ কমিটির সভাপতি সুজিত পাল, জেলা সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক বিদ্যাসাগর দেববর্মা সহ আরো অনেকেই।

অনুষ্ঠানের প্রথমেই প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। এরপর বসে আঁকো প্রতিযোগিতা করা হয় এবং প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এরপর দিব্যাঙ্গদের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে যারা ভালো রেজাল্ট করেছে তাদের ১০ জনকে সার্টিফিকেট ও আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়। এছাড়া বিভিন্ন দিব্যংগদের মধ্যে চলন সামগ্রী ও শ্রবণ যন্ত্র প্রদান করা হয়। আজকের অনুষ্ঠানে প্রত্যেক বক্তাই তাদের বক্তব্যের দিব্যাঙ্গদের প্রতি যত্নবান ও সহানুভূতির আবেদন রাখেন।

উদয়পুরের প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রের সহযোগিতায় বিশ্ব দিব্যাঙ্গ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ ডিসেম্বর: ৩রা ডিসেম্বর বিশ্ব দিব্যাঙ্গ দিবস। এই বিশেষ দিনকে সামনে রেখে সারা রাজ্যের সঙ্গে উদয়পুরের প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রের সহযোগিতায় বিশ্ব দিব্যাঙ্গ দিবস পালিত হয়েছে।

গোমতী জেলার উদয়পুর মহকুমায় জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রের সার্বিক সহযোগিতায় উদয়পুর টাউন হলে বিশ্ব দিব্যাঙ্গ দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান শীতল মজুমদার, গোমতী জেলার মূখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার কমল রিয়াং, গোমতী জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক বিনয় ভূষন দাশ সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশেষ অতিথিরা বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রতিবন্ধীদের সহযোগিতা করা এবং সমাজে তাঁদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

নয় দিনব্যাপী শ্রীশ্রী রুদ্রচন্ডী মহাযজ্ঞের সূচনা উপলক্ষ্যে মাতাবাড়ি সংলগ্ন মধ্যপাড়াতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর: নয় দিনব্যাপী শ্রীশ্রী রুদ্রচন্ডী মহাযজ্ঞের সূচনা উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার বারানসীর শিবগঙ্গা সাবিত্রী জনকল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে উদয়পুর মাতাবাড়ি সংলগ্ন মধ্যপাড়াতে অনুষ্ঠিত হল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে মঙ্গল কলস যাত্রা ও পুজণ।

সকাল দশটায় পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণে প্রায় সহস্রাধিক ভক্ত ও শ্রদ্ধালু অনুরাগীর উপস্থিতিতে সুবিশাল শোভাযাত্রা সহকারে এই কলস যাত্রার আনুষ্ঠানিক সুচনা করেন সাধক শিরোমণি শ্রী শ্রী ১০০৮ বৌরাহা বাবা। সুসজ্জিত হাতির সাথে ব্যান্ড পার্টি সহযোগে এই মঙ্গল কলস যাত্রায় কাশী থেকে আগত প্রায় ২২ জন পন্ডিত ও পুরোহিত অংশ নেন। স্থানীয় কল্যাণ সাগরে গঙ্গাপূজা, গঙ্গা আবাহন এর পর আরতি ও মন্ত্রোচ্চারণ এর মাধ্যমে মঙ্গলঘট নিয়ে শোভাযাত্রাটি মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর গর্ভগৃহ পরিক্রমা, ও পুজা অর্চনার পর মহাযজ্ঞ স্থলের মন্ডপে প্রবেশ করে।

প্রায় আড়াই ঘন্টার বেশী সময় ধরে চলে পুরো অনুষ্ঠানের এই ক্রিয়াকর্ম । এরপর মঙ্গলঘট হাতে পুন্যার্থীরা শ্রীশ্রী রুদ্রচন্ডী মহাযজ্ঞস্থল পরিক্রমা করে মন্ডপে কলস স্থাপন করেন। দ্বিতীয় পর্বে মহাযজ্ঞস্থলে শুরু হয় পন্ডিত ও পুরোহিতদের দ্বারা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান। বুধবার ৪ তারিখ ভোরে শুরু হবে মহাযজ্ঞের অগ্নিপ্রজ্জ্বলন। সেই থাকে আগামী বুধবার ১১ ডিসেম্বর বেলা ১২ টা পর্যন্ত চলবে শ্রীশ্রী রুদ্রচন্ডী মহাযজ্ঞ। যজ্ঞে মোট ২১ লক্ষ আহুতি দেওয়া হবে, যা এই রাজ্যে প্রথম। বারানসি অশীঘাট, শিবগঙ্গা সাবিত্রী জনকল্যাণ সংস্থার তরফে এ-ই মহাযজ্ঞে অংশগ্রহণ করার জন্য রাজ্যবাসীর প্রতি আহবান জানানো হয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

● আটের পাতার পর

পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, কর্পোরেটর সুখময় সাহা, কর্পোরেটর প্রফেসর (ডা.) অলক ভট্টাচার্য, কর্পোরেটর হিমানী দেববর্মা, কর্পোরেটর মনিমুক্তা ভট্টাচার্য্য প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ এবছর পশ্চিম জেলায় মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৫ জন কৃতি দিব্যাঙ্গ ছাত্রছাত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী মেরিট অ্যাওয়ার্ড প্রকল্পে ১ হাজার টাকার চেক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৫ জন কৃতি দিব্যাঙ্গ ছাত্রছাত্রীকে ১৫০০ টাকার চেক দিয়ে পুরস্কৃত করেন। মূল অনুষ্ঠানের পর দিব্যাঙ্গজন ছেলেমেয়েরা সটপাট গ্রো, ৫০ মিটার দৌড়, রিং থ্রো, লং জাম্প, ব্লাইন্ড ক্রিকেট, টাগ-অব-ওয়ার, মিউজিক্যাল বল, মিউজিক্যাল চেয়ার, হুইল চেয়ার রেস, স্টেন্ডিং ব্রড জাম্প ও বুসি গেইমস ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের অতিথিগণ ট্রফি ও শংসাপত্র দিয়ে পুরস্কৃত করেন। বিজয়ীরা আগামী ১৮-১৯ ডিসেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে অনুষ্ঠেয় রাজ্যভিত্তিক খেলো ত্রিপুরা প্যারা গ্যামসে অংশ নেবে।

বিক্ষোভ অব্যাহত

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থলে। অন্যদিকে কোনরকম ঘোষণা ছাড়াই সিপাইজলা অভয়ারণ্যের মূল ফটকে বনভোজনের মরশুমে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ায় বিপাকে পড়েছে পর্যটকরা ।বনমিত্র কর্মীদের দ্বিতীয় দিনের এই ধর্নায় কোন আধিকারিকের দেখা নেই মঙ্গলবার দুপুর বারোটা পর্যন্ত বিপাকে পড়েছেন পর্যটকরা।

রামধারী খুনকান্ডে স্বীকারোক্তি অভিযুক্তদের ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার

আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর: রামধারী খুনকান্ডে স্বীকারোক্তি দিল অভিযুক্ত গীতা রানী দেববর্মা ও সুমিত দেববর্মা। নিকটবর্তী জলাশয় থেকে খুন কাণ্ডে ব্যবহৃত অস্ত্রটি উদ্ধার হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত ২৮ নভেম্বর বিশালগড় থানাধীন বন দফতরের জঙ্গলের পাশ থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা হয়েছিল, খুন করে অ্যাসিড দিয়ে দেহ পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত মৃতদেহ শনাক্ত করা যায়নি। আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছিল পুলিশ। পুলিশ তদন্তে নেমে ২৪ ঘন্টার মধ্যে রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে। তদন্তে জানা গিয়েছে মৃতব্যক্তি রামধারী। তার পকেটে রেলের টিকেট ও একটি নম্বর পেয়েছিল পুলিশ। তার সূত্র ধরেই পুলিশ বিশ্রামগঞ্জ বাপের বাড়িতে থাকা মৃতের স্ত্রীকে আটক করেন। গত ১০ বছর আগে রামধারী ও গীতা রানী দেববর্মা বিবাহ হয়েছিল। বর্তমানে তাদের একটি পুত্র সন্তান রয়েছে।

আরও জানা গিয়েছে, বিশ্রামগঞ্জ বাপের বাড়িতে থাকা স্ত্রীর সাথে দেখা করতে হরিয়ানা থেকে এসেছিলেন নিহত রামধারী। দ্বিতীয় স্বামীকে সাথে নিয়ে প্রথম স্বামীকে স্টেশন থেকে নিয়ে যান অভিযুক্ত গীতা রানী দেববর্মা। পুলিশের ধারণা তখনই খুন করা হয়েছে রামধারীকে।

আজ রামধারী খুনকান্ডে স্বীকারোক্তি দিল অভিযুক্ত গীতা রানী দেববর্মা ও সুমিত দেববর্মা। নিকটবর্তী জলাশয় থেকে খুন কাণ্ডে ব্যবহৃত অস্ত্রটি উদ্ধার হয়েছে।

সিপিআইএম খোয়াই জেলা কার্যালয়ে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর: মঙ্গলবার সিপিআইএম খোয়াই জেলা কার‍্যালয়ে পার্টির ২৪ তম মহকুমা সম্মেলনকে সামনে রেখে এক মহতি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

আজ সিপিআইএম খোয়াই জেলা কার‍্যালয়ে পার্টির ২৪তম মহকুমা সম্মেলনকে সামনে রেখে রক্তদান শিবিরে আয়োজিত হয়। এদিন এই রক্তদান শিবিরে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, ডি ওয়াই এফ আই রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক, সিপিআইএম খোয়াই মহকুমা সম্পাদক পদ্ম কুমার দেববর্মা থেকে শুরু করে অন্যান্যরা।

উল্লেখ থাকে, আগামী ৭ এবং ৮ ই ডিসেম্বর সিপিআইএম খোয়াই মহকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। একে সামনে রেখে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে দল। রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। এরই অঙ্গ হিসাবে এদিনের রক্তদান শিবির বলে জানান বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস।

খোয়াই সুভাষ পার্ক রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরে পূজ্যপাদ যুবরাজ সুভাষ চক্রবর্তী দীক্ষা মন্ত্র দান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর: খোয়াই সুভাষ পার্ক রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরে মঙ্গলবার পূজ্যপাদ যুবরাজ সুভাষ চক্রবর্তী দীক্ষা মন্ত্র দান করেন। উপলক্ষে এদিন ধর্মপ্রাণ মানুষের ভিড় পরিলক্ষিত হয় রামঠাকুর সেবা মন্দিরে।

সুভাষপার্ক রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরে শুভ পদার্পণ ঘটে পরম পূজ্যপাদ যুবরাজ সুভাষ চক্রবর্তীর। এদিন উনার এই আগমনকে কেন্দ্র করে উৎসব অনুষ্ঠান আয়োজিত সুভাষ পার্ক রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরে। এদিন পরম পূজ্যপাদ যুবরাজ সুভাষ চক্রবর্তী অগণিত ভক্তবৃন্দদের দীক্ষা মন্ত্র দেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পরম পূজ্যপাদ যুবরাজ সুভাষ চক্রবর্তী বলেন, রামঠাকুর সবার, তিনি সর্বাঙ্গীন। ঠাকুরের উৎসবে সব সময় জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় বলেও এদিন জানান তিনি।এদিন এই উৎসব অনুষ্ঠানে ব্যাপক সংখ্যক ভক্তবৃন্দের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় শ্রী শ্রী রামঠাকুর সেবা মন্দিরে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের সার্বিক বিকাশে পরিকাঠামো উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এখানকার বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যেসব দাবি জানিয়েছিলেন তার অধিকাংশই পূরণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে পর্যটন একটি অন্যতম মাধ্যম। পর্যটনের বিকাশে এবং উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উদয়পুরের বনদুয়ারে ৫১ পীঠ পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। তাছাড়াও ছবিমুড়া, ডম্বুর, নীরমহল, ঊনকোটি ও জম্পুই পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলা হচ্ছে।পর্যটনমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা ট্যুরিজম প্রোমো ফেস্টের মাধ্যমে রাজ্যের পর্যটনের প্রতি পর্যটকদের আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পাবে।

আজ থেকে আগামী ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের উৎসবের আয়োজন করা হবে। ১৪ ডিসেম্বর আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে হবে সমাপ্তি অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পর্যটন দপ্তরের সচিব ইউ কে চাকমা। সভাপতিত্ব করেন রইস্যাবাড়ি বিএসির চেয়ারম্যান প্রদীপ জমাতিয়া। তাছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিধায়ক নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং। উপস্থিত ছিলেন ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং, ডম্বুরনগর বিএসির চেয়ারম্যান প্রেমসাধন ত্রিপুরা, ধলাই জেলার জেলাশাসক সাজু বাহিদ এ ও পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা প্রশান্ত বাদল নেগি ।নারিকেলকুঞ্জে ত্রিপুরা ট্যুরিজম ফেস্ট উপলক্ষে স্বসহায়ক দল ছাড়াও ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের উদ্যোগে প্রদর্শনী মন্ডপ খোলা হয়। অনুষ্ঠিত হয় নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা। তাছাড়াও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পীগণ অংশ নেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

মুস্তাক আলী ক্রিকেটে সিকিমের বিরুদ্ধে প্রত্যাশিত জয় ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রত্যাশিত জয় পেয়েছে ত্রিপুরা। হারিয়েছে দুর্বলতর সিকিমকে। টানা দ্বিতীয় জয়। টুর্নামেন্টেও দ্বিতীয় জয়। সৈয়দ মুস্তাক আলী পুরুষদের সিনিয়র টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। অন্তিম ম্যাচ রয়েছে, পাঁচ ডিসেম্বর, ত্রিপুরা সৌরাষ্ট্রের মুখোমুখি হবে। ৮ দলীয় বি গ্রুপে পয়েন্ট তালিকায় সৌরাষ্ট্রের অবস্থান ত্রিপুরা থেকে অনেকটা উঁচুতে। ষষ্ঠ ম্যাচের শেষে কুড়ি পয়েন্ট নিয়ে। সৌরাষ্ট্রের পক্ষে ম্যাচটি যথেষ্ট ভাইটাল। ওই প্রেক্ষাপটে আজকের সিকিম জয় ত্রিপুরার পক্ষে অনেকেই টুর্নামেন্টে শেষ জয় বলে টিপ্পনী কাটলেও পরপর দুই ম্যাচে জয়ী হয়ে ত্রিপুরা দলের খেলোয়াড়দের মনোবল কিন্তু যথেষ্ট তুঙ্গে। ইন্দোরে হলকার স্টেডিয়ামে ডে নাইট ম্যাচের শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরা দলের অধিনায়ক প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। সিকিমকে আমন্ত্রণ জানায় ব্যাট করার জন্য। সীমিত ২০ ওভার খেলতে পারে নি। তিন বল বাকি থাকতে সিকিম সব কটি উইকেট হারিয়ে ৯১ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। ওপেনার প্রাণেশের ২৩ রান এবং অধিনায়ক লি ইয়ং লেপচার ২১ রান উল্লেখ করার মতো। রাজ্য দলের বোলার পারভেজ সুলতান একাই চারটি উইকেট তুলে নিয়েছে ১৩ রানের বিনিময়ে। এছাড়া মনি শংকর মুরাসিং ২০ রানে এবং অজয় সরকার ১৬ রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে শ্রীদাম পাল ১২ রানে এবং জীয়ন জোৎ সিং ৩২ রানে আউট হলেও ওপেনার বিক্রম কুমার দাস ৪২ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দেয়। গ্রুপ লীগের অন্য খেলায় গুজরাট আট উইকেট এর ব্যবধানে উত্তরাখণ্ডকে, সৌরাষ্ট্র ৫৮ রানে তামিলনাড়ু কে এবং বরোদা চার উইকেটে কর্ণাটকে পরাজিত করেছে।

গোলাপি বলের প্রস্তুতি ম্যাচে খেললেন না বিরাট, বিশ্রামে বুমরাও, তাতেও জয় ভারতের

এক দিনের প্রস্তুতি ম্যাচে জয় ভারতীয় দলের। প্রথমে ব্যাট করে প্রধানমন্ত্রী একাদশ করে ২৪০ রান। সহজেই সেই রান তুলে নেন যশস্বী জয়সওয়ালেরা। গোলাপি বলে অনুশীলন সেরে ফেললেন তাঁরা। যদিও যশপ্রীত বুমরা এবং বিরাট কোহলি এই ম্যাচে খেলেননি। শনি এবং রবিবার প্রস্তুতি ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রথম দিন বৃষ্টি হওয়ায় খেলা হয়নি। রবিবার সঠিক সময়ে খেলা শুরু হলেও মাঝে বৃষ্টির কারণে কিছু ক্ষণ বন্ধ ছিল। যার ফলে ৫০ ওভারের ম্যাচ হওয়ার কথা থাকলেও তা কমিয়ে ৪৬ ওভারের করে দেওয়া হয়। বুমরাহীন ভারতীয় পেস আক্রমণকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব ছিল মহম্মদ সিরাজের। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেই অভিষেক হয়েছিল তাঁর। সেই সিরাজ প্রথম স্পেলে ৭ ওভার বল করেন। ১৮ রান দিয়ে একটি উইকেট নেন। তাঁর সঙ্গে নতুন বলে শুরু করেছিলেন আকাশ দীপ। তিনি প্রথম স্পেলে ৭ ওভার বল করে একটি উইকেট নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় স্পেলে করেন তিন ওভার। মোট ১০ ওভারে ৫৮ রান দিয়ে নেন ২ উইকেট।ভারতীয় পেসারদের মধ্যে সফল হর্ষিত রানা। প্রথম টেস্টে খেলেছিলেন তিনি। অ্যাডিলেডেও প্রথম একাদশে জায়গা ধরে রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি প্রস্তুতি ম্যাচে ৬ ওভারে ৪৪ রান দিয়ে ৪ উইকেট তুলে নিলেন। দু'টি ওভারে ছ'বলের ব্যবধানে ৪ উইকেট তুলে নেন হর্ষিত। তিনিই অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী একাদশে ভাঙন ধরান। ১৩১ রানে ২ উইকেট হারানো দল তাঁর দাপটে ১৩৩ রানে ৬ উইকেট হারায়। গোলাপি বলের টেস্টে বুমরা এবং সিরাজের সঙ্গে হয়তো দেখা যাবে হর্ষিতকেই। বুমরার মতো খেলেননি বিরাটও। প্রথম টেস্টে বুমরা ৫ উইকেট নিয়েছিলেন, বিরাট শতরান করেছিলেন। তাঁরা রবিবার নেটে অনুশীলন করেন। প্রথম টেস্টে না খেলা রোহিত এই ম্যাচে নেমেছিলেন। তবে তিনি ওপেন করেননি। ভারতের হয়ে যশস্বী এবং লোকেশ রাহুল ওপেন করেন। তাঁরা ৭৫ রানের জুটি গড়েন। যশস্বী ৪৫ রান করে আউট হয়ে যান। রাহুল ২৭ রান করে অবসৃত। শুভমন গিল করেন ৫০ রান। রোহিত নেমেছিলেন চার নম্বরে। তবে তিনি ৩ রানের বেশি করতে পারেননি। অফ স্টাম্পের বাইরের বলে খোঁচা দিয়ে আউট হন ভারত অধিনায়ক। প্রস্তুতি ম্যাচে মিডল অর্ডারে নামায় মনে করা হচ্ছে অ্যাডিলেডে হয়তো রোহিত ওপেন করবেন না।

২৩ কোটির প্লেয়ার থাকতে দেড় কোটিতে ভরসা! ১৪ জনকে 'টপকে' রাহানেই সম্ভাব্য নেতা কলকাতার

কলকাতা নাইট রাইডার্সের পরবর্তী অধিনায়ক কে? এটাই এখন নাইট সমর্থকদের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। দলকে গত বার চ্যাম্পিয়ন করা অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ারকে ছেড়ে দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ফলে নিলামে নতুন অধিনায়কের দিকে তাকাতে হয়েছে তাদের। যে ক্রিকেটারদের কেকেআর ধরে রেখেছে ও যাঁদের নিয়েছে তাঁদের মধ্যেই এক জনকে দায়িত্ব দিতে হবে। সেই দৌড়ে আপাতত এগিয়ে এক 'বুড়ো ঘোড়া'। ২৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার বেঙ্কটেশ আয়ারকে টপকে অধিনায়ক হতে পারেন দেড় কোটির অজিঙ্ক রাহানে।নিলামে লোকেশ রাহুলকে পায়নি কেকেআর-শ্রেয়সকে ছাড়ার পর সকলে ভেবেছিলেন নিলামে ঋষভ পন্থ বা লোকেশ রাহুলের মধ্যে এক জনকে নেওয়ার জন্য ঝাঁপাবে কেকেআর। রাহুলের জন্য তারা লড়াই শুরু করেছিল। কিন্তু তাঁর দাম ১০ কোটির বেশি হয়ে যাওয়ার পর রণে ভঙ্গ দেয় কেকেআর। ফলে রাহুলকে পায়নি তারা।কেকেআরের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার বেঙ্কটেশ-এ বারের নিলামে কেকেআরের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার বেঙ্কটেশ। তাঁর ন্যুনতম মূল্য ছিল ২ কোটি টাকা। কিন্তু তাঁকে কিনতে ২৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ করেছে কলকাতা। নিলামের আগে ছেড়ে দেওয়া ক্রিকেটারের জন্য শেষ পর্যন্ত গিয়েছে তারা। তার চেয়ে কম খরচে রাহুলকে পেয়ে যেত তারা। ফলে বোঝা যাচ্ছে যে, বেঙ্কটেশ অধিনায়কের দৌড়ে রয়েছেন। কারণ, দু'বছর আগে যখন শ্রেয়স চোট পাওয়ায় নীতীশ রানা কেকেআরের অধিনায়ক হয়েছিলেন, তখন সহ-অধিনায়ক ছিলেন বেঙ্কটেশ। ঘরোয়া ক্রিকেটে মধ্যপ্রদেশের অধিনায়ক তিনি। সেই দলেরই কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত আবার কেকেআরের প্রধান কোচ। ফলে বেঙ্কটেশের একটা সম্ভাবনা রয়েছে।দৌড়ে রয়েছেন কুইন্টন ডি'কক, সুনীল নারাইনও-এ বার নিলামে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন উইকেটরক্ষক কুইন্টন ডি'কককে কিনেছে কেকেআর। তিনি অধিনায়কের দায়িত্ব আগে সামলেছেন। নারাইন আবার নাইটদের অন্য দলে অধিনায়কত্ব করেছেন। কেকেআরে বিদেশি অধিনায়কের নজির রয়েছে। আগে ব্রেন্ডন ম্যাকালাম বা অইন মরগ্যানের মতো অধিনায়ক দেখেছে কলকাতা। ফলে অভিজ্ঞ ডি'কক বা নারাইনেরও একটা সম্ভাবনা রয়েছে।টাকার অঙ্কে ১৫ নম্বরে রাহানে-এ বার কেকেআরে মোট ২১ জন ক্রিকেটার রয়েছে। ছ'জনকে ধরে রেখেছিল তারা। নিলামে ১৫ জনকে কিনেছে কেকেআর। এই ২১ জনের মধ্যে টাকার অঙ্কে ১৫ নম্বরে রয়েছে রাহানে। তাঁর উপরে থাকা ক্রিকেটারেরা হলেন বেঙ্কটেশ আয়ার (২৩ কোটি ৭৫ লক্ষ), রিঙ্কু সিংহ (১৩ কোটি), আন্দ্রে রাসেল (১২ কোটি), বরুণ চক্রবর্তী (১২ কোটি), সুনীল নারাইন (১২ কোটি), রমনদীপ সিংহ (৪ কোটি), হর্ষিত রানা (৪ কোটি), আনরিখ নোখিয়া (৬ কোটি ৫০ লক্ষ), কুইন্টন ডি'কক (৩ কোটি ৬০ লক্ষ), অঙ্গকৃশ রঘুবংশী (৩ কোটি), স্পেনসার জনসন (২ কোটি ৮০ লক্ষ), মইন আলি (২ কোটি), রহমানুল্লা গুরবাজ (২ কোটি) ও বৈভব অরোরা (১ কোটি ৮০ লক্ষ)। রাহানের ন্যুনতম মূল্য ছিল ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। সেই টাকাতেই তাঁকে পেয়েছে কেকেআর। অন্য কোনও দল রাহানেকে নিতে এগোয়নি। এর আগেও কেকেআরের খেলেছেন এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। রাহানের সমান টাকা দিয়ে রভম্যান পাওয়েলকে কিনেছে কেকেআর। তাঁরও ন্যুনতম মূল্য ছিল দেড় কোটি টাকা। অর্থাৎ, রাহানের থেকে কম টাকায় পাঁচ জন ক্রিকেটার কিনেছে কলকাতা। তাঁরা হলেন, উমরান মালিক (৭৫ লক্ষ), মণীশ পাণ্ডে (৭৫ লক্ষ), অনুকূল রায় (৪০ লক্ষ), লবনিত সিসোদিয়া (৩০ লক্ষ) ও মায়াঙ্ক মারকণ্ডে (৩০ লক্ষ)। তাঁদের মধ্যে মণীশ ভারতীয় দলে বেশ কয়েকটি ম্যাচ খেলেছেন। কিন্তু দীর্ঘ দিন তিনিও জাতীয় দলের বাইরে। বাকিরা প্রত্যেকেই তরুণ ক্রিকেটার।অধিনায়কের দৌড়ে ১৪ জনকে টপকাতে পারেন রাহানে-টাকার অঙ্কে ১৫ নম্বরে থাকলেও অধিনায়কের দৌড়ে ১৪ জনকে টপকে যেতে পারেন রাহানে। এখনও কোনও অধিনায়কের নাম কলকাতা ঘোষণা না করলেও শোনা যাচ্ছে, রাহানেই যে পরবর্তী অধিনায়ক হবেন তা ৯০ শতাংশ নিশ্চিত। তাঁর বিপক্ষে রয়েছে টাকার অঙ্ক ও দীর্ঘ দিন টি-টোয়েন্টি না খেলার যুক্তি। টাকার অঙ্কে এত নীচে থাকা কাউকে অধিনায়ক করা ঠিক হবে কি না তা নিয়ে একটা প্রশ্ন রয়েছে। পাশাপাশি রাহানে অনেক দিন কুড়ি-বিশের ক্রিকেট খেলেননি। কয়েকটি ম্যাচ খেলা আর গোটা মরসুম খেলা এক নয়। অধিনায়ক করলে তাঁকে মাঝপথে দল থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। পুরো মরসুম খেলাতে হবে। সে ক্ষেত্রে দলের ভারসাম্য নষ্ট হবে কি না তা নিয়ে আলোচনা চলছে কেকেআরে।রাহানে পোড়খাওয়া অধিনায়ক, তাই ভরসা কেকেআরের-রাহানের পক্ষে যাচ্ছে তাঁর অধিনায়কত্ব করার অভিজ্ঞতা। ঘরোয়া ক্রিকেটে মুম্বই থেকে শুরু করে ভারতের জাতীয় দল। বহু ম্যাচে অধিনায়কত্ব করেছেন রাহানে। সাফল্য দিয়েছেন। তিনি পোড়খাওয়া অধিনায়ক। বেঙ্কটেশ, ডি'কক, নারাইনদের ততটা অভিজ্ঞতা নেই। দলের বাকি যাঁরা রয়েছেন তাঁদের নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা নেই। সেই কারণেই হয়তো নিলামের দিন রাহানেকে নিয়েছে কেকেআর। অধিনায়ক হিসাবে 'বুড়ো ঘোড়া'র উপরেই বাজি রাখতে চাইছে তারা।বাকি ন'টি দলের সম্ভাব্য অধিনায়কেরা কোন জায়গায় রয়েছেন-আইপিএলের বাকি ন'টি দলের মধ্যে চারটি দলে নতুন অধিনায়ক দরকার। নিলামে সে ভাবেই এগিয়েছে তারা। পাঁচটি দলে অবশ্য স্থায়ী অধিনায়ক রয়েছে। দেখে নেওয়া যাক ন'টি দলের সম্ভাব্য অধিনায়কেরা টাকার অঙ্কে কোন জায়গায় রয়েছেন।দিল্লি ক্যাপিটালস লোকেশ রাহুল। নিলামে ১৪ কোটি টাকায় তাঁকে কিনেছে দিল্লি। তবে রাহুল দিল্লির সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার নন। ১৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় তারা অক্ষর পটেলকে ধরে রেখেছে। অর্থাৎ, টাকার অঙ্কে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ক্রিকেটার অধিনায়ক হতে পারেন।লখনউ সুপার জায়ান্টস ঋষভ পন্থ। আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ২৭ কোটি টাকায় পন্থকে কিনেছে লখনউ। অর্থাৎ, সবচেয়ে দাবি ক্রিকেটারকেই অধিনায়ক করতে পারে তারা।রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বিরাট কোহলি। ২১ কোটি টাকায় কোহলিকে ধরে রেখেছে বেঙ্গালুরু। সবচেয়ে দামি ক্রিকেটারকেই অধিনায়ক করতে চায় তারা।পঞ্জাব কিংস কেকেআরের ছেড়ে দেওয়া শ্রেয়স আয়ারকে ২৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকায় কিনেছে পঞ্জাব। তিনিই দলের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার। তাঁকেই অধিনায়ক করতে পারে প্রীতি জিন্টার দল।চেন্নাই সুপার কিংস রুতুরাজ গায়কোয়াড়। গত মরসুমে মহেন্দ্র সিংহ ধোনি ছাড়ার পর তাঁকে অধিনায়ক করা হয়েছিল। ১৮ কোটি টাকায় তাঁকে ধরে রেখেছে চেন্নাই। একই টাকা দেওয়া হয়েছে রবীন্দ্র জাডেজাকেও। অর্থাৎ, যুগ্ম সর্বোচ্চ দামি ক্রিকেটার চেন্নাইয়ের অধিনায়ক। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স রোহিত শর্মাকে সরিয়ে গত মরসুমে হার্দিক পাণ্ড্যকে অধিনায়ক করেছিল মুম্বই। এ বার তাঁকে ১৬ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকায় ধরে রেখেছে তারা। তবে মুম্বইয়ের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার যশপ্রীত বুমরা। ১৮ কোটি টাকা দিয়ে তাঁকে ধরে রাখা হয়েছে। হার্দিকের সমান টাকা দেওয়া হয়েছে সূর্যকুমার যাদবকে। অর্থাৎ, দ্বিতীয় যুগ্ম সর্বোচ্চ দামি ক্রিকেটারের হাতে নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা।রাজস্থান রয়্যালস সঞ্জু স্যামসন। দলের স্থায়ী অধিনায়ক তিনি। ১৮ কোটি টাকা দিয়ে সঞ্জুকে ধরে রেখেছে রাজস্থান। একই টাকা পেয়েছেন যশস্বী জয়সওয়ালও। অর্থাৎ, যুগ্ম সর্বোচ্চ দামি ক্রিকেটার রাজস্থানের অধিনায়ক।গুজরাত টাইটান্স শুভমন গিল। গত বার থেকে তিনিই দলের অধিনায়ক। তাঁকে ১৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় ধরে রেখেছে গুজরাত। তবে সবচেয়ে বেশি ১৮ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে রশিদ খানকে। অর্থাৎ, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দামি ক্রিকেটার গুজরাতের অধিনায়কত্ব করবেন।সানরাইজার্স হায়দরাবাদ প্যাট কামিন্স। গত মরসুমে দলকে ফাইনালে তুলেছিলেন। তাঁকে ১৮ কোটি টাকা দিয়ে ধরে রেখেছে হায়দরাবাদ। তবে দলের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার হেনরিখ ক্লাসেন। অর্থাৎ, এই দলেও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দামি ক্রিকেটার অধিনায়কত্ব করবেন।

সিনিয়র মহিলাদের ক্রিকেটে আজ মাঠে নামবে রাজ্য দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। জাতীয় সিনিয়র মহিলাদের এক দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আগামীকাল মাঠে নামবে ত্রিপুরা। জাজ্জুর সেওয়াগ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল মাঠে একদিনের ক্রিকেটে ত্রিপুরা নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে চন্ডিগড়ের বিপক্ষে। গুরুত্বপূর্ণ এই টুর্নামেন্টে চূড়ান্ত লড়াইয়ে নামার গেছে মঙ্গলবার রাজ্যের সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটাররা সেরে নিল তাদের চূড়ান্ত অনুশীলন। জাতীয় স্তরের মহিলাদের এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ত্রিপুরা মোট ছয়টি ম্যাচ খেলবে। তবে প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষদের বিপক্ষে সরাসরি জয়ের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখেই ময়দানে নামতে প্রস্তুত রাজ্যের মেয়েরা। প্রথম ম্যাচ চন্ডিগড় হলেও ম্যাচটিকে হালকাভাবে নিচ্ছে না দল। তাই জয় দিয়ে অভিযান শুরু করার টার্গেট নিয়েই আগামীকাল এক দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে ময়দানে নামবে ত্রিপুরা। এখন দেখার বিষয় প্রতিপক্ষদের কতটুকু চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে সক্ষম হয় রাজ্যের মেয়েরা।

প্রিমিয়ার লিগে শীর্ষস্থান ধরে রাখল লিভারপুল, টানা ৭ ম্যাচে জয়হীন ম্যাঞ্চেস্টার সিটি, জয় পেল চেলসি

সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি টানা সাতটি ম্যাচে জয় পেল না। রবিবার লিভারপুলের বিরুদ্ধে হেরে গেল পেপ গুয়ার্দিওলার দল। ঘরের মাঠে জিতে লিগ শীর্ষেই রইল লিভারপুল। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ১৩ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট তুলে নিল তারা। গোল করেন কডি গ্যাকপো এবং মহম্মদ সালাহ।রবিবার লিভাপুরল লিগ শীর্ষে থেকেই খেলতে নেমেছিল। কিন্তু প্রিমিয়ার লিগে টানা তিনটি ম্যাচ হেরে খেলতে নেমেছিল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। লিভারপুলকে ঘরের মাঠে হারানোর কাজটা কঠিন ছিল। হারতে হারতে মানসিক ভাবে পিছিয়ে পড়া ম্যাঞ্চেস্টার সিটির পক্ষে কাজটা আরও বেশি কঠিন ছিল। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণ করতে থাকে লিভারপুল। হেডে গোল করার সুযোগ পেয়েও হাতছাড়া করেন ভ্যান ডাহিক। কিন্তু ১২ মিনিটের মাথায় দলকে এগিয়ে দেন গ্যাকপো। তবে এই গোলের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নেন সালাহ। উইং থেকে তাঁর দৌড় এবং গোলের ঠিকানা লেখা পাস থেকে গোল না করাই অসম্ভব ছিল। গ্যাকপো গোল করতে ভুল করেননি। তিনি সহজেই জালে বল জড়িয়ে দেন। তার পরেও একাধিক বার গোল করার সুযোগ তৈরি করে লিভারপুল। সেই সঙ্গে প্রথমার্ধে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে সে ভাবে আক্রমণে উঠতেই দেয়নি তারা। দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টি থেকে গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে দেন সালাহ।ম্যাঞ্চেস্টার সিটি রদ্রির অভাবে ভুগছে। স্পেনের এই ফুটবলার সিটির মাঝমাঠের বড় স্তম্ভ। তিনি যে ভাবে বিপক্ষের আক্রমণ আটকে দেন, তেমনই আক্রমণ শুরু হয় তাঁর পা থেকে। কিন্তু চোটের কারণে এই মরসুমে রদ্রিকে পাওয়া কঠিন। তিনি খেলতে না পারায় বার বার মাঝমাঠে একটা ফাঁক তৈরি হচ্ছে। লিভাপুরলের মতো বড় দলের বিরুদ্ধে যে অভাব আরও বড় হয়ে দেখা যাচ্ছে। রদ্রির কোনও বিকল্প খুঁজে পাচ্ছে না ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ফলে একের পর এক ম্যাচ হারতে হচ্ছে। শেষ সাতটি ম্যাচের মধ্যে একটি ড্র এবং বাকি সব ম্যাচে হেরেছে তারা। চেলসির জয়-অ্যাস্টন ভিলাকে ৩-০ গোলে হারিয়ে দিল চেলসি। গোটা ম্যাচেই দাপট দেখালেন এনজো ফার্নান্ডেজেরা।

আগরতলায় ৬৮তম জাতীয় স্কুল গেমস বালিকাদের জুডো আসরের জোর প্রস্তুতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়েছে আজ। বিশেষ করে জাতীয় আসর আয়োজনে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন, তৎসঙ্গে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সাব কমিটি গঠনের কার্যক্রম আজ অনেকটা চূড়ান্ত করা হয়েছে। আগামী ১২ থেকে ১৫ ডিসেম্বর রাজ্যে জাতীয় স্কুল গেমসের জুডো ইভেন্টের বিশেষ করে বালিকাদের অনূর্ধ ১৭ বছর বিভাগের টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ৩০ থেকে ৩৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রায় ৩৫০ জুডোকা এবং অফিসিয়াল আগরতলায় ১১ ডিসেম্বর বুধবারের মধ্যে রিপোর্ট করবে। জাতীয় স্কুল গেমসের জুডো বালিকা অনূর্ধ ১৭ বিভাগের আসর নেতাজি সুভাষ রিজিওনাল কোচিং সেন্টার তথা এনএসআরসি-তে অনুষ্ঠিত হবে। খেলোয়ারদের থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাস, এন এস আর সি সি-র হোস্টেল এবং বাধরঘাটস্থিত ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে।

প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ১২ ডিসেম্বর এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠান ১৫ ডিসেম্বর আয়োজন করা হবে। উল্লেখ্য, রাজ্য দলের জুডোকারা ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় অনুশীলনে ব্যস্ত রয়েছে।

৮৫ মিনিট গোল হয়নি, তবু মোহনবাগানের জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন কোচ মোলিনা, খুশি স্টুয়ার্টও

শনিবার যুবভারতীতে চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে ম্যাচ ৮৫ মিনিট পর্যন্ত গোলশূন্য থাকলেও মোহনবাগান কোচ হোসে মোলিনার এক বারও মনে হয়নি যে তিন পয়েন্ট হাতছাড়া হয়েছে। তিনি আশাবাদী ছিলেন যে ম্যাচের শেষ দিকে ভাল কিছুই হবে। সেই আশাতেই রিজার্ভ বেঞ্চের ফুটবলারদের নামান তিনি। সেই আশা পূরণ হয়েছে। গ্রেগ স্টুয়ার্ট এবং জেসন কামিংস নামতেই বদলে যায় মোহনবাগানের খেলা। অন্য দিকে ম্যাচের সেরা স্টুয়ার্ট জানিয়েছেন, দলের জয়টাই তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।চেন্নাইয়িন ম্যাচের পর মোলিনা বলেছেন, "কখনও ভাবিনি যে ম্যাচ হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। দলের ওপর আস্থা আছে। জানতাম যে কোনও সময় গোল হবে। সেই আশাতেই পরিবর্তনগুলো করেছিলাম যাতে ওরা জেতাতে পারে। মাঠে দল নামালে আমি কখনও হাল ছাড়ি না। এক গোলে পিছিয়ে থাকলেও মনে হত আমরা ড্র করতে পারি। ইতিবাচক মানসিকতা থাকলে ভাগ্যও সঙ্গ দেয়।"নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে দিমিত্রি পেত্রাতোসের জায়গায় নামা স্টুয়ার্ট সমর্থকদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। প্রথমে তাঁর শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। ফিরতি বল মনবীর, আশিসের পা ঘুরে যখন ফের বক্সের বাইরে তাঁর পায়ে আসে তখনই তিনি গোলের পাস বাড়ান কামিংসকে। বক্সের মাথা থেকে সোজা গোলে শট নেন কামিংস। এক মাস পরে মাঠে নামা স্কটিশ মিডফিল্ডার শেষ বেলায় মাতিয়ে দিয়েছেন।ম্যাচের পর স্টুয়ার্ট বলেছেন, "পোস্টে লেগে বলটা আমার কাছে ফিরে আসার পরেই দেখি জেসন ভাল জায়গায় আছে। ওকেই বলটা দিই। অসাধারণ ফিনিশ করেছে। দলের জয়ে আমি খুব খুশি। ওদের কোচ ওয়েন কোয়েলকে খুব ভাল করে চিনি। জানতাম ম্যাচটা আমাদের কাছে কঠিন হবে। তাই তিন পয়েন্ট পাওয়াটা খুবই জরুরি ছিল।" মাত্র দশ মিনিট মাঠে থেকে ম্যাচের সেরার খেতাব পাওয়া নিয়ে স্টুয়ার্টের মন্তব্য, "মাত্র পাঁচ-দশ মিনিট খেলে ম্যাচের সেরার খেতাব পাওয়াটা আমার কাছে বড় চমক। কোচ যখন বলেন আমি পুরস্কারটা পেয়েছি, তখন হেসে ফেলি। তবে ম্যাচের সেরা হওয়ার চেয়ে দলের জয়টা কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"চোট সারিয়ে নামা স্টুয়ার্ট জানালেন, এক মাস না খেলার কথা এক বারও ভাবেননি বলেই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন তিনি। বলেছেন, "গত দুটো ম্যাচে চোটের জন্য খেলতে পারিনি। আজ মাঠে নামার পরেই মনে হচ্ছিল দলকে সাহায্য করতে পারি। মনে হয়েছিল দলকে সাহায্য করতে পারি। সেটা করে দলকে তিন পয়েন্ট এনে দিতে পেরে ভাল লাগছে। আরও ভাল লাগছে জেসনের জন্য।"তবে এখনও পুরোপুরি সুস্থ নন তা স্বীকার করে নিয়েছেন স্টুয়ার্ট। বলেছেন, "আমি পুরো সুস্থ হয়ে মাঠে নেমেছি তা নয়। এখনও ব্যথা রয়েছে।

তবে জানতাম ১০-১৫ মিনিট খেলতে পারলে দলকে সাহায্য করতে পারব।

হয়তো আরও গোল পেতে পারতাম। আমারই শট বারে ও পোস্টে লেগে ফিরে আসে।"৮৫ মিনিট গোল করতে না পারলেও মোলিনার মতে, জেমি ও দিমি ভালই খেলেছেন। দুর্ভাগ্য ছিল বলে গোল পাননি। মোলিনার কথায়, "জেমিকে যখন ক্লান্ত লাগছিল তখন কামিংসকে নামানোর কথা ভাবি। দিমি তখনও ভাল খেলছিল। শেষ দিকে আরও ভাল কিছু হওয়ার আশায় গ্রেগকে নামাই। সেটাই হয়েছে। দল এবং গ্রেগের জন্য খুশি। কামিংসের গোলটা খুবই ভাল। আবার পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষস্থানে উঠেছি। এ বার পরের ম্যাচ নিয়ে ভাবতে হবে। নর্থইস্টের বিরুদ্ধে ম্যাচটা আরও কঠিন হবে।"সামগ্রিক ভাবে দলের পারফরম্যান্স নিয়েও খুশি বাগান কোচ। বলেছেন, "আমার মনে হয় দুটো দলই ভাল খেলেছে। চেন্নাইয়িন ভাল খেলবে এমন প্রত্যাশা আমাদের ছিলই। ওরা ব্যক্তিগত মার্কিং ভাল করেছে। দিমিকে সমানে পাহারায় রেখেছিল ওদের পাঁচ নম্বর (এলসিনহো)। দিমিকে খুব একটা বেশি সুযোগ দেয়নি। আপুইয়া ভাল বল নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। সে জন্যই সাহালকে নামাই। চেন্নাইয়িন অনেক লং বল, ক্রস করে আমাদের চাপে ফেলেছে। তবে আমাদের ডিফেন্ডাররাও ভাল খেলেছে। প্রতিপক্ষের গোলের সামনে যারা ভাল খেলে তারাই জেতে। আমরা এই ব্যাপারে এগিয়ে ছিলাম।"চেন্নাইয়িন ম্যাচে আলবের্তো রদ্রিগেস ও শুভাশিস বসু হলুদ কার্ড দেখায় তাঁরা নর্থইস্ট ম্যাচে খেলতে পারবেন না। মোলিনা কিছুটা হলেও চিন্তিত। তিনি বলেন, "আমাদের কাছে কঠিন পরিস্থিতি। কারণ হাতে বেশি ডিফেন্ডার নেই। তবে এই সমস্যার উপযুক্ত সমাধান পাওয়ার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। দলের একাধিক খেলোয়াড় বিভিন্ন পজিশনে খেলতে পারে। আগামী সপ্তাহে অনুশীলনে অনেককে দেখতে হবে। দেখা যাক কী হয়।"

বেলিংহ্যাম, এমবাপের গোলে জয় রিয়ালের, আরও চাপ বাড়ল শীর্ষে থাকা বার্সার

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লিভারপুলের বিরুদ্ধে পেনাল্টি থেকে গোল করতে পারেননি কিলিয়ান এমবাপে। দলও জেতেনি। লা লিগায় গোলে ফিরলেন এমবাপে। জয়ে ফিরল রিয়াল মাদ্রিদ। গোল করলেন জুড বেলিংহ্যামও। গেটাফেকে ২-০ গোলে হারিয়ে লা লিগার পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল রিয়াল। ফলে চাপ আরও বাড়ল শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার। দলের দুই বড় তারকা গোল করায় খুশি রিয়ালের কোচ কার্লো আনচেলোত্তি। খেলা শেষে তিনি বলেন, "এমবাপে খুব ভাল খেলেছে। ও বার বার গোল করার চেষ্টা করছিল। ওকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। কয়েকটা সুযোগ তৈরি করেছিল। গোলও করেছে। এই এমবাপেকেই আমরা দেখতে চাই। বেলিংহ্যামও এই ম্যাচে ভাল খেলেছে।"

ভিনিসিয়াস না থাকায় এই ম্যাচে নিজের পছন্দের জায়গায় খেলার সুযোগ পান এমবাপে। তা কাজে লাগান তিনি। এই ম্যাচ দেখিয়ে দিল, মাঝমাঠের তুলনায় বাঁ প্রান্তে তাঁকে কাজে লাগালে ভাল করবেন আনচেলোত্তি। এখন দেখার, ভিনিসিয়াস ফিরে এলে আবার এমবাপে মাঝে চলে যান কি না।খেলার ৩০ মিনিটের মাথায় রুডিগারকে ফাউল করায় পেনাল্টি পায় রিয়াল। লিভারপুলের বিরুদ্ধে পেনাল্টি ফস্কেছিলেন এমবাপে। এই ম্যাচে তাই বেলিংহ্যাম পেনাল্টি নিতে যান। গোল করেন তিনি।

আট মিনিট পরেই বেলিংহ্যামের ক্রস ধরে জোরালো শটে গোল করেন এমবাপে। প্রথমার্ধেই ২-০ গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। দ্বিতীয়ার্ধে কোনও গোল না হলেও জিততে সমস্যা হয়নি তাদের।লা লিগার পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে রয়েছে বার্সা।

কিন্তু শেষ তিন ম্যাচে দুই হার ও এক ড্রয়ের ফলে আট পয়েন্ট নষ্ট করেছে তারা। ১৫ ম্যাচে বার্সার পয়েন্ট ৩৪। ১৪ ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট ৩৩। গেটাফেকে হারিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে তারা। পরের ম্যাচ জিতলেই বার্সাকে টপকে শীর্ষে উঠবে মাদ্রিদের ক্লাব।

'৫২০ কোটি টাকাও ওর জন্য কম পড়বে', ভারতের পেসারকে নিয়ে বললেন গুজরাতের কোচ

কিছু দিন আগে আইপিএলের নিলাম হয়ে গিয়েছে। সেখানে ঋষভ পন্থ, শ্রেয়স আয়ার, বেঙ্কটেশ আয়ারের মতো ভারতীয় ক্রিকেটারেরা ভাল দাম পেয়েছেন। তবে একজন ভারতীয় ক্রিকেটার আরও বেশি দাম পাওয়ার যোগ্য। এমনকি নিলামে ৫২০ কোটি টাকাও তাঁর জন্য কম পড়বে। এমনই মনে করেন গুজরাত টাইটান্সের কোচ আশিস নেহরা।সেই বোলার হলেন যশপ্রীত বুমরা। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স যাঁকে ১৮ কোটি টাকায় ধরে রেখেছে। নিলামের পর বুমরার সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন নেহরা। বলেছেন, "বুমরা দেশের হয়ে বহু বার ম্যাচ জিতিয়েছে। রোহিত শর্মা প্রথম ম্যাচ না খেলায় ও দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছে। ফলে ওর কাঁধে বাড়তি চাপ ছিল। যে ভাবে সেই চাপ সামলেছে তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়।"নেহরার সংযোজন, "নিউ জিল্যান্ডের কাছে চুনকাম হওয়ার পরেও বুমরা যে ভাবে নেতৃত্ব দিয়েছে তা অসাধারণ। ওকে হারানো সহজ নয়। বুমরা আইপিএল নিলামে থাকলে অনেক কিছু হতে পারত। হয়তো ৫২০ কোটি টাকাও ওর জন্য কম পড়ত।"প্রথম টেস্টে শুধু নেতৃত্বই দেননি, ভারতকে জেতাতে অন্যতম ভূমিকা নিয়েছেন বুমরা। প্রথম ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং ধসিয়ে দেন। ওই বোলিংই ভারতকে জিততে সাহায্য করেছে।

CMYK
জাগরণ 4 Decmber 2024, Wednesday আগরতলা ৪ ডিসেম্বর ২০২৪ ইং, ■ ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

দিব্যাঙ্গজনদের ছাড়া দেশের উন্নয়ন পরিপূর্ণতা পেতে পারে না: সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর: দিব্যাঙ্গজনদের অবহেলা করা উচিত নয়। তাদের ছাড়া দেশের উন্নয়ন পরিপূর্ণতা পেতে পারে না। আজ আগরতলার ক্ষুদিরাম বসু ইংরেজী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গ দিবস-২০২৪ উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিঙ্কু রায় একথা বলেন।

আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গ দিবস উপলক্ষে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী এদিন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক খেলো ত্রিপুরা প্যারা গ্যামসেরও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিঙ্কু রায় বলেন, দিব্যাঙ্গজনদের কল্যাণে রাজ্যে "স্টেট পলিসি ফর দিব্যাঙ্গজন" প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সারা দেশে দিব্যাঙ্গজনেরা যাতে বিশেষ সুবিধা ভোগ করতে পারেন সেই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের জন্য ইউনিক ডিসএবিলিটি আইডেন্টিটি কার্ড চালু করেছে। রাজ্যে প্রায় ৪০ হাজার জন দিব্যাঙ্গকে শিবির করে এই কার্ড দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আরও বলেন, দিব্যাঙ্গজনদের কল্যাণে বর্তমান রাজ্য সরকার দিব্যাঙ্গজনদের মাসিক ২০০০ টাকা করে ভাতা দিচ্ছে। ৮ জেলায় ৮টি জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। উজান অভয়নগরের বাক পুনর্বাসন বিদ্যালয়টিকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এই বিদ্যালয়টিকে মাধ্যমিক ও দ্বাদশস্তরে উন্নীত করার সরকারের চিন্তাভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন, দিব্যাঙ্গজন মেয়েদের বিবাহ করলে আগে ৫০০০ টাকা সহায়তা করা হতো। এখন সহায়তা করা হয় ৫০ হাজার টাকা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি বলাই গোস্বামী বলেন, দিব্যাঙ্গজনরা অন্যান্যদের চাইতে কম নয়। তারাও সুযোগ ও সুবিধা পেলে অনেক কিছু করতে পারে। রাজ্য সরকার তাদের কল্যাণে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক মেঘা জৈন ও সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস। স্বাগত ভাষণে জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক বিপ্লব ঘোষ বলেন, ১৯৯২ সালে রাষ্ট্র সংঘ আজকের দিনটিকে আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা প্রেস ক্লাবে ৪ দিনব্যাপী মিডিয়া স্কিল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপ সমাপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর: ৪ দিনব্যাপী মিডিয়া স্কিল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপের আজ শেষ দিন। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং আগরতলা প্রেস ক্লাবের সহযোগিতায় এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। গত ২৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

আগরতাল প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এই কর্মশালায় রাজ্যের প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও ওয়েব মিডিয়ার ৩০০ জন সাংবাদিক অংশ নেন। কর্মশালায় প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ার সভাপতি গৌতম লাহিড়ী, কলকাতা থেকে বিশিষ্ট সাংবাদিক সুদীপ্ত সেনগুপ্ত, বিপ্লব সাউ, বিকাশ দাস, অয়ন ভট্টাচার্য, গুয়াহাটি থেকে আগত অনির্বান রায় ও পীযূষ রঞ্জন বরদলই সহ স্থানীয় বিশিষ্ট সাংবাদিকগণ সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দেন।

সমাজবিরোধীদের সামনে মাথা নত করবে না নিগম ঃ মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর: পুর নিগম ও রাজ্য সরকার সমাজবিরোধীদের কোনো প্রকার চাপের মুখে মাথা নত করবে না। মঙ্গলবার লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি রোডের নির্মাণাধীন দোকানগুলোর কাজ পরিদর্শনে এসে এই কথা বলেন মেয়র দীপক মজুমদার।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার নির্দেশ অনুযায়ী লক্ষীনারায়ণ বাড়ির সামনে বেআইনি জায়গা দখল করে ব্যবসাকারীদের উচ্ছেদ করে দিয়েছিল পুরো নিগম। রাস্তা প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে উৎখাত করা হয়েছিল ওই অবৈধ ব্যবসায়ীদের।পরবর্তীতে ওই রোডে রাস্তার পাশে সাতজন বৈধ লাইসেন্সধারীদের ব্যবসার সহযোগিতায় দোকান নির্মাণ করার উদ্যোগ নিয়েছে পুর নিগম। আজ ওই এলাকা পরিদর্শন করেন মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে সর্বহারা এক পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর: বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্ব পুড়ে গিয়ে পথে বসলো অসহায় পরিবার। স্থানীয় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দিলেও, ইঞ্জিন এসে পৌঁছানোর পূর্বেই বাড়ির প্রায় সবকিছু পুড়ে যায়।ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, আমবাসার ভাওয়ালিয়া পাড়ায় হরিপদ শর্মার বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বাড়ির সবকিছুই পুড়ে গেছে। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হলেও ততক্ষণে বাড়ির প্রায় সবকিছুই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল।

এদিকে, কিভাবে আগুন লেগেছে তা এখনো বুঝা যায়নি। হরিপদ শর্মা জানান, তখন সকলে ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। আগুনের তাপে তাঁদের ঘুম ভাঙে।তিনি বলেন, বাড়ির সকল আসবাব সহ জামাকাপড় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।তিনি আরো বলেন, তাঁর পরিবারে মা, ছোট ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী ও ছেলে রয়েছে। আগুনের লেলিহান শিখা দেখে ভাইয়ের স্ত্রী ও ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়েন। বর্তমানে তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

৭৫ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর: গাঁজা বিরোধী অভিযানে নেমে সাফল্য পেয়েছে যাত্রাপুর থানার পুলিশ। নেউড়ামুড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে গাঁজা গাছ ধ্বংস করে। এদিন প্রায় ৭৫ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে।

ওসি সুব্রত দেবনাথ জানান, ইন্সপেক্টর অরুপ দেববর্মা, সাব ইন্সপেক্টর শুভঙ্কর সাহা সহ অন্যান্য পুরুষ এবং মহিলা কনস্টেবল এ ছাড়া থানায় দায়িত্বপ্রাপ্ত যে সমস্ত রয়েছেন সর্বসাকুল্য ৫০ জনকে নিয়ে অভিযানে নেমেছেন। থানা এলাকার অন্তর্গত পূর্ব পাহাড়পুর পঞ্চায়েত এলাকার বুক চিরে যাওয়া পূর্বদিকে একেবারে কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে সেই ন্যাউড়ামুড়া। ঘন জঙ্গল, শুধু টিলাভূমি, জনমানবাহিনী এলাকা। একেবারে মেলাঘর থানা সীমান্ত সংলগ্ন জায়গা। ওখানে প্রায় চার ঘন্টা অভিযান চালিয়ে সাতটি ধ্বংস করে দিয়েছেন।

তাঁর দাবি, ৭৫ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে। চলতি মৌসুমে অন্যান্য বছরে তুলনায় সিপাহীজলার অন্তর্গত সোনামুড়া মহকুমার প্রতিটি থানা এলাকাতেই গাঁজা বাগানের বাড় বাড়ন্ত এবার।

পুত্র ও পুত্রবধূর হাতে আক্রান্ত পিতা-মাতা, নির্যাতনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩ ডিসেম্বর : পুত্র এবং পুত্রবধূর দ্বারা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার অসহায় মা বাবা। মঙ্গলবার সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে পুত্র এবং পুত্রবধূর বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ তুলেন ওই অসহায় পিতা-মাতা। ঘটনাটি ঘটেছে গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা এলাকার ১ নং ওয়ার্ডে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, ওই এলাকার রঞ্জন সরকারের বড় ছেলে হংস সরকার প্রায় ১০ বছর আগে রাজধানী আগরতলা শহরের যোগেন্দ্রনগর এলাকার পুরবী দাসকে ভালবেসে বিয়ে করেছিল। বিয়ের পর থেকেই হংস ও তার স্ত্রী বাবা মায়ের থেকে আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু আলাদা হয়েও পুত্র ও পুত্রবধূ বাবা রঞ্জন সরকার এবং মা দিপালী সরকারের উপর প্রায়ই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতো বলে জানিয়েছেন নির্যাতিত পিতা-মাতা। দীর্ঘদিন ধরে সরকার দম্পতি পুত্র এবং পুত্রবধূর নির্যাতন সহ্য করে আসছিলেন। এরই মধ্যে সোমবার পুত্র ও পুত্রবধূ পিতা মাতার সাথে ঝগড়া বিবাদ শুরু করে দেয়। ওই ঝগড়া একসময় আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। মঙ্গলবার সকালে সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখে ওই অসহায় মা-বাবা পুত্র এবং পুত্রবধূর নির্যাতনের কথা তুলে ধরতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। রঞ্জন সরকার জানিয়েছেন, খুব কষ্ট করে হংস সরকারকে কোলে পিঠে করে বড় করেছেন তারা। কিন্তু আজ এভাবে তাদের নির্যাতনের শিকার হতে হবে, এমনটা কখনো ভাবতে পারেননি তারা। পুত্র এবং পুত্রবধূর এহেন আচরণে গোটা কাঞ্চনমালা এলাকায় নিন্দার রব উঠেছে। এলাকাবাসীর মতে, মাতা পিতার প্রতি তাদের এই ধরনের ব্যবহার সমাজে নিন্দনীয়।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
CMYK